গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর

প্র. না. বি.

রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫১

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৫—১০, ৪, ৪৫

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্ত

করকমলে—

নিবেদন

আমার অনেক মৌলিক রচনাকে অনেকে অনুবাদ মনে করেন, আর এই বইখানা অনুবাদ বলিয়া ঘোষণা করা সত্ত্বেও ইহাকে অনেকে আমার মৌলিক রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই ভ্রম দূর করিবার জন্য পুনরায় বলিয়া দেওয়া দরকার যে, ইহা বিখ্যাত রুশ লেখক গোগল-এর বিখ্যাত নাটক গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর-এর অনুবাদ। সর্ব্বত্র মূলের মাহাত্ম্য রক্ষা করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অনেক স্থলেই প্র. না. বি. গোগলের মহিমা ক্ষুণ্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্বত্র আক্ষরিক অনুবাদ করা সম্ভব হয় নাই—দুইটি নূতন চরিত্রও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। তবে অধিকাংশ পাঠকেরই মূলের সহিত পরিচয় নাই—কাজেই কোন অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

প্র. না. বি.

পাত্র-পাত্রী

ম্যাজিস্ট্রেট	—	মিঃ পঞ্চানন প্রচণ্ড, রায় বাহাদুর
জজ	—	মিঃ জগদ্ধাত্রী সিংহ
সিভিল সার্জন	—	মিঃ রামচন্দ্রম্ পিলাই
হেডমাস্টার	—	শ্রীনিধিরাম হাজরা
পোস্টমাস্টার	—	শ্রীনিরাপদ মুস্তফী
পুলিস সুপার	—	মিঃ কর্ত্তাপদ রায়
দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তা		শ্রীরসময় ঘটক
বনরামবাবু — বড় রায় সাহেব ঘনরামবাবু — ছোট রায় সাহেব		স্থানীয় জমিদারদ্বয়
অনঙ্গ চম্পটি	—	কলিকাতার একজন কেরানী
মুকুন্দ	—	ঐ ভৃত্য
ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী	—	বনমালা দেবী [২য় পক্ষের]
রমলা	—	ঐ কন্যা [১ম পক্ষের]
কমলা	—	ঐ কন্যা [২য় পক্ষের]
মিছরি	—	ঐ দাসী
চন্দন সিং পুরন্দর সিং পঞ্চুলাল তুলবাজ খাঁ	—	পুলিস কন্‌স্টেব্‌লগণ

স্থান ... দিনাজসাহী সহর

কাল ... বর্ত্তমান

প্রথম অঙ্ক

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো : ড্রয়িং-রুম

ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, পুলিস-সুপার, সিভিল সার্জন, হেডমাষ্টার, দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তা প্রভৃতি

ম্যাজিস্ট্রেট। একটা দুঃসংবাদ দেবার জন্যে আজ আপনাদের এখানে ডেকেছি। শিগগিরই একজন ইন্সপেক্টর আসছে।

জজ। ইন্সপেক্টর?

দাতব্য-কর্ত্তা। ইন্সপেক্টর?

ম্যাজিস্ট্রেট। হ্যাঁ, একজন গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর—কলকাতা থেকে, ছদ্মবেশে, সিক্রেট অর্ডার নিয়ে।

জজ। কি দুঃসংবাদ!

দাতব্য-কর্ত্তা। দুঃসংবাদ ব'লে দুঃসংবাদ। এমনিতেই আমাদের বিপদ-আপদের যেন অভাব আছে? তার ওপরে আবার—

হেডমাস্টার। তার ওপরে আবার সিক্রেট-অর্ডার। কি সর্ব্বনাশ!

ম্যাজিস্ট্রেট। একটা যে কিছু বিপদ আসছে, তা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কাল সারারাত আমি ইঁদুরের স্বপ্ন দেখেছি—প্রকাণ্ড দুটো কালো ইঁদুর, আমার কাছে এসে গাঁ শুঁকে চ'লে গেল। তখনই মনে হ'ল, একটা বিপদ আসছে। আর ভোরবেলা উঠেই এই সংবাদ।...যাক, চিঠিখানা আপনাদের প'ড়ে শুনিয়ে দিই। আমার বন্ধু বীরনগরের রায় সাহেবকে তো আপনি জানেন [দাতব্য-কর্ত্তার প্রতি]। রায় সাহেব লিখছেন, 'প্রিয় রায় বাহাদুর' [চিঠিখানার বিশেষ বিশেষ অংশ পড়িতে লাগিলেন] কোথায় গেল—এই যে, 'অন্যান্য সংবাদের মধ্যে একটা বিশেষ খবর এই যে, এই বিভাগ—তার মধ্যে আবার আমাদের জেলা পরিদর্শনের জন্য একজন

ইন্সপেক্টর ছদ্মবেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; তিনি ইন্সপেক্টর বলিয়া নিজের পরিচয় দেন না, সাধারণ লোক হিসাবে চলাচল করিতেছেন। এই খবর একান্ত বিশ্বাসজনক সূত্রে প্রাপ্ত। আমি তো জানি যে, সাধারণ মানুষ-সুলভ দুর্ব্বলতা আপনার আছে, কারণ কোন বিচক্ষণ মানুষই সুযোগ আসিলে ছাড়িয়া দেয় না।" [একটু থামিয়া, কাসিয়া] এখানে তো সকলেই আমরা বন্ধু, কাজেই…[পুনরায় পড়িতে লাগিলেন] "আমি পূর্ব্বাহ্ণেই আপনাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি যে, যে কোন মুহূর্ত্তে এই ইন্সপেক্টর আপনাদের মধ্যে গিয়া পৌঁছিতে পারেন, যদি তিনি ইতিমধ্যেই ছদ্মবেশে গিয়া না পৌঁছিয়া থাকেন। হয়তো তিনি এখনই আপনাদের মধ্যে বসবাস করিতেছেন, আপনারা জানিতেও পারিতেছেন না। গতকল্য আমি—" … যাক, এবার তাঁর পারিবারিক সংবাদ আরম্ভ হ'ল, "গতকল্য আমার ভগ্নী ও ভগ্নীপতি রতনবাবু আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। রতনবাবু আরও মোটা হইয়াছেন এবং অবসর পাইলেই বসিয়া বসিয়া বাঁশী বাজান।" ইত্যাদি, ইত্যাদি। যাকগে। তা হ'লে ব্যাপার হ'ল এই—

জজ। দুঃসংবাদ সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন এমন হ'ল? নিশ্চয় কোন জরুরি কারণ আছে।

হেডমাস্টার। সত্যি রায় বাহাদুর, কেন এমন ঘটল? ইন্সপেক্টর কেন আসতে যাবে? আপনার কি মনে হয়?

ম্যাজিস্ট্রেট। [দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] কেন আর কি? ভবিতব্য! ভবিতব্য! এতদিন অন্যান্য জেলায় গিয়েছে, এবার আমাদের পালা।

জজ। অত সহজ নয় রায় বাহাদুর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খুব জরুরি আর গোপনীয় কারণ আছে। ব্যাপারটা রাজনৈতিক। [নীচু স্বরে] শীঘ্রই যুদ্ধ বাধবে, তাই খবর নেবার জন্যে ইন্সপেক্টর বেরিয়েছে, কোথাও কোন বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কা আছে কি না!

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি এমন বিচক্ষণ লোক, আর এসব কথা বলছেন! বিশ্বাস-ঘাতকতা এই দিনাজসাহী শহরে! তবু যদি বা সীমান্তের ধারে কাছে হ'ত! এক মাস হাঁটলেও সীমান্তে গিয়ে পৌছনো যায় না এমন শহর এই দিনাজসাহী।

জজ। আমার মনে হয়, আপনি ভুল করছেন। রাজধানীতে যারা থাকে, তাদের বুদ্ধিই অন্য রকম। ক্ষতির কারণ না থাকলেও মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর নেওয়া সেই বুদ্ধির একটা লক্ষণ।

ম্যাজিস্ট্রেট। কারণ যাই হোক, আগে থেকে আপনাদের সতর্ক ক'রে দিলাম। আমার ডিপার্টমেণ্ট আমি ইতিমধ্যে গুছিয়ে নেব। আপনা-দেরও তাই করা উচিত। [দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তার প্রতি] রসময়বাবু, ইন্সপেক্টর যে আপনার দাতব্য-হাসপাতাল দেখতে যাবেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। রুগীগুলোকে যেন ভিখিরীর মত না দেখায়। হঠাৎ ওদের ভিখিরী ব'লেই মনে হয়। বিছানাগুলো একটু ফিটফাট যেন থাকে।

দাতব্য-কর্ত্তা। এ আর এমন বেশি কি! বিছানাগুলো একটু পরিষ্কার ক'রে রাখতে হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। হ্যাঁ, বিছানাগুলো দেখলে শ্মশান থেকে কুড়িয়ে আনা ব'লে মনে হয়।

আর এক কাজ করতে হবে প্রত্যেকখানা তক্তাপোশের পাশে, প্রত্যেক রুগীর মাথার কাছে ইংরিজীতে উচ্চাঙ্গের একটা নীতিবাক্য লিখে রাখা উচিত; প্রত্যেক রুগীর পায়ের কাছে একখানা কাগজে রুগীর নাম, রোগের নাম, বয়স, কতদিন ভুগছে, সব লেখা থাকা দরকার।

সত্যি, আপনার রুগীরা এমন কড়া তামাক খায় যে, কাছে গেলেই হাঁচি পায়। আর রুগীর সংখ্যা কম হ'লেই ভাল ছিল, নতুবা ইন্সপেক্টর মনে করতে পারেন যে, স্বাস্থ্য-বিভাগ যথেষ্ট মনোযোগী নয়, কিংবা সিভিল-সার্জন কিছু জানেন না।

দাতব্য-কর্ত্তা। চিকিৎসার বিষয়ে যদি বলেন, তবে আমি আর সিভিল-সার্জন অনেক দিন হ'ল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেওয়াই চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য, সেইজন্যে দামী ওষুধ আমরা ব্যবহার করি না। আমার রুগীরা গরিব লোক, যদি মরে নিতান্ত সাদাসিধেভাবে মরবে। আর যদি বেঁচেই ওঠে, তাও সাদাসিধেভাবেই উঠবে। বাঁচা মরা যেমনই হোক, সিভিল-সার্জনের পক্ষে ওদের চিকিৎসা করাই সম্ভব নয়, কারণ ডাক্তার পিলাই এক অক্ষরও বাংলা বুঝতে পারেন না।

সিভিল-সার্জন। [অস্পষ্ট নাসিকা-গর্জ্জন দ্বারা আপত্তি প্রকাশ করিল।]

ম্যাজিস্ট্রেট। [জজের প্রতি] মিঃ সিন্‌হা, আপনিও একটু দৃষ্টি রাখবেন আদালত-বাড়িটার দিকে। এজলাস ঘরের মধ্যেই আপনার চাপরাসীরা মুরগী পালতে শুরু করেছে। ওঃ, সেদিন দেখি, একপাল হাঁস মুরগী সে কি ডাক শুরু করেছে! উকিলবাবুদের সওয়ালের সঙ্গে হাঁসের ডাক মিলে সে কি জটিল ঐক্যতান! অবশ্য পক্ষীপালন খুব উপকারী, বিশেষ এই দুর্দ্দিনে। কিন্তু একেবারে প্রকাশ্য আদালতে ব্যাপারটা বোধ করি বাঞ্ছনীয় নয়। আমি অনেকবার আপনাকে মনে করিয়ে দেব ভেবেছি, কিন্তু কাজের চাপে কিছুতেই মনে রাখতে পারি নি।

জজ। আজকেই আমি হুকুম দিয়ে দিচ্ছি, সব যেন আমার বাবুর্চ্চিখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আসুন না আজ রাত্রে ডিনারে।

ম্যাজিস্ট্রেট। আরও একটা কথা। আদালত-ঘরের দেয়ালে ঘুঁটে দিয়ে দিয়ে বসন্তের রুগীর গায়ের মত হয়ে গিয়েছে। আর রাজ্যের ছেঁড়া কাঁথা শুকোতে দেখা যায়। আর সেরেস্তার আলমারির গায়ে একখানা শঙ্কর মাছের চাবুক ঝুলতে দেখেছি। এতে ক'রে প্রমাণ করে, শিকারে আপনার খুব শখ। কিন্তু কয়েক দিনের জন্যে ওটা সরিয়ে নেওয়া দরকার। তারপরে ইন্সপেক্টর চ'লে গেলে আবার ওটা স্বস্থানে রাখা যেতে পারে।

আর আপনার পেশকার। তার কথা আর কি বলব! তার গায়ে

এমন বিকট গন্ধ, যেন এখনই তাড়িখানা থেকে বেরিয়ে এল। আপনাকে অনেকবার মনে করিয়ে দেব ভেবেছি, কিন্তু আমি এমনই ব্যস্ত থাকি যে, আদৌ সময় পেয়ে উঠি না। অবশ্য লোকটা যদি বলে যে, ওটাই তার স্বাভাবিক গন্ধ, তা হ'লে আপত্তি করা চলে না। কিন্তু খুব ক'ষে পেঁয়াজ-রসুন খাইয়ে ওটা চাপা দেওয়া যায় না? আচ্ছা, ডাক্তার পিলাই, আপনি একটু ওষুধ দিয়ে ওটা চেপে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারেন না?

সিভিল-সার্জন। [নাসিকা-তর্জ্জনে কি যেন জানাইল।]

জজ। না না, ও গন্ধ দূর করবার উপায় নেই। লোকটা বলে যে, ওর নার্স শৈশবে ওকে মদের মধ্যে একবার ফেলে দিয়েছিল, সেই থেকে তাড়ির গন্ধ ওর স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। যাই হোক, একবার তবু মনে করিয়ে দিলাম। কিন্তু যে ভাবে আদালতে বিচার হয়, আমার বন্ধু চিঠিতে যাকে স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা বলেছেন, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে ইচ্ছা করি না। আর বলবার আছেই বা কি? দুর্ব্বলতা-মুক্ত মানুষ আর কোথায়? এ তো বিধাতার বিধান।

জজ। দুর্ব্বলতা কাকে বলছেন রায় বাহাদুর? সব দুর্ব্বলতা কি সমান? আমি প্রকাশ্যে ব'লে থাকি যে, আমি ঘুষ নিয়ে থাকি। কিন্তু কি? টাকাকড়ি নয়—বিলিতী কুকুরের বাচ্চা। ওকে ঘুষ বলা চলে না।

ম্যাজিস্ট্রেট। বিলিতী কুকুরের বাচ্চাই হোক আর যাই হোক, ওকে ঘুষ ছাড়া আর কি বলে?

জজ। না রায় বাহাদুর, এ কথা ঠিক হ'ল না। ধরুন, একজন যদি স্ত্রীর জন্যে পাঁচশো টাকা দামের একখানা বেনারসী শাড়ি নেয়, কিংবা—

ম্যাজিস্ট্রেট। স্বীকার করলাম, ঘুষ হিসাবে আপনি শুধু বিলিতী কুকুরের বাচ্চাই নেন, কিন্তু তাতেই বা কি? আসল কথা, আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন না, কোনদিন পূজা-অর্চ্চনা করেন না। ভগবানে আমার অটল বিশ্বাস। তিন বেলা সন্ধ্যাহ্নিক না ক'রে আমি জলগ্রহণ করি নে।

জজ। দেখুন, আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ যদি তুললেন তবে স্পষ্ট বলি, আমি শাস্ত্রে বিশ্বাস করি না, এসব বিষয়ে আমি কারও সাহায্য না নিয়ে কেবল নিজের চিন্তাশক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। কোন কোন বিষয়ে অতি-চিন্তা চিন্তাহীনতার চেয়ে নিন্দনীয়। কিন্তু সে যাই হোক, জজের আদালতে যে ইন্সপেক্টর যাবেন, তা মনে হয় না—ও জায়গা একেবারে বিধাতার খাস জমিদারির অধীন। এ বিষয়ে আপনার সৌভাগ্য ঈর্ষ্যার যোগ্য।

কিন্তু হেডমাস্টার মশায়, আপনি সাবধান হবেন—বিশেষ ক'রে আপনার শিক্ষকদের সম্বন্ধে। অবশ্য তাঁরা সবাই শিক্ষিত লোক। ইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপে ধাপে আরোহণ ক'রে জ্ঞানের চিলেকোঠায় গিয়ে ওঁরা পৌঁছেছেন, কিন্তু ওঁদের অনেকের বড় বিচিত্র রকমের অভ্যাস আছে, বোধ করি, জ্ঞানের থেকে সেসব অবিভাজ্য। যেমন ধরুন না কেন, সেই যে মোটা চেহারার ভদ্রলোকটি, নামটা কিছুতেই মনে থাকে না, চেয়ারে গিয়ে বসলেই এমন বিকট মুখভঙ্গী করে [মুখভঙ্গী করিয়া দেখাইলেন] আর ক্রমাগত দাড়িতে হাত বুলোতে থাকে; যতক্ষণ সে ছেলেদের প্রতি মুখভঙ্গী করে কিছু আসে যায় না, হয়তো অধ্যাপনার ওটা একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ, আমার পক্ষে নিশ্চিত ক'রে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু মনে করুন তো, ওই রকমটি যদি কোন দর্শকের প্রতি করে, তবে কি বিপদ ঘটবে! ইন্সপেক্টর ভাবতে পারেন, ওতে তাঁকে ব্যঙ্গ করা হ'ল। তখন ওই ঘটনা কত দূর গড়াবে বলুন তো?

হেডমাস্টার। আমি কি করব বলুন? আমি বারংবার তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছি। সেদিন মহামান্যা লাটপত্নী ইস্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন। আর কি বলব! এমন মুখভঙ্গী ক'রে উঠলেন, না না, তেমনটি আপনি কখনও দেখেন নি। অবশ্য তাঁর উদ্দেশ্য খুব সাধু। কিন্তু এজন্য এডিকংএর কাছে আমাকে কথা শুনতে হ'ল।

ম্যাজিস্ট্রেট। আর আপনার ইতিহাসের শিক্ষকের বিষয়ে একটা কথা বলতে চাই। লোকটি খুব পণ্ডিত সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্লাসে এমন অত্যুৎসাহে বক্তৃতা করেন যে, প্রায় আত্মবিস্মৃত অবস্থা। একবার তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলাম। যতক্ষণ অ্যাসিরিয়ান আর ব্যাবিলোনিয়ানদের বিষয়ে বলছিলেন, আত্মসম্বিৎ একেবারে হারান নি, কিন্তু যখন আলেক্‌সাণ্ডার দি গ্রেটে এসে পৌছলেন, অবস্থা চরমে গিয়ে পৌছল। মনে হ'ল, ঘরে যেন আগুন লেগেছে, সত্যি তাই মনে হ'ল। হঠাৎ চেয়ার থেকে লাফিয়ে নেমে প'ড়ে মেঝের ওপরে দড়াম ক'রে একখানা চেয়ার ফেললেন। আলেক্‌সাণ্ডার দি গ্রেট অবশ্য মস্ত বীর ছিলেন, কিন্তু সেজন্য চেয়ার ভাঙা কেন? ওগুলো যে গভর্মেণ্টের সম্পত্তি।

হেডমাস্টার। ঠিক বলেছেন, লোকটা অল্পেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আমি অনেক বার তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছি। কিন্তু তিনি কি বলেন জানেন, 'আপনি যাই বলুন, জ্ঞানবিস্তারের জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত।'

ম্যাজিস্ট্রেট। বিধাতার কি লীলা! বুদ্ধিমান লোকেরা হয় মাতাল, নয় এমন বিচিত্র মুখভঙ্গী করে যে, ভয় পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়।

হেডমাস্টার। কি আর বলব! আমার শত্রুও যেন শিক্ষাবিভাগে কাজ করতে না আসে। এখানে সকলকেই ভয় ক'রে চলতে হয়; কে যে কর্ত্তা নয় তা বুঝতে পারি না, প্রত্যেকেই এসে দুটো উপদেশ দিয়ে যায়; প্রত্যেকেই প্রমাণ করতে বসে যে, আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান; যত দেউলে ব্যবসায়ী, পশারহীন উকিল, আকাট বৈজ্ঞানিক, বড় সাহেবের জামাইয়ের জামাই—আমাদের কর্ত্তা। আর বেতনের কথা সে আর কি বলব! নিজের স্ত্রীর কাছে উল্লেখ করতেও লজ্জা বোধ হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। কিছুতেই কিছু যায় আসে না, কিন্তু বেশটা যে ছদ্ম, বুঝতে পারবার আগেই ব'লে উঠবে—এই যে সোনার চাঁদেরা, তোমরা সব এখানে! দেখলাম তোমাদের সব কীর্ত্তি। জজ কে? জগদ্ধাত্রী সিংহ?

গ্রেপ্তার। দাতব্য-বিভাগের কর্ত্তা কে? রসময় ঘটক? গ্রেপ্তার। এ যে অসহ্য অবস্থা!

পোষ্টমাষ্টারের প্রবেশ

পোস্টমাস্টার। কি ব্যাপার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব? ইন্সপেক্টর আবার কে আসছে?

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন, আপনি কি শোনেন নি কিছু?

পোস্টমাস্টার। আমি বনরামবাবুর কাছে এইমাত্র শুনলাম। তিনি ডাকঘরে গিয়েছিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার কি মনে হয়? কেন ইন্সপেক্টর আসছে?

পোস্টমাস্টার। কেন আবার? শীঘ্রই যুদ্ধ বাধবে।

জজ। দেখুন। আমিও ঠিক এই কথাই বলেছিলাম।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনারা কিছুই বুঝতে পারেন নি।···তারপরে নিরাপদবাবু, পোস্ট-অফিসের সব খবর ভাল তো? ইন্সপেক্টর ডাকঘর পরিদর্শন করতে নিশ্চয় একবার যাবেন।

পোস্টমাস্টার। আমি সর্ব্বদা ঘর সামলিয়ে চলি। আপনার খবর সব মঙ্গল তো?

ম্যাজিস্ট্রেট। আমি? আমি ভয় পাব কেন? কেবল একটু, মানে ব্যবসায়ীরা আর শহরের লোক আমাকে জ্বালাতন ক'রে মারলে। আমি নাকি তাদের সর্ব্বনাশ করছি! হ্যাঁ, কখনও যে অল্পস্বল্প না নিয়ে থাকি এমন নয়, কিন্তু ভগবান জানেন, তার উদ্দেশ্য সাধু। দেখুন মুস্তফী মশায়, [পোস্ট-মাস্টারকে একান্তে লইয়া গিয়া নীচু স্বরে] এক কাজ করতে পারেন না, তাতে আমাদের সকলেরই উপকার হবে, এই, মানে—কিনা ডাকঘরে যত চিঠি আসে আর যায়, সবগুলো খুলে একবার দেখতে পারেন না? আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকে কি না? না থাকে তো কোন

বালাই নেই, আবার বন্ধ ক'রে দিলেই চলবে। না হয় খোলাই থাকবে। নিশ্চয় কোন অভিযোগ যাচ্ছে, নইলে ইন্সপেক্টর আসতে যাবে কেন ?

পোস্টমাস্টার। এসব বুদ্ধি আর আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না। রোজ ভোরবেলা উঠে ওই তো আমার প্রথম কাজ। চা খেতে খেতে হাঁক দিই—শশী পিওন, আমার খবরের কাগজ। শশী এক তাড়া খামের চিঠি এনে দেয়। বলব কি মশায়, এক-একখানা চিঠি এমন সুন্দর! যেমন বর্ণনা, তেমনই ভাষা, আর শিক্ষণীয় বিষয়ও তেমনই থাকে। কোথায় লাগে আপনাদের আনন্দবাজার, যুগান্তর !

ম্যাজিস্ট্রেট। আচ্ছা, তার মধ্যে কি কলকাতা থেকে ইন্সপেক্টর আসবার কথা দেখেন নি ?

পোস্টমাস্টার। কই, না।...কিন্তু যাই বলেন, এক-একখানা চিঠি এমন আবেগের সঙ্গে লিখিত! দুঃখ হয় যে, এমন সব চিঠি আপনারা পড়তে পান না। একজন কর্নেল তার এক বন্ধুকে লিখছে—'প্রিয় বন্ধু, আমরা এখন নন্দনকাননে বাস করছি; চারদিকে অগণিত তরুণী; নিশান উড়ছে, ব্যাণ্ড বাজছে, পানাহারের অপরিমিত আয়োজন।' আমি রেখে দিয়েছি—দেখবেন নাকি ? সে কি জ্বালাময়ী ভাষা !

ম্যাজিস্ট্রেট। আর এক সময়ে হবে, এখন ভাল লাগছে না। নিরাপদবাবু, যদি কখনও আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আপনার হাতে এসে পড়ে, আপনি রেখে দেবেন।

পোস্টমাস্টার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

জজ। ডাকবাবু, এই রকম করতে করতে একদিন আপনি বিপদে প'ড়ে যাবেন।

পোস্টমাস্টার। আমি পড়ব বিপদে !

ম্যাজিস্ট্রেট। কখখনও নয়। চিঠিগুলোর তো আর প্রকাশ্য ব্যবহার হচ্ছে না; গোপনীয় বস্তু গোপনেই রাখছেন। এতে আবার বিপদ কি ?

জজ। কখন্ কোন্ বিপদ ঘটে, তার নিশ্চয় কি? সে যাক্‌গে, রায় বাহাদুর, আপনাকে আমি একটা বিলিতী কুকুরের বাচ্চা উপহার দেবার জন্যে এনেছিলাম। কোতলগড়ের দুই জমিদারে মামলা বেধে উঠেছে। দুই শরিকের কাছ থেকেই বিলিতী কুকুরের বাচ্চা উপহার পাচ্ছি তারই একটা—

ম্যাজিস্ট্রেট। প'ড়ে মরুক আপনার বিলিতী কুকুরের বাচ্চা। আমি কিছুতেই সেই ছদ্মবেশী ইন্সপেক্টরের কথা ভুলতে পারছি না। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে, কখন্ বা দরজা খুলে যাবে—আর এসে ঢুকবেন সেই—

দরজা খুলিয়া গেল আর ঘনরামবাবু ও বনরামবাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রবেশ করিল

বনরামবাবু। অদ্ভুত সংবাদ!

ঘনরামবাবু। আশ্চর্য্য ঘটনা!

সকলে। ব্যাপার কি? ব্যাপার কি?

ঘনরামবাবু। অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার! আমরা কানাইবাবুর হোটেলে গিয়েছিলাম—

বনরামবাবু। [বাধা দিয়া] ঘনরামবাবু আর আমি হোটেলে গিয়েছিলাম—

ঘনরামবাবু। [বাধা দিয়া] আমাকে বলতে দাও বনরামবাবু। আমি বলব।

বনরামবাবু। না না, আমাকে বলতে দাও, আমাকে বলতে দাও। তুমি ভাষা খুঁজে পাবে না।

ঘনরামবাবু। তুমি বলতে গিয়ে সব মাটি ক'রে ফেলবে। এমন ঘটনা সব তোমার দোষে মাটি হয়ে গেল দেখছি।

বনরামবাবু। দেখ না, আমি কেমন ক'রে বর্ণনা করি। তুমি কেবল একটু চুপ কর তো! আহা, বাধা দিও না আমাকে। আপনারা দয়া ক'রে ঘনরামবাবুকে থামতে বলুন তো।

ম্যাজিস্ট্রেট। যে হয় আপনারা একজন বলুন। বসুন তো, এই নিন চেয়ার। আমাদের নাভিশ্বাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

ঘনরাম ও বনরাম বসিল; সকলে তাহাদের ঘিরিয়া বসিল

সকলে। এইবার বলুন, ব্যাপার কি?

বনরামবাবু। আমি একেবারে গোড়া থেকে শুরু করব। আপনাদের এখান থেকে বেরিয়ে—আপনারা তখন তো চিঠি প'ড়ে কাঁপতে শুরু ক'রে দিয়েছেন—আমি ছুটে চললাম। আমার সব মনে আছে।·· আমাকে বাধা দিয়ো না ঘনরাম। ·আমি প্রথমে গেলাম কমলবাবুর বাড়িতে, সেখানে তাঁকে না পেয়ে গেলাম রোহিণীবাবুর বাড়িতে, তাঁকেও পেলাম না। তখন আপনার কাছে গেলাম পোস্টমাস্টারবাবু, গিয়ে আপনাকে খবরটা দিয়ে যেমনই বেরিয়েছি, অমনই দেখা হ'ল ঘনরামের সঙ্গে—

ঘনরাম। [বাধা দিয়া] ঠিক কুন্দনলালের পানের দোকানের সমানে—

বনরাম। [তাহাকে থামাইয়া দিয়া] কুন্দনলালের পানের দোকানের সামনে। আমি তাকে দেখেই বললাম, ঘনরাম, রায় বাহাদুর যে গোপন খবর পেয়েছেন, তা শুনেছ কি? আপনার বাড়ির চাকর ফণিবাবুর বাড়িতে যেন কি কাজে যাচ্ছিল, তার কাছে ঘনরাম সে খবর শুনতে পেয়েছে—

ঘনরাম। [বাধা দিয়া] ফণিবাবুর বাড়ি যাচ্ছিল তালমিছরি আনতে।

বনরাম। [তাহাকে বাধা দিয়া] তালমিছরি আনতেই বটে। তখন আমরা দুজনে পরেশবাবুর বাড়ির দিকে চললাম।···ঘনরাম, এ রকম ক'রে বাধা দিলে—···আপনারা দয়া ক'রে ওকে একটু থামান না।··· এ তোমার ভারি অন্যায়।···পরেশবাবুর বাড়ির দিকে চলেছি, এমন সময়ে ঘনরাম বললে—চল না হে, একবার কানাইবাবুর হোটেলে যাওয়া যাক। সকাল থেকে কিছু খাই নি। ভোরবেলা দেখলাম কানাইবাবু

পাঁঠার মাংস কিনে নিয়ে গেলেন। খান দুই ক'রে চপ হ'লে মন্দ কি আমি বললাম—চল না, মন্দ কি! যেমনই আমরা হোটেলে ঢুকেছি অমনই দেখলাম একজন যুবক—

ঘনরাম। [বাধা দিয়া] সুপুরুষ, কিন্তু গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি, কোট-প্যাণ্টলু নয়।

বনরাম। সুপুরুষ, সুদর্শন যুবক গায়ে ধুতি-পাঞ্জাবি, ঘরের মধ্যে এই ভা হাঁটছেন [দেখাইল]। মুখে সে কি বুদ্ধির ছাপ! হাবভাব চেহারায় মে হয়, যেন গভর্মেণ্টের অদৃশ্য ছাপ-মোহর মারা। আর মাথাটা দেখলে মনে হয়, বুদ্ধিতে ঠাসা। দেখেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হ'ল তখখুনি বুঝতে পারলাম লোকটি যে-সে নয়। ঘনরামকে বললাম— ব্যাপারখানা কিছু বুঝতে পারছ? ঘনরাম আগেই সন্দেহ করেছিল সে কানাইবাবুকে জিজ্ঞেস করলে—লোকটি কে হে? কানাইবাবু আবার মাস খানেক হ'ল একটি ছেলে হয়েছে। বেশ ছেলেটি দেখেই বুঝলাম, ছেলেটা বাপের ব্যবসা রেখে চলতে পারবে। ঘনরা জিজ্ঞেস করলে—লোকটা কে হে? কানাইবাবু বললে—ওই লোকটা?·· আচ্ছা, ঘনরাম, এ রকম ক'রে বাধা দিলে···আপনারা ওকে একটু থামতে বলুন না।···তুমি নিজেও বলতে পারবে না, আমাকেও বলতে দেবে না পারবে কেন? ফোকলা দাঁতের গর্ত্ত দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যায় বলবে কি ক'রে?···কানাইবাবু বললে—ভদ্রলোক একজন অফিসার কলকাতা থেকে আসছেন, নাম মিঃ অনঙ্গ চম্পটি, যাচ্ছেন শিলিগুড়ি। লোকটির আচারব্যবহার অদ্ভুত। আজ প্রায় পনরো দিন ধ'রে এখানে আছে, এক পয়সাও এ পর্য্যন্ত দেন নি, সবই ধারে চালাচ্ছেন। এই না শুনেই আমার মাথায় এক বুদ্ধি এল, আমি বললাম—বটে!

ঘনরাম। না, বনরাম, আমি বলেছিলাম—বটে!

বনরাম। হ্যাঁ, তুমি প্রথম বলেছিলে, তারপরে আমি বলেছিলাম।···তখন

আমরা দুজনে মিলে ব'লে উঠলাম—বটে! লোকটা যদি শিলিগুড়িই যাবে, তবে এখানে থাকবার কারণ কি? এই লোকটাই তবে নিশ্চয় সেই অফিসার।

ম্যাজিস্ট্রেট। কে? কোন্ অফিসার?

নরাম। যে অফিসারের আসবার সংবাদ আপনারা পেয়েছেন, সেই গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর।

ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ! কি বলছেন আপনারা? এ কখনই হতে পারে না।

নরাম। নিশ্চয়ই এ সেই গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর। লোকটা টাকাও দেয় না, আবার হোটেল ছেড়ে চ'লেও যায় না! আর তার যাবার কথা শিলিগুড়ি! এ যদি গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর না হয় তো কি বলেছি!

নরাম। এ নিশ্চয় সেই লোক! সব দিকে তার দৃষ্টি। ঘনরাম আর আমি চপ খাচ্ছিলাম, আর লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছিল। যেন চোখ দিয়ে চপ দুখানা সে কেড়ে নেবে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মাথা ঘুরে উঠল।

ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবান, রক্ষা কর। কত নম্বর ঘরে আছে?

নরাম। পাঁচ নম্বর ঘর; ঠিক সিঁড়ির নীচেই।

নরাম। এক বছর আগে দুজন অফিসার যে ঘরটায় ঘুষোঘুষি করেছিল, ঠিক সেই ঘরটাতে।

ম্যাজিস্ট্রেট। কতদিন ধ'রে আছে?

নরাম। পনরো দিনের ওপর।

ম্যাজিস্ট্রেট। পনরো দিনের ওপরে? ভগবান, রক্ষা কর। এই পনরো দিনের মধ্যেই যে কসাই-বুড়ীকে বেত মারা হয়েছে; কয়েদীদের রেশন দেওয়া হয় নি। রাস্তাঘাটে একদিনও ঝাড়ু পড়ে নি। আবর্জ্জনা! দুর্গন্ধ! হায় হায়, সব গেল! [মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল]

দাতব্য-কর্ত্তা। রায় বাহাদুর, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? চলুন, আমরা সবাই মিলে কানাইবাবুর হোটেলে যাই।

জজ। না না, আগে ব্যবসায়ীদের পাঠিয়ে দেওয়া যাক। আগে যাওয়া কিছু নয়, কারণ শাস্ত্রেই আছে—'ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ সিদ্ধে কার্য্যে সমম্ ফলম্'।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমাকে কর্ত্তব্য স্থির করতে দিন। এর আগেও আমার এ রকম বিপদ এসেছে, আবার তা কেটেও গিয়েছে। এবারেও দয়াময় অন্যান্য বারের মত বিপদুদ্ধার ক'রে দেবেন। [বনরামকে] বনরাম-বাবু, লোকটি তো যুবক?

বনরাম। যুবক বইকি! খুব বেশি হয় তো তেইশ-চব্বিশ।

ম্যাজিস্ট্রেট। মন্দর ভাল। অল্প বয়সের ছোকরাকে খুশি করা সহজ বুড়ো শয়তানের মনে যে কি আছে, তা ভগবানও বুঝতে হার মানেন। আপনারা সব যান, নিজের নিজের আফিসগুলো গুছিয়ে নিন গিয়ে। আমি ছোট রায় সাহেবের সঙ্গে [বনরামকে লক্ষ্য করিয়া] শহরটা ঘুরে দেখে আসি, সব ঠিক আছে কি না। চন্দন সিং!

চন্দন সিং। হুজুর!

ম্যাজিস্ট্রেট। পুলিস সাহেবকে আমার সেলাম দাও। না না, তোমাকে দরকার আছে। তুমি কাউকে বল, পুলিস সাহেবকে যেন এখনই একবার আসতে বলে। আর তুমি এখনই আমার সঙ্গে এস।

চন্দন সিংএর দ্রুত প্রস্থান

দাতব্য-কর্ত্তা। জজ সাহেব, চলুন, শিগগির যাওয়া যাক। না জানি কি বিপদ ঘটবে!

জজ। আপনার আবার বিপদ কি? রুগীগুলোর বিছানাপত্তর একটু ফিটফাট ক'রে রাখবেন, তা হ'লেই চলবে।

দাতব্য-কর্ত্তা। বিছানাপত্তর! কি যে বলছেন! সমস্ত বাড়িটায় এমন দুর্গন্ধ যে, নাকে কাপড় না দিয়ে ঢোকা যায় না।

জজ। আমি দিব্যি নিশ্চিন্ত আছি। আজ পনরো বছর এখানে জজিয়তি করছি, এই পনরো বছরে সেরেস্তা এমনই দুরস্ত ক'রে রেখে দিয়েছি—

দাতব্য-কর্ত্তা। যদি কোন নথি দেখতে চায়?

জজ। দেখতে চাইলেই হ'ল! খুঁজেই পাবে না। আরও পনরো বছর লাগবে নথি খুঁজে বের করতে। তা স্বয়ং বেদব্যাসের অসাধ্য।

জজ, দাতব্য-কর্ত্তা, হেডমাষ্টার, পোষ্টমাষ্টারের প্রস্থান; চন্দন সিংএর প্রবেশ

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার গাড়ি তৈরি?

চন্দন সিং। হাঁ হুজুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। আচ্ছা, চল; না, দাঁড়াও। আর সকলে কোথায়? পুরন্দর সিং? পুরন্দর সিংকে আনতে ব'লে দিলাম।

চন্দন সিং। পুরন্দর সিং পুলিস-ফাঁড়িতে। কিন্তু হুজুর, তাকে দিয়ে কাজ হবে না।

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন?

চন্দন সিং। হুজুর, সে দারু পিয়ে বেহুঁশ হয়ে প'ড়ে আছে। দু বালতি জল তার মাথায় ঢালা হয়েছে, তবু হুঁশ হয় নি।

ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ! ভগবান, রক্ষা কর। তুমি শিগগির ফাঁড়িতে যাও। না না, আগে ঘরের মধ্যে থেকে আমার নতুন টুপিটা নিয়ে এস। বনরামবাবু, চলুন, যাওয়া যাক।

বনরাম। চলুন, আমিও যাচ্ছি রায় বাহাদুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, এত লোক গেলে সবাই সন্দেহ করবে, আর গাড়িতেও জায়গা নেই।

বনরাম। কিছু ভাববেন না, জায়গা এক রকম ক'রে হয়ে যাবে। না হয়

গাড়ির পেছন পেছন ছুটে যাব। মোট কথা, ওখানে কি রকম কি হ
দেখতেই হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। [চন্দন সিংকে] শিগগির যাও। পাহারাওয়ালারা কোথায়?
পাহারাওয়ালারা প্রত্যেকে একখানা ক'রে রাস্তা নিয়ে ঝাঁটাগুলো সব
সাফ ক'রে ফেলুক, মানে—ঝাঁটা নিয়ে পথগুলো সব সাফ করতে শুরু ক'রে
ফেলুক। বিশেষ ক'রে কানাইবাবুর হোটেলের দিকটা। আর চন্দন
সিং, দেখ, তোমাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি। আমার চোখ সব দিকে
আছে। যা রয় সয়, তাই নিও। তুমি জমাদার, কিন্তু ঘুষ নেবার
বেলায় যেন দারোগা। অতটা ভাল নয়। শিগগির যাও।

পুলিস সাহেবের প্রবেশ

ম্যাজিস্ট্রেট। এই যে পুলিস সাহেব, অন্তর্দ্ধান করেছিলেন কোথায়? এদিকে
যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

পুলিস সুপার। কি ব্যাপার সার্?

ম্যাজিস্ট্রেট। কলকাতা থেকে সেই অফিসার এসে পৌঁছেছেন। এদিকের
কি ব্যবস্থা করেছেন?

পুলিস সুপার। আপনার হুকুমমাফিক পঞ্চুলাল পাহারাওয়ালাদের নিয়ে পথ
ঝাড়ু দিতে গিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। তুল্‌বাজ খাঁ কোথায়?

পুলিস সুপার। সে গিয়েছে আগুন নেবাবার বালতিগুলো নিয়ে।

ম্যাজিস্ট্রেট। আর পুরন্দর সিং মদ খেয়ে প'ড়ে আছে?

পুলিস সুপার। হ্যাঁ সার্।

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন এমন হয়?

পুলিস সুপার। ভগবান জানেন। নতুনপাড়ায় দাঙ্গার খবর পেয়ে তাকে
পাঠাই, যখন তাকে ফিরিয়ে আনা হ'ল, একদম বেহুঁশ।

ম্যাজিস্ট্রেট। এক কাজ করুন। পঙ্কুলাল খুব লম্বা-চওড়া আছে, ওকে একটা নতুন পোশাক পরিয়ে চৌমাথার ওপরে দাঁড় করিয়ে দিন। চমৎকার দেখাবে। হ্যাঁ, দেখুন, বাজারের মধ্যেকার ওই পুরানো পাঁচিলটা ভেঙে ফেলে ওখানে গোটা কয়েক ঝাঁটা-বাধা বাঁশ খাড়া ক'রে দিন, মনে হবে, যেন নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। চারদিকে যত ভাঙাচোরা দেখা যাবে, শহরের অথরিটিদের তত বেশি অ্যাকটিভ মনে হবে। বুঝলেন? কিন্তু সর্ব্বনাশ, ওই পাঁচিলটা ভাঙলেই যে এদিক থেকে আবার আবর্জ্জনার গাদা দেখা যাবে! ও গাদা সরানো তো একদিনের কর্ম্ম নয়। সত্যি, শহরটাতে কি দুর্গন্ধ! আর লোকেরই বা কি অভ্যাস! শহরের মধ্যে কোথাও একটুখানি 'পার্ক' করা হয়েছে কি সবাই সেখানে আবর্জ্জনা ফেলতে আরম্ভ করে। একটা মূর্ত্তি স্থাপন করা হয়েছে কি দেখতে দেখতে তার গলা অবধি আবর্জ্জনায় ডুবে যায়। আমরা সকলে আস্ত থাকতে এত আবর্জ্জনাই বা পায় কোথায়?

আর দেখুন, অফিসার যদি কোন পুলিসকে জিজ্ঞেস করে, সে খুশি কি না? অমনই যেন বলে, খুব খুশি হুজুর। কেউ যদি সত্যিই খুশি না থাকে, তবে পরে তাকে খুশি ক'রে দেব।

টুপি ভাবিয়া টুপির বাক্সটি তুলিয়া লইল

এখন ভগবানের ইচ্ছেয় সব ভালয় ভালয় চুকে গেলে হয়। দোহাই মা কালী, জোড়া পাঁঠা দেব। তারপরে বেটা দোকানদারদের কাছ থেকে দশ জোড়া পাঁঠার দাম আদায় ক'রে নেব। একবার অফিসার চ'লে যাক, তারপর দেখা যাবে। চলুন বনরামবাবু।

টুপির বদলে টুপির বাক্সটি মাথায় পরিবার চেষ্টা

[পু]লিস সুপার। ওটা টুপির বাক্স, টুপি নয়।

[ম্য]াজিস্ট্রেট। [বাক্স ফেলিয়া দিয়া] টুপি নয় তো নয়, গোল্লায় যাক।

দেখুন, অফিসার যদি জিজ্ঞাসা করেন, নতুন হাসপাতাল কেন গড়া হয় নি, পাঁচ বছর আগে টাকা দেওয়া হয়েছে, বলবেন যে, গড়া হয়েছিল, হঠাৎ আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছে। আমি সেই রকম রিপোর্ট পাঠিয়েছি কেউ যেন ব'লে না ফেলে যে, বাড়িটা তৈরিই হয় নি। হ্যাঁ, আর দেখুন ডুলবাজ খাঁকে বলবেন [ঘুষি দেখাইয়া] ওটা যেন বেশি না চালায় যত লোক ফাঁড়ি থেকে বেরোয়, সকলের মুখে কালশিরে। অফিসারের চোখে না পড়লে অবশ্য কোন ক্ষতি নেই। চলুন ঘনরামবাবু। [ফিরিয় আসিয়া] আর দেখুন, কন্‌স্টেব্‌লরা যেন পোশাক প'রে তবে বেরোয় কারও খালি পা, কারও পায়ে পট্টি নেই! ভগবান, কি যে তোমার মনে আছে, কে জানে!

সকলের প্রস্থান

ম্যাজিস্ট্রেট-পত্নী বনমালার প্রবেশ, সঙ্গে তাহার কন্যা কমলা

বনমালা। কোথায় গেল সব? মাগো, আর তো পারি নে। কেউ নেই এখানে! [কমলার প্রতি] তোমার জন্যেই এই বিপদ হ'ল। যত বলি তাড়াতাড়ি এস, ওরা সব গেল। না, 'মা, ব্রোচটা লাগিয়ে নিই, মুখে একটুখানি পাউডার—'! নাও, এখন সব গেল।

কমলা। আমার কোন দোষ নেই মা। দিদির জন্যেই তো দেরি হ'ল।

বনমালা। একবার দেখব সেই মা-মরা ডাইনি ছুঁড়ীকে। পাউডার, স্নো, পমেটম। যেন তার বর এসেছে। ওই তো দাঁড়কাকের মত চেহারা [জানালায় উঁকি দিয়া] ওগো, শুনছ? কোথায় চললে তুমি? এসেছে নাকি? গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর? গোঁফ আছে তো? কত বড় গোঁফ?

ম্যাজিস্ট্রেটের স্বর। শিগগিরই ফিরে আসছি। তোমরা থাক।

বনমালা। শিগগির ফিরে আসছি ব'লে আমাকে ভোলানো চলবে না। বলা নেই, কওয়া নেই, অমনই চলল! গোঁফ আছে কি না ব'লে গেলে

তো হ'ত! এসব তোমার দোষ। মা, এক মিনিট সবুর কর পিনটা গুঁজে নিই!

কমলা। আমি বলতে যাব কেন? দিদি তো বললে।

রমলার প্রবেশ

রমলা। এসেছে নাকি?

বনমালা। হ্যাঁ, তোমার বর এসেছে। হয়েছে তোমার পিন-গোঁজা আর স্নো-মাখা? পোস্টমাস্টারকে দেখলেই তোমার সাজ করবার কথা মনে পড়ে যায়! তোমাকে দেখলে যে সে মুখ ভেঙচায় তা কি চোখে পড়ে! তবু হ'ত যদি কমলা।—আর ওদিকে উনি হটহট ক'রে চলে গেলেন! গোঁফ আছে কি না ব'লে গেলেও কতকটা হ'ত।

কমলা। দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই সব জানতে পারা যাবে মা।

বনমালা। চমৎকার! কি বুদ্ধি! দু-এক ঘণ্টা! তবু ভাল যে, বল নি দু-এক মাসের মধ্যে। [জানালায় উঁকি মারিয়া] ঝিটা গেল কোথায়? ওই যে! ও মিছরি, মিছরি, শহরে কেউ এসেছে খবর পেয়েছিস? পাস নি? তা জানবি কি ক'রে? কেবল ছোঁড়াগুলোর পেছনে পেছনে ঘোরা, কাজের কথা জানবার কি আর সময় আছে? যা না, ওদের পেছনে পেছনে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছুটে যা। সব জেনে আসতে হবে কিন্তু। দরজার ফাঁক দিয়ে সব শুনবি। কি রকম দেখতে? চোখের রং কটা, না কালো? আর সবচেয়ে লক্ষ্য করিস, গোঁফ আছে কি না। ছোট ছোট, দৌড়ে যা, লক্ষ্মী!

চীৎকার করিতে লাগিল

দ্বিতীয় অঙ্ক

কানাইবাবুর হোটেলের ছোট একটি ঘর। ঘরের মধ্যে তক্তপোশ, টেবিল, আলনায় কোট প্যাণ্টলুন; ট্রাঙ্ক; টে বলের উপর চায়ের সরঞ্জাম। মুকুন্দ অর্থাৎ অনঙ্গমোহনের ভৃত্য মনিবের বিছানায় শুইয়া গড়াইতেছে আর নিজের মনে বকিতেছে

মুকুন্দ। ওরে বাবা! খিদের যে এমন তেজ তা আগে টের পাই·নি, পেটের মধ্যে যেন রুশ-জার্মানের লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে।···দু মাস হ'ল কলকাতা ছেড়েছি, বাবু যাবেন বাড়ি—এতদিনে পৃথিবী ঘুরে আসা যায়। কোথায় গেল সব টাকাকড়ি, এখন এই পচা শহরে খিদের জ্বালায় ভুগে মরি। কেন বাপু, নিজের আয় বুঝে ব্যয় করলেই হয়! তা হবে না। নিজে যে মস্ত জমিদার, তা প্রমাণ করা চাই। মাইনের টাকাগুলো কলকাতাতেই শেষ। বুড়ো কর্ত্তা টাকা পাঠালে, তবে বাবু রওনা হলেন। মাঝখানে মাথায় যে কি চাপল, নেমে পড়লেন দিনাজশাহী শহরে। উঃ-হু-হু, পেটের মধ্যে সত্যি রুশ-জার্মানের লড়াই বেধে গিয়েছে। টাকাগুলো বাবুগিরি ক'রে, জুয়ো খেলে উড়িয়ে দিয়ে এখন মুখটি চুন। কিন্তু চাল খাটো হবে না। [তাহার মনিবের বাচন-ভঙ্গীতে] মুকুন্দ, যাও, হোটেলে গিয়ে সবচেয়ে ভাল ঘরটা রিজার্ভ কর। সবচেয়ে ভাল খানা চাই। যেন কোন নবাব-পুত্তুর আর কি! এদিকে তো কেরানী-গিরি ক'রে কলম ক্ষ'য়ে গেল। নাঃ বাপু, কলকাতার চাকরি এবার ছেড়ে দেব, এর চেয়ে পাড়াগাঁয়ে বেশ আরামে থাকা যায়। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই; পছন্দমত একটা বিয়ে ক'রে ফেল, বউটা সব কাজ করবে, আর আরামে পায়ের ওপর পা দিয়ে—বাঃ, কি সুখের জীবন!

কিন্তু যাই বল, টাকা থাকলে কলকাতার মত আরামের জায়গা আর নেই। একখানা ফরসা ধুতি-চাদর হ'লেই সবাই 'বাবু' বলে, 'মশাই'

বলে। গাড়োয়ান, রিক্‌শওয়ালা সবাই 'আসুন' বলবে। ট্রামে বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে একসঙ্গে ব'সে চ'লে যাও। তোফা! তোফা! সাহেবী দোকানে ঢুকে পড়, কেনো, নাই কেনো, মেমসাহেবরা এসে বলবে 'সার'! নাঃ, আমাদের বাঙালী দোকানগুলো কিছু নয়।

অনেকক্ষণ পথে চ'লে কষ্ট হ'লে ট্রাম আছে, বাস আছে। না হয় ট্যাক্সি নাও। ভাড়া না থাকে তো তাতেই বা কি! এই ড্রাইভার, ঠারো, হামারা দোস্তকা কোঠি হ্যায়।—ব'লে এক বাড়ির সামনে নেমে পড়, আর পেছনের দরজা দিয়ে স'রে পড়। হাঃ-হাঃ, এইজন্তেই বড়লোকের বাড়ির দুটো দরজা। খাদ্যি-খানাও চমৎকার। কিন্তু টাকা ফুরিয়ে গেলেই বিপদ, এখন যেমন উপস্থিত। বুড়ো কর্ত্তা টাকা পাঠাচ্ছেনই, কিন্তু বুঝে-সুঝে খরচ করলে তো আর লোকে নবাব বলবে না! ট্যাক্সি ছাড়া বাবু চলবেন না, প্রত্যেক দিন সিনেমা দেখা চাই। তার পরদিন বলবেন, মুকুন্দ, দেখ তো কোটটা বেচে কিছু পাওয়া যায় কি না! আড়াইশো টাকার কোটে পঁচিশ টাকাও ওঠে না।···কেন বাপু, এত নবাবি না ক'রে আর দশজনের মত আপিসে গিয়ে খাটলেই হয়!···বুড়ো কর্ত্তা একবার জানতে পারলে জল-বিছুটির ব্যবস্থা করবে। কি মুশকিলেই পড়া গেছে! হোটেলওয়ালা জবাব দিয়েছে, সমস্ত দাম মিটিয়ে না দিলে আর এক পয়সার জিনিসও দেবে না। উঃ, পেটের মধ্যে কি লড়াইটাই না হচ্ছে! এক মুঠো ভাত পেলেও···ইস্, কি খিদেই না পেয়েছে! মনে হচ্ছে, এক গ্রাসে পৃথিবীটা খেয়ে ফেলতে পারি। কে? [দরজায় ধাক্কা] বাবু নিশ্চয়। [তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল]

অনঙ্গমোহনের প্রবেশ

অনঙ্গমোহন। এই নাও। [টুপি ও ছড়ি মুকুন্দর হাতে দিল] আবার তুমি আমার বিছানায় গড়াচ্ছিলে?

মুকুন্দ। তোমার বিছানায় শুতে যাব কেন ?

অনঙ্গমোহন। বটে! আবার মিথ্যে কথা! বিছানা এলোমেলো হ'ল কেন ?

মুকুন্দ। বিছানায় আমার কি দরকার ? আমার পা নেই ? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারি।

অনঙ্গমোহন। [পায়চারি করিতে করিতে] যাক, দেখ তো কৌটোয় সিগারেট আছে কি না!

মুকুন্দ। সিগারেট কোত্থেকে আসবে ? চার দিন হ'ল ফুরিয়ে গিয়েছে।

অনঙ্গমোহন। [পায়চারি করিতে করিতে গম্ভীরভাবে] দেখ মুকুন্দ।

মুকুন্দ। আজ্ঞে ?

অনঙ্গমোহন। [স্বর আগের চেয়ে কম গম্ভীর] একবার ওখানে যাও তো।

মুকুন্দ। কোথায় ?

অনঙ্গমোহন। [স্বর আর গম্ভীর নয় ; যেন অনুনয়ে পূর্ণ] নীচে, রান্নাঘরে, ওদের বল, আমাকে খাবার পাঠিয়ে দিক।

মুকুন্দ। আমি তা পারব না।

অনঙ্গমোহন। পারবে না ? এত বড় আস্পর্দ্ধা!

মুকুন্দ। কিছুতেই আর কিছু হবে না। হোটেলওয়ালা বলেছে, আর তোমাকে বিনা পয়সায় কিছু দেবে না।

অনঙ্গমোহন। এতখানি তার সাহস! আর কি করবে শুনি ?

মুকুন্দ। সে বলছে, এবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে নালিশ করবে। সে বলে, তোমার বাবু আজ তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি পয়সা দেয় নি তোমরা ঠগ। তোমার বাবু জোচ্চোর। সে বলে, এ রকম ঠগ আগেও অনেকবার দেখেছি।

অনঙ্গমোহন। আর তোমার এত আস্পর্দ্ধা, সেই সব কথা আমার কাছে বলছ!

মুকুন্দ। হোটেলওয়ালা বলে, এই রকম লোক আসতে আরম্ভ করলে

দু মাসের মধ্যেই আমাকে লালবাতি জ্বালতে হবে। না, এবার আর আমি ছাড়ছি না, আমি আজই তাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি, এর পরে যাতে শ্রীঘর যেতে হয় তার ব্যবস্থা করব।

অনঙ্গমোহন। থাক থাক। অনেক হয়েছে। এবার গিয়ে তাকে খানা পাঠিয়ে দিত বল।

মুকুন্দ। তার চেয়ে আমি তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অনঙ্গমোহন। তাকে দিয়ে আমার কি দরকার? আমার দরকার তার খাবারগুলো। ··আচ্ছা, তাকেই ডেকে নিয়ে এস।

মুকুন্দর প্রস্থান

উঃ, কি খিদেই না পেয়েছে! একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, খিদে দমন হয় কি না! চারগুণ আর বেড়ে উঠল। নাঃ, নৈহাটিতে সাত দিন কাটিয়ে কি ভুলই না করেছি! ওখানে জুয়াড়ীদের পাল্লায় না পড়লে আজ অনেক টাকা থাকত। আর এ কি পচা শহর, বাপ্‌স্! কেউ ধারে এক পয়সার জিনিস দিতে চায় না, প্রগতি ব'লে এখানে কিছু নেই দেখছি।

'মেবার পাহাড়', 'যমুনে তুমি কি সেই যমুনে!' প্রভৃতি সুর শিস দিয়া পায়চারি করিতে লাগিল

মুকুন্দ ও হোটেলের একজন খানসামার প্রবেশ

খানসামা। বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি চাই?

অনঙ্গমোহন। আরে, তুমি যে! ভাল আছ তো?

খানসামা। হ্যাঁ, হুজুর।

অনঙ্গমোহন। তোমাদের হোটেলের খবর কি? সব ঠিক চলছে?

খানসামা। হ্যাঁ, হুজুর।

অনঙ্গমোহন। লোকজন কেমন আসছে?

খানসামা। মন্দ নয়।

অনঙ্গমোহন। দেখ, ওরা এখনও আমার খাবার পাঠিয়ে দেয় নি। তুমি চটপট আমার খাবারটা পাঠিয়ে দাও তো। খেয়েই আমাকে একটা জরুরি কাজে বেরুতে হবে।

খানসামা। ' আমার মনিব বলেছেন, আর আপনাকে খাবার দেবেন না; আজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁর নালিশ করতে যাওয়ার কথা আছে।

অনঙ্গমোহন। এতে নালিশ করবার কি আছে? তুমিই ভেবে দেখ না, আমার কর্ত্তব্য কি? আমাকে খেতে হবে, না খেয়ে কতদিন থাকব? তাতে যে শরীর শুকিয়ে যাবে। বিষম খিদে পেয়েছে। ভেবো না যে, আমি ঠাট্টা করছি।

খানসামা। মনিব বলেছেন, আগের সব মিটিয়ে না দেওয়া পর্য্যন্ত আর আপনাকে কিছু দেবেন না।

অনঙ্গমোহন। বেশ তো। তুমি তাকে গিয়ে একটু বুঝিয়ে বল না।

খানসামা। এর মধ্যে বুঝিয়ে বলবার আর কি আছে?

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। আমার এখন বিষম খিদে পেয়েছে। পেয়েছে কি না? আচ্ছা, তা হ'লে আমার খাওয়া দরকার। দরকার কি না? এই তো দিব্যি বুঝতে পেরেছ! সত্যি, তোমার কি বুদ্ধি! এইবার তোমার মনিবকে গিয়ে বুঝিয়ে বল। খিদে এক জিনিস, আর টাকা আর এক জিনিস। দুটোকে মিশিয়ে ফেলতে নিষেধ ক'রো। তাকে বল গিয়ে যে, তার মত চাষা দু-চার দিন না খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমার মত ভদ্রলোকের পক্ষে এক বেলাও অনাহারে থাকা অসম্ভব। অন্যায়। বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধ। বুঝেছ? এইবার 'গিয়ে বুঝিয়ে বল দেখি।

খানসামা। আচ্ছা হুজুর। আমি বলি গিয়ে।

খানসামা ও মুকুন্দর প্রস্থান

অনঙ্গমোহন। যদি সত্যিই সে খাবার না পাঠায়, তবে তো বিপদ! এমন খিদেও জন্মে পায় নি। পদ্মার হাওয়ায় খিদের আগুন দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল। কোট আর ট্রাউজার বাঁধা দিলে কিছু পাওয়া যায় না? না না, বরঞ্চ দু দিন না খেয়ে থাকা ভাল, তবু হার্ম্যানের বাড়ির নতুন সুট প'রে বাড়ি পৌছনো চাই।

...ইচ্ছে ছিল, মোটরে ক'রে কলকাতা থেকে থু শিলিগুড়ি যাব। বেটা পেট্রলওয়ালা গোল করলে। নাঃ, বাকিতে দেব না। কেন বাপু? বড়লোক কবে নগদ দাম দেয়? মোটরে ক'রে বাড়ি পৌছতে পারলে শহরের লোক দেখে অবাক হয়ে যেত। কে আসছে? মিঃ অনঙ্গমোহন চম্পটি, বি. এ., অফিসার অব দি সেক্রেটারিয়েট! মুকুন্দটাকে সামনে বসিয়ে দিতাম, চকচক করছে চাপরাস আর উর্দ্দি! ওঃ, সে কি চমৎকার হ'ত! সব মাটি ক'রে দিলে বেটা পেট্রলওয়ালা। বাকিতে দেব না! নন্সেন্স! বড়লোকে কবে আবার নগদ কারবার করে! কিন্তু, উঃ, কি খিদেই না পেয়েছে!

মুকুন্দর প্রবেশ

কি খাব?

মুকুন্দ। খাবার নিয়ে আসছে।

অনঙ্গমোহন। [দুই চেয়ারে ভর দিয়া বার কয়েক দুলিল]

খাবার! খাবার! খাবার!
নামটি যেন বাবার।
না পেলে প্রাণ সাবাড়!

চমৎকার! চমৎকার! তুই বলছিলি, দেবে না?

খানসামার থালা বাটি লইয়া প্রবেশ

খানসামা। মনিব বললেন, এর পরে আর খাবার দেবেন না।

অনঙ্গমোহন। মনিব! মনিব! তোমার মনিবের আমি ভারি ধার ধারি কিনা! কি এনেছ?

খানসামা। ভাত, ডাল আর মাছের ঝোল।

অনঙ্গমোহন। শুধু ডাল আর মাছের ঝোল?

খানসামা। শুধু এই আজ হয়েছে।

অনঙ্গমোহন। তোমার মনিবকে বল গিয়ে, ওসব ধাপ্পায় আমি ভুলব না। আর যা যা আছে, সব পাঠিয়ে দিতে বল।

খানসামা। আর কিছু হয় নি।

অনঙ্গমোহন। মাংস হয় নি?

খানসামা। না।

অনঙ্গমোহন। ফের মিথ্যে কথা! রান্নাঘরের পাশ দিয়ে ওঠবার সময়ে দেখলাম, মাংস রাঁধছে। আর দুজন লোককে মাংসের চপ খেতে দেখলাম এখুনি।

খানসামা। আছে, কিন্তু নেই।

অনঙ্গমোহন। তার মানে?

খানসামা। তার মানে ওসব ভদ্রলোকদের জন্যে।

অনঙ্গমোহন। রাস্কেল!

খানসামা। হ্যাঁ, হুজুর।

অনঙ্গমোহন। তুমি একটি আস্ত গর্দ্দভ। ওরা খাচ্ছে আর আমি পাই না কেন? আমি কি খেতে জানি না?

খানসামা। ওরা দাম দিয়ে খায়।

অনঙ্গমোহন। এসব বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা করা নিষ্ফল। [খাইতে খাইতে] একে মাছের ঝোল বলে নাকি? ঝাল নেই, নুন নেই, কেবল কতকগুলো জল। যাও, ভাল দেখে ঝোল পাঠিয়ে দাও।

খানসামা। মনিব বলেছেন, পছন্দ না হ'লে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে; আর কিছু সে পাবে না।

অনঙ্গমোহন। [পাছে ফিরাইয়া লইয়া যায়, সেই ভয়ে হাত দিয়া বাটি রক্ষা করিতে করিতে] তুমি রাস্কেল। তোমার মনিব ডবল রাস্কেল। আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার চলবে না ব'লে দিচ্ছি। [খাইতে খাইতে] কি ঝোল! আর কি মাছ! বাপ রে, জ'মে পাথর হয়ে গিয়েছে। এ মাছ নদীর, না পাহাড়ের? নাঃ, এ মাছই নয়।

খানসামা। মাছ নয় তো কি?

অনঙ্গমোহন। তোমার মাথা। চিবোতে চিবোতে চোয়াল ব্যথা হয়ে গেল। এখন দাঁতগুলো না ভেঙে যায়! আর কিছু আছে?

খানসামা। না।

অনঙ্গমোহন। শূয়ার! গাধা! গরু! চাটনি নেই? দই? এ তো খাওয়ানো নয়, ভদ্রলোকদের পকেটমারা!

খানসামা ও মুকুন্দ মিলিয়া থালা বাটি লইয়া টেবিল পরিষ্কার করিয়া ফেলিল; উভয়ের প্রস্থান

নাঃ, পেট ভরল না, কেবল খিদে আরও বেড়ে গেল। পয়সা থাকলে বাজার থেকে কিছু আনিয়ে নেওয়া যেত।

মুকুন্দর প্রবেশ

মুকুন্দ। বাবু, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন। তোমার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

অনঙ্গমোহন। সর্ব্বনাশ! হোটেলওয়ালা বেটা নিশ্চয় নালিশ করেছে। জেলে নিয়ে যাবে নাকি? সেখানে যদি ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করে... না না, কখনই জেলে যাওয়া হবে না। এ কদিন এখানে মস্ত অফিসার সেজে বেড়াচ্ছিলাম, আর এখন জেলে...না না, সে কিছুতেই হবে না।

লোকটার আস্পর্দ্ধা দেখ না, আমাকে ভাবে কি? আমি চোর জোচ্চোর, না মুটে-মজুর। আমি বলব, আমাকে কি ভাব? এত বড় তোমার সাহস! এত—

সহসা দরজা খুলিয়া গেল; অনঙ্গমোহন ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও ঘনরাম প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত দুইজন দুইজনের দিকে ভীতভাবে তাকাইয়া থাকিল

ম্যাজিস্ট্রেট। [ভীত ভাব কতক পরিমাণে কাটাইয়া বিনীতভাবে] সুপ্রভাত। আশা করি, আপনার সব মঙ্গল।

অনঙ্গমোহন। সুপ্রভাত, সার্।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমাকে মাপ করুন··

অনঙ্গমোহন। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক হয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। এই শহরের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে আমার কর্ত্তব্য, এই শহরের বিদেশী অতিথিদের মঙ্গলামঙ্গল দেখা।

অনঙ্গমোহন। [প্রথমে ভীতভাবে, কিন্তু শেষে ভয় কাটাইয়া উঠিয়া] কিন্তু আমি কি করব বলুন? আমার দোষ নেই, আমি সব পাওনা মিটিয়ে দিতেই যাচ্ছিলাম—আজই বাড়ি থেকে আমার টাকা আসবার কথা। [ঘনরাম দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিল] দোষ ওরই···লোকটা মাছ দেয় যেন পাথরে তৈরি, আর মাংস কেবলই হাড়। জানলা দিয়ে ফেলে দেওয়া ছাড়া মুখে দেবার উপায় নেই। চায়ে আঁশটে গন্ধ। কদিন থেকে বেটা আমায় না খাইয়ে রেখেছে। আমি কেন তাকে···কেন যে—

ম্যাজিস্ট্রেট। [ভয় পাইয়া] মাপ করুন, কিন্তু সত্যি বলছি, আমার দোষ নয়। এখানকার বাজারে চমৎকার টাটকা মাছ ওঠে। তালাইমারির জেলেরা বড় ভাল লোক, বছরে তারা দুবার বারোয়ারী পূজো করে—একবার কালীপুজো, একবার হরিপুজো। ও বেটা যে এ মাছ কোথা থেকে নিয়ে আসে, জানি না। চলুন, আপনাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

অনঙ্গমোহন। না, আমি অন্য ঘরে যাব না। আমি বুঝতে পেরেছি, অন্য ঘর মানে কি—শ্রীঘর! আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে যাবার আপনার কি অধিকার? আমাকে রামা-শ্যামা মনে করবেন না। আমি কলকাতার অফিসার। আমি দেখে নেব, নিশ্চয় বলছি, দেখে নেব—

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] ভগবান, রক্ষা কর! কি দুর্দ্দান্ত লোক! সব ধ'রে ফেলেছে দেখছি, বেটা দোকানদারেরা সব ফাঁস ক'রে দিয়েছে।

অনঙ্গমোহন। [সজোরে] পল্টন নিয়ে আসলেও আমাকে নিয়ে যেতে পারবেন না। আমি এক্ষুনি মন্ত্রীদের লিখে পাঠাচ্ছি। [টেবিল চাপড়াইয়া] এখন কি করতে চান, বলুন? কি মতলব আপনার?

ম্যাজিস্ট্রেট। [কম্পিতভাবে] দয়া করুন। আমার সর্ব্বনাশ করবেন না। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বাস করি, আমি ছাপোষা মানুষ, এসব ক'রে আমার সর্ব্বনাশ করবেন না।

অনঙ্গমোহন। না, আমি কিছুতেই যাব না। আপনার স্ত্রীপুত্র আছে তো আমার কি? আপনার স্ত্রীপুত্রের খাতিরে কি আমাকে জেলে যেতে হবে নাকি?

ঘনরাম দরজায় উঁকি দিয়াই ভয়ে অদৃশ্য হইল

ধন্যবাদ! আমি অন্য ঘরে যাব না।

ম্যাজিস্ট্রেট। [কম্পমান অবস্থায়] আমার সব দোষ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু কি করব বলুন, আমি যে মাইনে পাই, তাতে চা-জলখাবারেরও খরচ ওঠে না, তার ওপরে অনেকগুলো কাচ্চা-বাচ্চা। ওরা বুঝি লাগিয়েছে, আমি ঘুষ নিয়েছি? ওসব কথায় বিশ্বাস করবেন না। হয়তো কিছু কলা-মুলো, হয়তো এক-আধ থান কাপড়। আর কসাই-বুড়ীকে চাবুক মারার গল্প ক'রে গিয়েছে বুঝি? সব মিথ্যে কথা। আমার শত্রুদের সব কারসাজি, ওদের অসাধ্য কিছু নেই, ওরা গলায় ছুরি দিতে পারে।

অনঙ্গমোহন। আমি ওসব কথা শুনতে চাই না। কসাই-বুড়ীকে চাবুক মেরেছেন ব'লে আমাকেও যদি মারবেন ভাবেন, তবে ভুল করছেন। আমি তো বলছি, সব পাওনা মিটিয়ে দিতে রাজি আছি, কেবল এখন আমার হাতে টাকা নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] ওঃ, শয়তান! কিছুতেই ধরা দিতে চায় না! আমরা যেন এতই বোকা! আচ্ছা, দেখা যাক, এবারে কি হয়! [প্রকাশ্যে] আপনার যদি টাকার দরকার হয়, সেজন্যে ভাববেন না। আমি আছি। বিদেশী লোকদের সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে।

অনঙ্গমোহন। দিন কিছু টাকা হাওলাত। দেখুন, এক্ষুনি আমি হোটেলওয়ালাকে মিটিয়ে দিচ্ছি। একশো টাকা হ'লেই চলবে, কিছু কম হ'লেও ক্ষতি নেই।

ম্যাজিস্ট্রেট। [নোট দিল] এই যে, ঠিক একশো টাকাই আছে। কষ্ট ক'রে আর গোনবার প্রয়োজন নেই। ও ঠিক আছে।

অনঙ্গমোহন। [টাকা লইয়া] বিশেষ বাধিত হলাম। বাড়ি গিয়েই আমি টাকা পাঠিয়ে দেব। অনিবার্য্য কারণে হঠাৎ টানাটানিতে প'ড়ে গিয়েছিলাম। আপনি সত্যিই ভদ্রলোক দেখছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] চার গিলেছে দেখছি, এবারে কাজ সহজ হয়ে আসবে। একশো ব'লে দুশো টাকা গছিয়ে দিয়েছি।

অনঙ্গমোহন। মুকুন্দ!

মুকুন্দর প্রবেশ

খানসামাকে ডাক দাও। [ম্যাজিস্ট্রেট ও বনরামের প্রতি] আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমরা ঠিক আছি।

অনঙ্গমোহন। সে কি হয়? বসুন, বসুন। এখন বুঝতে পারছি, আপনি

কেমন সরল আর কর্ত্তব্যপরায়ণ। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি…[বনরামের প্রতি] বসুন না।

ম্যাজিষ্ট্রেট ও বনরাম বসিল। ঘনরাম দরজার ফাঁক দিয়া শুনিবার চেষ্টায় নিযুক্ত।

ম্যাজিস্টেট। [স্বগত] একটু সাহস সঞ্চয় করা দরকার। উনি ওঁর ছদ্মবেশ বজায় রাখতে চান। তাই হবে। আমি এমন ব্যবহার করব, যেন চিনতেই পারি নি। [প্রকাশ্যে] ইনি বনরামবাবু, ইনি এই জেলার একজন প্রসিদ্ধ জমিদার। এখন বনরামবাবু আর আমি দুজনে শহর পরিদর্শন করতে বেরিয়েছিলাম। অনেক ম্যাজিস্ট্রেট আছে, শহরের কোন খোঁজ-খবরই রাখে না। আমি সে রকম নই। বিদেশী লোক যদি এখানে এসে বিপদে পড়ে, সে তো আমাকেই দেখতে হবে। কর্ত্তব্য ছাড়া শাস্ত্রেও তো উপদেশ আছে, অপূজিতো অতিথির্যস্য গৃহাৎ যাতি বিনিঃশ্বসন্। ঘুরতে ঘুরতে এই হোটেলে এসে আপনার মত মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হ'ল।

অনঙ্গমোহন। আমিও আপনার পরিচয় পেয়ে খুশি হয়েছি। আপনি হাওলাত না দিলে আমাকে খুব কষ্টেই পড়তে হ'ত।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] ও কথা অন্যকে ব'লো চাঁদ। কষ্টেই পড়তে হ'ত! বটে! ওসব চাল আমার কাছে দিও না। [প্রকাশ্যে] যদি কিছু না মনে করেন তো জানতে চাই, কোথায় যাচ্ছেন?

অনঙ্গমোহন। শিলিগুড়ি যাচ্ছি। ওখানেই আমার বাড়ি আর জমিদারি।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] বটে! শিলিগুড়ি! সোনার চাঁদ এত বড় মিথ্যেটা বলতে মুখে বাধল না! এর সঙ্গে খুব সমঝে চলতে হবে। [প্রকাশ্যে] দেশভ্রমণে যদিচ অসুবিধা আছে, কিন্তু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। আপনি অবিশ্যি আনন্দলাভের জন্যে বেরিয়েছেন?

অনঙ্গমোহন। না, বাবা বিশেষ ক'রে অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছেন। আমি সার্ভিসে চটপট প্রমোশন পাচ্ছি না ব'লে তিনি আমার ওপর বিরক্ত। এই

বুড়োদের ধারণা, কলকাতায় যাওয়ার পরদিনেই রায়বাহাদুর হওয়া যায়।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] শোন কথা একবার! কি রকম গল্প ফেঁদে বসেছেন! আবার বুড়ো বাপকেও টেনে আনছে দেখছি। [প্রকাশ্যে] কতদিন দেশে থাকবেন?

অনঙ্গমোহন। কিছুই বলতে পারি না। বুড়োর যে কাণ্ডজ্ঞান আছে, তা মনে হয় না। কলকাতা ছেড়ে আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব। চাষাভুষোর মধ্যে জীবন কাটাবার জন্যে আমার জন্ম হয় নি। মদ ছাড়াও আমি বাঁচতে পারি, কিন্তু কাল্‌চার না হ'লে বাঁচা অসম্ভব। কাল্‌চার! কাল্‌চার! [কাল্‌চার শব্দ এমন ভাবে উচ্চারণ করিল, যেন দুর্ল্লভ শ্যাম্পেন দুই ঢোক গলাধঃকরণ করিল]

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] বুদ্ধি আছে বটে! কেমন মিথ্যের সঙ্গে মিথ্যের মালা গেঁথে চলেছে! ধরা-ছোঁয়ার উপায় নেই। আচ্ছা, দাঁড়াও, এখনই সব ফাঁস ক'রে দিচ্ছি। [প্রকাশ্যে] যা বলেছেন, এসব জায়গায় কি মানুষ থাকে! অবশ্য কর্ত্তব্যের খাতিরে, দেশের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। দিনে রাত্রে দেশের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু গভর্মেণ্ট কি এসব স্বার্থত্যাগের খোঁজ-খবর রাখে? [ঘরের দিকে তাকাইয়া] ঘরটা স্যাঁতসেঁতে ব'লে মনে হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। যাচ্ছেতাই ঘর। আর ছারপোকা কি? এক-একটা যেন আস্ত ইঁদুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি অন্যায়! এমন কাল্‌চার্ড অতিথিকে কতকগুলো নরাধম ছারপোকা কামড়ায়! এই সব হতভাগার জন্মাবার কি প্রয়োজন ছিল? ঘরটা অন্ধকার মনে হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। ঘোর অন্ধকার। হোটেলওয়ালা আমার ঘরে আলো দেওয়া বন্ধ করেছে। কখনও কখনও পড়তে ইচ্ছে করে, আবার একটু-আধটু লেখবার অভ্যাসও আছে। নাঃ, ঘরটা একদম অন্ধকার।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনাকে একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি…কিন্তু—না, সে সাহসও নেই, সে যোগ্যতাও নেই।

অনঙ্গমোহন। ব্যাপার কি? বলুন না।

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, আমি তার যোগ্য নই।

অনঙ্গমোহন। কোন ভয় নেই, খুলে ব'লে ফেলুন।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার বাড়ির দোতালায় চমৎকার একটি ঘর আছে। আলো বাতাস, চারদিক খোলামেলা, চমৎকার। ঠিক আপনার যেমনটি দরকার, সেই রকম। কিন্তু না না, আপনাকে যেতে বলবার যোগ্যতা আমার নেই। বেয়াদবি মাপ করবেন। সরলপ্রকৃতির লোক ব'লেই যা মনে এল ব'লে ফেললাম। কিছু মনে করবেন না।

অনঙ্গমোহন। এতে বেয়াদবি কিসের! ওই রকম একটি ঘর পেলে তো আমি বেঁচে যাই। এই নোংরা হোটেলের চেয়ে অনেক ভাল।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমি কৃতার্থ হব, আমার স্ত্রী কৃতার্থতর হবে, আমার মেয়েরা কৃতার্থতম হবে। ছেলেবেলা থেকে আতিথেয়তাকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ব'লে মনে করতে শিক্ষা পেয়েছি। এ খোশামুদি মনে করবেন না। আমার যদি কোন দোষ না থাকে, তবে সে ওই দোষটি—

অনঙ্গমোহন। আমারও ঠিক ওই কথা। আমি নিজেও যেমন সরলপ্রকৃতি, তেমনই সরলপ্রকৃতির লোক ভালবাসি। আমি শ্রদ্ধা ও সম্মান ছাড়া আপনার কাছে আর কিছু চাই না।

খানসামা ও মুকুন্দের প্রবেশ। ঘনরাম উঁকি মারিল

খানসামা। হুজুর, ডেকে পাঠিয়েছিলেন?

অনঙ্গমোহন। বিল লে আও।

খানসামা। আজ সকালে দিয়ে গিয়েছিলাম। এই নিয়ে দুবার দেওয়া হ'ল।

অনঙ্গমোহন। তোমার বিলের কথা মনে রাখবার আমার সময় নেই। বল, কত হয়েছে ?

খানসামা। প্রথম দিন দুবেলা। তার পরদিন একবেলা, তার পর থেকে সব বাকিতে চলছে।

অনঙ্গমোহন। স্টুপিড! দফাওয়ারি বলবার দরকার নেই। মোটের ওপর কত হয়েছে বল না!

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি ব্যস্ত হবেন না। পরে হবে এখন। [খানসামাকে] যাও এখন, ভাগো। বিলের ব্যবস্থা করা যাবে।

অনঙ্গমোহন। ঠিক বলেছেন। [টাকা পকেটে রাখিয়া দিল]

খানসামার প্রস্থান। ঘনরাম দরজায় উঁকি মারিল

ম্যাজিস্ট্রেট। শহরের প্রতিষ্ঠানগুলো একবার দেখবেন না ?

অনঙ্গমোহন। দেখবার মত এমন কি আছে ?

ম্যাজিস্ট্রেট। দাতব্য-বিভাগের বিলি-ব্যবস্থা কি রকম, দেখা তো দরকার।

অনঙ্গমোহন। বেশ তো, চলুন না।

ঘনরাম দরজার ফাঁক দিয়া মাথা বাহির করিল

ম্যাজিস্টেট। তারপরে জেলাস্কুল পরিদর্শনে যেতে পারেন। সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা কেমন দেখা দরকার।

অনঙ্গমোহন। দরকার বইকি।

ম্যাজিস্ট্রেট। তারপরে থানা এবং জেলখানায় যাওয়া আবশ্যক। আমরা কয়েদীদের কি রকম রাখি, তা জানা প্রয়োজন।

অনঙ্গমোহন। আবার থানা-জেলখানা কেন? তার চেয়ে দাতব্য-প্রতিষ্ঠান-গুলোই দেখব।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার যেমন অভিরুচি। আপনি নিজের গাড়িতে যাবেন, না আমার গাড়ি আনব ?

অনঙ্গমোহন। আপনার সঙ্গেই যাব, গল্পগুজব করতে করতে যাওয়া যাবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। [বনরামকে] বনরামবাবু, আমার গাড়িতে আপনার জায়গা হওয়া তো মুশকিল।

বনরাম। কিছু ভাববেন না, আমি ব্যবস্থা ক'রে নেব।

ম্যাজিস্ট্রেট। [বনরামকে] দুখানা চিঠি নিয়ে এখনই ছুটে যান। একখানা দেবেন আমার স্ত্রীকে। আর একখানা দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের রসময়বাবুকে। [অনঙ্গমোহনের প্রতি] আপনি যদি অনুমতি করেন তো এখানে ব'সে আমার স্ত্রীকে দু ছত্র লিখে পাঠাই যে, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার কুটীরে পদধূলি দিতে সম্মত হয়েছেন।

অনঙ্গমোহন। লিখুন না। এই যে দোয়াত। কাগজ! কাগজ কই? যাকগে, এই বিলখানার অপর পিঠে লিখতে পারেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। বেশ তো, চমৎকার হবে। [নিজের মনে লিখিতে ও বলিতে লাগিল] খাওয়ার পরে দেখা যাবে এখন। এক বোতল হুইস্কি আছে। কয়েক পেগ পেটে গেলে দেখা যাবে, বাছাধনের পেটে কি আছে!

চিঠি বনরামের হাতে দিল। সে দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল। হঠাৎ দরজা খুলিতেই ঘনরাম ঘরের মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। সে এতক্ষণ দরজায় ঠেস দিয়া সব শুনিতেছিল

অনঙ্গমোহন। আশা করি, আপনার লাগে নি।

বনরাম। না না, এমন কিছু নয়। শুধু নাকটা একটু থেঁতলে গিয়েছে। সিভিল-সার্জনের কাছে গেলে এখুনি সেরে যাবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। [ঘনরামের দিকে রুষ্টভাবে তাকাইয়া অনঙ্গমোহনকে বলিল] না না, এমন কিছু নয়। চলুন, রওনা হওয়া যাক। আপনার চাকর জিনিসপত্তর নিয়ে যাবে। [মুকুন্দকে] ওহে বাপু, আমার বাড়িতে, তার মানে, ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় জিনিসপত্তরগুলো নিয়ে এস।

[অনঙ্গমোহনকে] না না, সে কি হয়! আপনি আগে চলুন [অনঙ্গমোহনকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বাহির হইবার সময়ে ঘনরামের দিবে রুষ্টভাবে তাকাইয়া] ঠিক আপনার মতই কাজ হয়েছে। আর কোথাং কি পড়বার জায়গা পেলেন না!

সকলের প্রস্থান। নাক ধরিয়া ঘনরামের অনুসরণ

তৃতীয় অঙ্ক

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো। বনমালা, রমলা ও কমলা প্রথম অঙ্কের মত জানালাং দণ্ডায়মান

বনমালা। সেই থেকে আমরা জানলায় দাঁড়িয়ে আছি। নাঃ, কারও দেখ নেই। এত ভোগান্তি তোমার জন্যেই বাপু! মাগো, আমার পিনটা গুঁজে নিই; মাগো, আমার পাউডার লাগানো হয় নি! কেন যে ওসব কথা শুনতে গেলাম! পথে কি একটা জনপ্রাণীও আছে! শহরের সব লোক যেন মরেছে।

কমলা। মা ব্যস্ত হ'য়ো না। এখনই সব জানতে পারা যাবে। মিছরি অনেকক্ষণ হ'ল গিয়েছে, এখনই ফিরবে। [জানালায় উঁকি মারিয়া] মা দেখ দেখ, কে যেন আসছে! ওই যে, পথের মোড়ে।

বনমালা। কই? সেই থেকে কেবলই 'আসছে, আসছে' বলছ! তোমার মাথ আর মুণ্ডু! হ্যাঁ, একজন লোক বটে! কে লোকটা? বেঁটে!···ভদ্র লোকের মতই পোশাক। লোকটা কে হতে পারে? কি মুশকিল!

কমলা। আমার মনে হয় বনরামবাবু।

বনমালা। বনরামবাবু! কখনই বনরামবাবু নয়। [রুমাল নাড়িয়া] এদিবে এদিকে—তাড়াতাড়ি।

কমলা। ও বনরামবাবু ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

বনমালা। আবার তর্ক! আমি বলছি, কখনই বনরামবাবু নয়।

কমলা। দেখ মা, তখনই বলেছিলাম বনরামবাবু। এখন তো বুঝতে পারছ?

বনমালা। বনরামবাবুই তো বটে। তোমার বাপু মিছিমিছি তর্ক করা। আমি যেন বুঝতে পারি নি—এমনই তোমার ধারণা। [চীৎকার করিয়া] তাড়াতাড়ি আসুন। এত ধীরে হাঁটেন আপনি! ওঁরা সব কোথায়? বাড়িতে ঢোকা অবধি অপেক্ষা করবেন না। কি রকম লোক? খুব কড়া? আর ওঁর খবর কি? কি বিপদ! বাড়িতে না ঢোকা অবধি একটি কথাও বলবেন না?

বনরামবাবুর প্রবেশ

আচ্ছা, আপনার কি লজ্জা করছে না? এমন ক'রে একজন অবলাকে কষ্ট দিচ্ছেন? আপনার ওপরেই আমি আশা-ভরসা ক'রে ব'সে আছি। সেই যে গেলেন, আর দেখাটি নেই! সকলেই চুপচাপ! এতেও কি লজ্জা করছে না? আমি আপনার সিতু-বিশুর ধর্ম্ম-মা—আর আপনার শেষে এই ব্যবহার!

বনরামবাবু। আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করি ব'লেই ছুটতে ছুটতে আসছি। ওঃ, ঘাম ঝরছে দেখেছেন! কমলা যে, কেমন আছ?

কমলা। আপনি ভাল বনরামবাবু?

বনমালা। ব্যাপার কি এবার খুলে বলুন।

বনরামবাবু। রায় বাহাদুর আপনাকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন?

বনমালা। লোকটা কি? জেনারেল, না—

বনরামবাবু। না, ঠিক জেনারেল নয়, কিন্তু কোন জেনারেলের চেয়ে কম নয় —যেমন কাল্‌চার, তেমনই ব্যবহার!

বনমালা। তা হ'লে এঁরই বিষয়ে উনি চিঠি পেয়েছিলেন।

বনরামবাবু। সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ঘনরামবাবু আর আমি—আমরা দু'জনেই প্রথমে তাঁকে আবিষ্কার করি।

বনমালা। ভাল ক'রে সব খুলে বলুন।

বনরামবাবু। ভগবানের কৃপায় এখন সব ভালই চলছে। প্রথমে রায়বাহাদুরকে···হ্যাঁ, প্রথমে রায়বাহাদুর বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ইন্সপেক্টর সাহেব খুব রেগে ছিলেন, তিনি বললেন যে, হোটেলের ব্যবস্থা খারাপ, শহরের অবস্থা ততোধিক খারাপ। তিনি কিছুতেই ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে আসবেন না, আর তাঁর জন্যে জেলে যেতেও পারবেন না। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, রায়বাহাদুরের দোষ নেই, তখন ভাল ক'রে কথাবার্তা বলতে শুরু করলেন, তার পর থেকে ভালই চলছে। ওঁরা সব দাতব্য-বিভাগ পরিদর্শন করতে গিয়েছেন। রায়বাহাদুরের ধারণা হয়েছিল যে, তাঁর বিরুদ্ধে নিশ্চয় কোন রিপোর্ট গিয়েছে—আমিও যে একেবারে ভয় পাই নি, তা নয়।

বনমালা। কিন্তু আপনার ভয়টা কিসের? আপনি তো সরকারী চাকরে নন।

বনরামবাবু। সে আপনি কি ক'রে বুঝবেন? একজন বড়লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, বিশেষ যখন তিনি কথা বলতে শুরু করেন—তখন ভয় না পেয়ে উপায় নেই।

বনমালা। ওসব বাজে কথা যাক। এখন বলুন, তাঁকে দেখতে কেমন? বুড়ো, না ছোকরা?

বনরামবাবু। ছোকরা, একেবারে ছোকরা। তেইশের বেশি কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু কথা বলেন বুড়োর মতন। আমরা বলি—ওখানে যাবই। কিন্তু নাঃ, ও রকম ক'রে তিনি বললেন না, তিনি বললেন—হ্যাঁ, ওখানে বোধ করি যেতেই হবে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব। দেখুন, কথার ভাঁজে ভাঁজে কি রকম বুদ্ধি আর কাল্‌চারের গন্ধ! তারপরে বললেন,

আমার একটু লেখাপড়ার বাতিক আছে, কিন্তু ঘরে হোটেলওয়ালা বাতি দেওয়া বন্ধ করেছে। বাতি আর বাতিক! দেখুন, কি কাল্‌চার! শুনে আমি আর রায়বাহাদুর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

বনমালা। রঙ কি রকম? ফর্সা না, কালো?

বনরামবাবু। ফর্সাও নয়, কালোও নয়—বাদামী। আর চোখ দুটো যেন কাঠবিড়ালির কাছে থেকে ধার ক'রে নেওয়া, সর্ব্বদাই নড়ছে। ওঃ, সে চোখের দিকে তাকালে বুকের ভিতরে চাকরির ইতিহাসের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

বনমালা। গোঁফ আছে?

বনরামবাবু। বনমালা দেবী, একজন বড়লোকের, যাকে গ্রেটম্যান বলে, তার মুখের দিকে তাকালে গোঁফের মত তুচ্ছ জিনিস চোখেই পড়ে না।

বনমালা। গোঁফ হ'ল তুচ্ছ! আরও কত কি শুনতে হবে! দেখি এবার, চিঠিতে কি আছে। [পাঠ] প্রথমে আমার অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শেষে ভগবানের কৃপায় কচুভাজা, পুঁইচচ্চড়ি আর আড়াই টাকা হিসাবে দুই বোতল বিয়ার—[থামিয়া] নাঃ, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। ভগবানের কৃপার সঙ্গে কচুভাজা পুঁই-চচ্চড়ির সম্বন্ধ কি?

বনরামবাবু। রায়বাহাদুর তাড়াতাড়িতে হোটেলের বিলের ওপরে লিখেছেন।

বনমালা। ওঃ, তাই বলুন। [পাঠ] কিন্তু আমি চিরদিন ভগবানে বিশ্বাসী, তাই সমস্তই এখন আমাদের অনুকূলে আসিয়াছে। শীঘ্র দোতলার দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরটা পরিষ্কার করাইয়া ফেলিবে। গ্রেটম্যান দয়া করিয়া আমাদের বাড়িতেই···পাঁউরুটি, মাখন, ডিমের মামলেট, মোট ছ আনা।

বনরাম। ওটুকু বিলের, ও কিছু নয়।

বনমালা। সে কি আর আমি বুঝতে পারি নি! [পাঠ] পদধূলি দিবেন।

দুপুরবেলা আমরা দাতব্য-বিভাগে আহার করিব। কাজেই কোন বন্দোবস্ত করিতে হইবে না। কিন্তু মদের ব্যবস্থা রাখিবে। আবদুল্লার দোকানে এখনই লোক পাঠাইবে। সে যদি ভাল মাল না পাঠায়, তবে হতভাগাকে দেখিয়া লইব। ইতি তোমারই একান্ত আলুর দম এক প্লেট। আলুর দম—এ কি রকম ঠাট্টা!

বনরামবাবু। ওটা হোটেলের বিলের অংশ।

বনমালা। আপনি ভাবছেন, আমি বুঝতে পারি নি! এই যে পরেই আছে—একান্ত অনুগত স্বামী। কি সর্ব্বনাশ! আর তো সময় নেই। এসে পড়ল ব'লে। মিছরি! মিছরি! সে ছুঁড়ীর কি আর দেখা পাওয়া যাবে—পাড়ার ছোঁড়াগুলোর পেছনে···ঝগড়ু! ঝগড়ু!

ঝগড়ুর প্রবেশ

এখনই আবদুল্লার দোকানে যাও, দাঁড়াও, আমি চিঠি দিচ্ছি তাই নিয়ে যেতে হবে। [টেবিলে বসিয়া লিখিতে লিখিতে বলিতে লাগিল] কোচম্যানকে বল, এই চিঠিখানা নিয়ে আবদুল্লার দোকানে যেন যায় আর ক বোতল মদ নিয়ে আসে। আর তুমি গিয়ে দোতলার ঘরটা পরিষ্কার ক'রে টেবিল চৌকি দিয়ে সাজিয়ে ফেলো গিয়ে—শিগগির।

বনরামবাবু। আমি তা হ'লে যাই। দাতব্য-বিভাগের পরিদর্শন কি রকম হচ্ছে, দেখি গিয়ে।

বনমালা। আপনাকে আমি ধ'রে রাখতে চাই না, আপনি শিগগির যান।

বনরামের প্রস্থান

কমলা মা, এবার আমাদের কঠিন পরীক্ষা। মেয়েদের পোশাক-নির্ব্বাচনের চেয়ে কঠিন কাজ আর কিছু আছে? এমনটি পরতে হবে, যাতে দশজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও সকলের আগে তোমার দিকে

নজর পড়ে। বিশেষ ইনি আসছেন কলকাতা থেকে, ওঁদের রুচিই অন্য রকম। লক্ষ্য রাখতে হবে, পাড়াগেঁয়ে ব'লে নিন্দে না হয়।

মলা। আমি বলি কি মা, তুমি সেদিনের মত কানন-শাড়িখানা পরো। তোমাকে সেদিন পেছন থেকে ঠিক কানন দেবীর মত দেখাচ্ছিল।

নমালা। আমি তো ভাবছি, বেনারসীখানা পরব।

মলা। না মা, সত্যি বলতে কি, বেনারসীতে তোমাকে মানায় না।

নমালা। কেন?

মলা। আরও রঙ ফর্সা দরকার।

নমালা। আমার রঙ ফর্সা না হ'লে এ পাড়ায় আর কার রঙ ফর্সা শুনি?

মলা। বাড়ির বাইরে যেতে হবে না। রমলাদি তোমার চেয়ে অনেক ফর্সা।

নমালা। বটে! বটে! সেই মা-মরা জলার পেত্নী? তবু যদি না হ'ত টব-চাপা-পড়া ঘাসের মত গায়ের রঙ। কই, সে ছুঁড়ী কই?

মলা। রমলাদি, এদিকে এস।

রমলার প্রবেশ

লা। কেন মা?

মালা। [রমলার গায়ে খদ্দরের শাড়ি দেখিয়া] আবার খদ্দর পরা হয়েছে?

লা। কেন মা, এ তো বেশ ভাল জিনিস।

মালা। সেদিন পোস্ট-মাস্টার বলেছিল, খদ্দরে তোমাকে বেশ দেখায়—সেই থেকে আর খদ্দর ছাড়তে চাও না। তুমি ভাবছ, ও তোমাকে বিয়ে করবে! ও যে আড়ালে তোমাকে মুখ ভেংচায়। তবু হ'ত যদি কমলা—

লা। কেন মা, দিদিকে খদ্দরে তো বেশ দেখায়!

মালা। হ্যাঁ, বেশ দেখালেই হ'ল! ওতে যে তোমার বাবার চাকরি যেতে পারে। [এমন সময়ে সিঁড়িতে পদশব্দ হইল] ওই বুঝি ওঁরা সব আসছেন। চল, সাজগোজ ক'রে নিই।

কমলা। কিন্তু মা, আর যাই কর, বেনারসীখানা প’রো না।

বনমালা। ফের তর্ক!

তিনজনের প্রস্থান

মুকুন্দর একটি বাক্স কাঁধে লইয়া প্রবেশ। অন্য দিক দিয়া মিছরির প্রবেশ

মুকুন্দ। কোন্ দিকে?

মিছরি। এই দিকে এস।

মুকুন্দ। একটু জিরিয়ে নিই। খালি পেটে বোঝা দ্বিগুণ ভারী মনে হয়।

মিছরি। জেনারেল সাহেব কখন আসবেন?

মুকুন্দ। কোন্ জেনারেল?

মিছরি। কেন, তোমার মনিব।

মুকুন্দ। একেবারে চার পুরুষের জেনারেল।

মিছরি। মাগো! আমরা শুধু এক পুরুষের ভেবেছিলাম।

মুকুন্দ। দেখ, আমাকে কিছু খেতে দিতে পার?

মিছরি। তোমাদের খাবার তো এখনও তৈরি হয় নি।

মুকুন্দ। না হয়, তোমাদের খাবারই কিছু নিয়ে এস।

মিছরি। তবে তুমি এদিকে এস।

মুকুন্দ। চল। তোমার নামটি কি?

মিছরি। মিছরি।

মুকুন্দ। মিছরির মতই মিষ্টি।

মিছরি। হাত দিতে গেলে দেখতে পাবে, মিছরির মত ধারও আছে।

মুকুন্দ। বাঃ, বেশ বলেছ! [গুনগুন করিয়া গান]

মেরেছিস মিছরির দানা
তাই ব’লে কি প্রেম দেব না!

মিছরি। চল ওই ঘরে—ওঁরা সব আসছেন।

দুইজনের প্রস্থান

একজন কন্‌স্টেব্‌ল সসম্ভ্রমে দরজা খুলিয়া ধরিল। অনঙ্গমোহনকে অনুসরণ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট, দাতব্য-কর্ত্তা, হেডমাষ্টার, ঘনরাম ও বনরাম প্রবেশ করিল। ঘনরামের নাকে একটা পটি। ম্যাজিষ্ট্রেট মেঝের উপরে এক টুকরা কাগজ দেখাইয়া দিতেই—

কয়েকজন পুলিস দৌড়িয়া গিয়া তাহা কুড়াইয়া লইল

অনঙ্গমোহন। চমৎকার দাতব্য-প্রতিষ্ঠান। আপনারা যে ভাবে শহরের সব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করালেন, তা বাস্তবিক চমৎকার। অন্যান্য শহরে আমাকে কেউ কিছু দেখায় নি।

ম্যাজিস্ট্রেট। সত্য কথা বলতে কি, অন্যান্য শহরের ম্যাজিস্ট্রেট ও অফিসাররা কেবল নিজেদের স্বার্থই চিন্তা ক'রে থাকে। কিন্তু এখানে আমরা কর্ত্তব্য-পালন দ্বারা উচ্চতর অফিসারদের সন্তুষ্টি-বিধান ছাড়া আর কিছু কখনও ভাবি না।

অনঙ্গমোহন। দাতব্য-বিভাগের আহারটিও খুব উপাদেয় হয়েছিল। উঃ, খুব বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে! আপনারা কি প্রত্যেক দিন এমনই খান নাকি?

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার মত সম্মানিত অতিথির জন্যেই আজ বিশেষ আয়োজন হয়েছিল।

অনঙ্গমোহন। সুখাদ্য আমার অত্যন্ত প্রিয়। জীবন তো এইজন্যেই—জীবন মালঞ্চ থেকে সুখের পুষ্পচয়নের জন্যেই। মাছটার কি নাম?

দাতব্য-কর্ত্তা। [ছুটিয়া আসিয়া] বাঁশপাতা মাছ, সার্।

অনঙ্গমোহন। চমৎকার! কোন্ প্রতিষ্ঠান আমরা দেখে এলাম? হাসপাতাল না?

দাতব্য-কর্ত্তা। আজ্ঞে হ্যাঁ। শহরের দাতব্য-প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা।

অনঙ্গমোহন। তাই বটে। চারদিকে বিছানা দেখলাম। সব যেন খালি ছিল—রুগী অবশ্যই সব সেরে উঠেছে। বেশি লোক তো দেখি নি।

দাতব্য-কর্ত্তা। হ্যাঁ, জন বারো মাত্র এখন আছে। বাকি সব সেরে বাড়ি গিয়েছে। এর মূলে আছে আমাদের ব্যবস্থা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। আমি এখানে আসবার পরে থেকে এই রকমই চলছে—রুগী ভর্ত্তি হবামাত্র, বাস্—সেরে ওঠে। অবশ্য ওষুধের গুণ আছে—কিন্তু কর্ত্তব্যজ্ঞান ছাড়া ওষুধ আর কি করতে পারে?

ম্যাজিস্ট্রেট। আর সার্, ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ত্তব্যের মত এমন দায়িত্ব আর নেই। কি বলব, এত কাজ! শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথাই ধরুন না কেন—অন্য লোক হ'লে পাগল হয়ে যেত, কিন্তু ভগবানের কৃপায় এখানে সব ঠিক চলছে। অন্য সবাই যখন নিজের স্বার্থ চিন্তা করছে, আমি রাত্রে বিছানাতে শুয়েও কেবলই ভাবতে থাকি—ভগবান, আমি যেন দায়িত্ব-পালন দ্বারা উচ্চতর অফিসারদের সন্তুষ্টি সাধন করতে সক্ষম হই। তাঁরা যদি পুরস্কার দেন ভাল—না দেন, তবু আমি মনে শান্তি পাব। শহরটি যদি পরিষ্কার থাকে, কয়েদীরা যদি যথানির্দ্দিষ্ট বরাদ্দমত খাদ্য পায়, শহরে যদি গণ্ডগোল না হয়—তার চেয়ে আর কি বেশি প্রার্থনা করতে পারি? আমি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারি, সম্মানের প্রত্যাশী আমি নই। অবশ্য সম্মান লোভনীয়, কিন্তু কর্ত্তব্যের তুলনায় তা ধূলিমুষ্টি।

দাতব্য-কর্ত্তা। [স্বগত] ওঃ, লোকটা কি ভণ্ড! এ গুণ ভগবদ্দত্ত।

অনঙ্গমোহন। ঠিক বলেছেন। আমিও মাঝে মাঝে ওই রকম চিন্তা ক'রে থাকি। অধিকাংশ সময়েই সাদা গদ্যে—কিন্তু কখনও কখনও কবিতাও এসে যায়।

বনরাম। [ঘনরামকে] চমৎকার বলেছেন। ঘনরাম, দেখ, ওঁর কথা শুনলেই বুঝতে পারা যায়, খুব পড়াশুনো আছে।

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, আপনাদের এখানে কি সময় কাটাবার মত কোন আড্ডা নেই—যেমন ধরুন একটা ক্লাব, যেখানে তাস খেলা যেতে পারে?

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] বুঝেছি চাঁদ, তুমি কি খবর জানতে চাও! [প্রকাশ্যে]

সর্ব্বনাশ! ওরকম ক্লাব থাকা তো দূরের কথা, কেউ এখানে কানেও শোনে নি। জীবনে আমি কখনও তাস খেলি নি—কি ক'রে যে লোকে তাস খেলে, তা আজও জানতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, চিড়িতনের সাহেব দেখলেই আমার মাথা ঘুরে ওঠে। একদিন ছেলেদের সঙ্গে ব'সে একটা তাসের ঘর তৈরি করেছিলাম, সেদিন সারারাত ঘুম হ'ল না—নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখলাম। কি ক'রে যে লোকে জীবনের অমূল্য সময় তাস খেলে কাটায়— ভগবান!

হেডমাস্টার। [স্বগত] কাল রাত্রেই আমার কাছে থেকে একশো টাকা জিতেছে। রাস্কেল!

ম্যাজিস্ট্রেট। দেশের মঙ্গলের জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত।

অনঙ্গমোহন। এ আপনার বাড়াবাড়ি। কি উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি তাস খেলেন, তার ওপরেই সব নির্ভর করে। আপনারা মফস্বলের লোক জানেন না, কিন্তু আমরা কলকাতায় জানি, দেশের মঙ্গলের জন্যেও তাস খেলা যেতে পারে।—ধরুন, শরীর খারাপ আছে, কর্ত্তব্যে মন লাগছে না—একবাজি তাস খেলে নিলাম, মনটা ভাল হ'ল, কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হ'ল—এতে কি দেশের মঙ্গল করাই হ'ল না? না না, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না—মাঝে মাঝে এক-আধ বাজি ভালই লাগে।

বনমালা ও কমলার প্রবেশ

ম্যাজিস্ট্রেট। পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি আমার স্ত্রী; আর আমার মেয়ে কমলা।

অনঙ্গমোহন। [মাথা নীচু করিয়া] আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি।

বনমালা। আপনার মত সম্মানিত অতিথি লাভ ক'রে আমাদের আনন্দ আরও বেশি।

অনঙ্গমোহন। কি বলছেন আপনি! আমার আনন্দ আপনাদের চেয়েও বেশি।

বনমালা। সে কি ক'রে সম্ভব? অবশ্যই আপনি ভদ্রতা ক'রে এসব কথা বলছেন। দয়া ক'রে বসুন।

অনঙ্গমোহন। আপনার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবার আনন্দই কি কম? তবে যদি ইচ্ছা করেন, বসতেও পারি। এতক্ষণে আমি সত্যিই সুখী— আপনার পাশে উপবেশন ক'রে।

বনমালা। এ কেবল আপনি ভদ্রতা ক'রেই বলছেন। কলকাতা থেকে যাত্রা ক'রে অবধি নিশ্চয় অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে।

অনঙ্গমোহন। অসুবিধা ব'লে অসুবিধা। কলকাতা ছেড়ে মফস্বলে বেরুনো যেন স্বর্গত্যাগ ক'রে মর্ত্ত্যে অবতরণ। নোংরা হোটেল, ছারপোকাওয়ালা গদি, লোকের অজ্ঞতা! কিন্তু এখানে এসে সমস্ত কষ্ট ভুলে গেলাম। [বনমালার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত]

বনমালা। নিশ্চয় এখানেও আপনার অনেক কষ্ট হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। বিশ্বাস করুন, এই মুহূর্ত্তে আমি সুখের চূড়ায় অবস্থান করছি।

বনমালা। সে কি ক'রে সম্ভব? এ সম্মান আমার আশাতীত।

অনঙ্গমোহন। আশাতীত! বলুন, যোগ্যতার চেয়ে অনেক কম।

বনমালা। আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—

অনঙ্গমোহন। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের কি সৌন্দর্য্য নেই? পাড়াগাঁয়ের বিল খাল নদী? ধান বাঁশ বেত? অবশ্য কলকাতার সঙ্গে কোন তুলনাই চলে না। কলকাতাই তো জীবন, না জীবন-দুধের চাঁছি। বোধ করি আপনারা ভাবছেন, আমি সামান্য একজন কেরানী। ভুল করছেন। আমার আফিসের বড় সাহেব আমার পিঠ চাপড়ে বলে—চল না হে, ফিরপোতে ডিনার খেয়ে আসা যাক। আমি আফিসে কেবল দু-চার মিনিটের জন্যে একবার ঘুরে আসি—তারপরে বেচারা কেরানীর দল সারাদিন ধ'রে কলম

পিষে পিষে মরে। আফিসে যখন আমি ঢুকি···তিন-চারজন জুতো-বুরুশ আমার পেছনে পেছনে ছুটতে থাকে···হুজুর বুরুশ, হুজুর বুরুশ···আমি তাদের তাড়াবার জন্যে এমনই ভাবে পা ছুঁড়ি···[পা ছুঁড়িল] ওঃ, আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন, বসুন।

ম্যাজিস্ট্রেট, দাতব্য-কর্ত্তা, হেডমাস্টার। [সমস্বরে] পদমর্য্যাদার বিচারে আমরা বসতে পারি নে, আমরা দাঁড়িয়েই থাকব। আমাদের জন্যে আপনি ভাববেন না।

অনঙ্গমোহন। পদমর্য্যাদা চুলোয় যাক। বসুন, আমি অনুরোধ করছি, বসুন। [সকলে বসিল] পদমর্য্যাদানুসারে চলাফেরা আমি পছন্দ করি নে। বরঞ্চ লোকে যাতে আমার পদমর্য্যাদা বুঝতে না পারে, তার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করি। কিন্তু বিপদ কি জানেন—কিছুতেই আমি লোকের চোখ এড়াতে পারি নে। অসম্ভব! পথে বেরুলেই লোকে বলতে আরম্ভ করে—ওই যাচ্ছে মিঃ এ. এম. চম্পটি। মহা মুশকিল! একবার তো লোকে আমাকে স্বয়ং কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ ব'লে মনে করলে। দেখতে দেখতে পথের দুধারে সিপাহীর দল জুটে গেল। সে কি স্যালুট করবার ধুম! সিপাহী-দলের কর্নেল—সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আমার পিঠ চাপড়ে বললে, জান হে, তোমাকে প্রথমে সবাই আমরা কম্যাণ্ডার ব'লে মনে করেছিলাম।

মালা। না শুনলে এ ঘটনা কখনও বিশ্বাস করতাম না।

অনঙ্গমোহন। থিয়েটারের সুন্দরী সব অভিনেত্রীদের সঙ্গে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। বোধ করি আপনারা খোঁজ রাখেন যে, থিয়েটারের জন্যে দু-চারখানা নাটক লিখেছি। সাহিত্যিকদের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব আছে—বুদ্ধদেব সজনীকান্ত তারাশঙ্কর—এরা তো আমার chums, মানে···একদিন এস্প্ল্যানেডের মোড়ে তারাশঙ্করের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। পিঠ চাপড়ে বললাম, কি রকম আছ হে? সে চমকে উঠে বললে—কে, অনঙ্গমোহন বটে! কথায় আজও বীরভূমী টান গেল না। অদ্ভুত লোক ওই তারাশঙ্কর!

বনমালা। তা হ'লে আপনি লিখেও থাকেন? আহা, সাহিত্যিক হওয়া, ে
কি দুর্লভ সৌভাগ্য! নিশ্চয় কাগজে আপনার লেখা বের হয়।

অনঙ্গমোহন। কাগজে লেখা পাঠাই বইকি। অনেকগুলো বই লিে
ফেলেছি। কপালকুণ্ডলা, কৃষ্ণকুমারী, গীতাঞ্জলি, গৃহদাহ। সবগুলোর না
আবার এখন মনে পড়ছে না। আমার নতুন নাটক মানময়ী গার্লস স্কু
নিশ্চয় দেখেছেন? সেখানার রচনার ইতিহাস অদ্ভুত। ক্লাবে থিয়েটারে
ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। সে বললে, ভাই, চটপট কিছু লিখে দাও না—
থিয়েটার তো আর চলে না। তখনই বললাম, বেশ, দাও কাগজ। কি
ক্লাবে কাগজ কোথায়? শেষে মদের বিল জোড়া দিয়ে দিয়ে এক রাত্রে
মধ্যে লিখে ফেললাম মানময়ী গার্লস স্কুল। শরৎ চাটুজ্জের ছদ্মনামে য
লেখা বেরিয়েছে, সব আমার।

বনমালা। আপনারই ছদ্মনাম তা হ'লে শরৎ চাটুজ্জে!

অনঙ্গমোহন। বহু সাহিত্যিকের লেখা আমি সংশোধন ক'রে দিয়ে থাকি
প্র. না. বি.-র লেখা সংশোধন করবার জন্যে আমি মাসে দু হাজার ক'
পেয়ে থাকি।

বনমালা। পথের পাঁচালী নিশ্চয় আপনার লেখা?

অনঙ্গমোহন। নিশ্চয়, নিশ্চয়। ওখানা তো দু সপ্তাহে লিখে ফেলা।

কমলা। মা, বইয়ের মলাটে তো বিভূতি বাঁড়ুজ্জের নাম—

বনমালা। কমলা, কিছুতেই তোমার তর্ক করার স্বভাব গেল না!

অনঙ্গমোহন। উনি যা বললেন, তা সত্যি। ওখানা বিভূতি বাঁড়ুজ্জের বটে
কিন্তু আরও একখানা পথের পাঁচালী আছে, সেখানা আমার লেখা।

বনমালা। [কমলার প্রতি] নাও, হ'ল তো? কর এখন তর্ক। আমি
আপনার খানাই পড়েছিলাম। কি মিষ্টি ভাষা!

অনঙ্গমোহন। সাহিত্যের জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। কলকাতা
আমার বাড়ি সবচেয়ে শৌখিন। সকলেই এক ডাকে চেনে। [সকলে

সম্বোধন করিয়া] আপনারা যখন কলকাতায় যাবেন, আমার বাড়িতে উঠবেন। এ আমার বিশেষ অনুরোধ রইল। আমি প্রায়ই পার্টি দিয়ে থাকি।

বনমালা। সেসব পার্টিতে যে কি রকম ধুমধাম হয়ে থাকে, তা আমি বেশ কল্পনা করতে পারছি।

অনঙ্গমোহন। সে ধুমধাম আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। অসম্ভব। এক-একটা বোম্বাই আমের দাম অষ্টআশি টাকা। বরাবর বোম্বে থেকে এরোপ্লেনে ক'রে আমদানি করা। আর সুপের কথা যদি বলেন। প্যারিস থেকে তৈরি করিয়ে বরাবর জাহাজে ক'রে কলকাতায় আনানো। ঢাকনা তুলতেই সে কি গন্ধ!

আবার নিজের বাড়ি যেদিন পার্টি না থাকে, সেদিন হয় দ্বারভাঙ্গার বাড়িতে, নয় বর্দ্ধমানের বাড়িতে, নয় তো কুচবিহারের বাড়িতে। একদিনও বেকার ব'সে থাকবার উপায় নেই।

সন্ধ্যাবেলা ক্লাবে প্রায়ই তাস খেলবার ডাক পড়ে। হয়তো গিয়ে দেখব, কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ, চীফ মিনিস্টার আর আমেরিকার কন্‌সাল আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। খেলতে খেলতে পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরি—থাকি সেই পাঁচতলার উপরে, অমনই একসঙ্গে ষোলজন খানসামা দৌড়ে আসে···কি বাজে বকছি, একতলাতেই থাকি। ওরকম সিঁড়ি আপনারা কখনও দেখেন নি—সিঁড়িটার দামই হবে······ভোরবেলা ঘুম ভাঙবার আগেই আমার ড্রয়িংরুম লোকে ভ'রে যায়···রাজা, জমিদার, বড় বড় ব্যবসায়ী···ঘরখানা মৌমাছির চাকের মত সরগরম হয়ে ওঠে··· এমন কি মাঝে মাঝে মন্ত্রীরা—

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি ভীত বিস্ময়ে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

চিঠিপত্র আমার নামে ইওর এক্সেলেন্সি ব'লে আসে। একবার এক মজা হ'ল! গভর্মেণ্টের এক ডিপার্টমেণ্টের বড় সাহেব কোথায় উধাও হ'ল। কোথায় গেল? খোঁজ, খোঁজ। কোন পাত্তা নেই। আফিস তো চালাতে হবে। কাকে বসানো যায়? কে যোগ্য লোক? পুরনো সব আই. সি. এস., বড় বড় জেনারেল কত জনে গেল। যত শিগগির যায়, তার চেয়ে শিগগির বেরিয়ে আসে—সবাই বলে আমাদের সাধ্য নয়! আপনারা ভাবছেন, কাজ খুব সহজ, কিন্তু আপনারা গেলেও ওই কথাই বলতেন। গভর্মেণ্টের নিয়ম হচ্ছে, যখন আর যোগ্য লোক খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন আমার শরণাপন্ন হয়। তখনই গভর্মেণ্টের চাপরাসী আসতে শুরু হ'ল। চাপরাসীর পর চাপরাসী; চাপরাসী আসবার জন্যে পথের ট্রাম, বাস, ট্র্যাফিক বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল—ক্রমে ক্রমে পঁয়ত্রিশ হাজার চাপরাসী এসে আমার বাড়িতে পৌঁছল। সকলেরই মুখে এক কথা—মিঃ রায়, আপনি ভার নিন। আমার ইচ্ছা ছিল, রিফিউজ করব। তাড়াতাড়ি ড্রেসিং গাউনে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু মনে হ'ল, গভর্নরের কানে কথাটা যেতে পারে। ভাবলাম, কাজ কি, অ্যাক্‌সেপ্ট ক'রে ফেলি। কিন্তু তখনই সাবধান ক'রে দিলাম, দেখুন, এ আর কেউ নয়—স্বয়ং অনঙ্গমোহন চম্পটি। আমার সঙ্গে চালাকি চলবে না। বললে বিশ্বাস করবেন না। যখন আমি আফিসে গিয়ে ঢুকলাম, মনে হ'ল, ভূমিকম্প আরম্ভ হয়েছে। আফিসের চাপরাসী আরদালী থেকে আরম্ভ ক'রে বড়বাবুর দল পর্য্যন্ত সব কাঁপতে শুরু ক'রে দিলে।

এই কথা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি কাঁপিতে শুরু করিয়া দিল

আমার কথা অমান্য করে এমন সাহস কার? সকলেই আমার নামে কাঁপে। স্বয়ং মন্ত্রীমণ্ডল আমাকে ভয় ক'রে চলে। তাদের আর দোষ কি? আমাকে কে না জানে? আমি তাদের বলি, দেখ, আমাকে শেখাতে

এসো না। সব জায়গায় আমার যাতায়াত। গভর্নরের বাড়িতে হামেশাই আসা-যাওয়া করছি···কালই আমাকে ফিল্ড মার্শাল উপাধি দেবে···

পা হড়কিয়া মেঝেতে পতনোন্মুখ। সকলে সসম্ভ্রমে তুলিয়া ধরিল

ম্যাজিস্ট্রেট। [কাঁপিতে কাঁপিতে ভয়ে ভয়ে] ইওর···ইওর···ইওর···

অনঙ্গমোহন। [তাড়া দিয়া] কি হয়েছে?

ম্যাজিস্ট্রেট। [ভীত কম্পিত] ইওর···ইওর···ইওর···

অনঙ্গমোহন। [তাড়া দিয়া] কি মাথামুণ্ডু বকছেন?

ম্যাজিস্ট্রেট। ইওর···ইওর···সেন্সি···একটু শুলে ভাল হ'ত। পাশের ঘরেই আপনার বিশ্রাম করবার জায়গা প্রস্তুত।

অনঙ্গমোহন। মন্দ কি! শুলে মন্দ হ'ত না। আপনি আজ খুব খাইয়েছেন। আপনাদের উপর আমি খুব খুশি হয়েছি। মাছটার কি নাম যেন?

দাতব্য-কর্ত্তা। বাঁশপাতা।

অনঙ্গমোহন। [নাটকীয় ভঙ্গীতে] বাঁশপাতা! বাঁশপাতা! [পুনরায় পতনোন্মুখ; সকলে তাহাকে ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেল]

বনমালার প্রস্থান

বনরাম। ঘনরাম, এতদিনে একটা মানুষ দেখলাম বটে! মানুষের মত মানুষ। এতবড় লোকের সামনে জীবনে আমি পড়ি নি। উনি কি?

ঘনরাম। আমার তো বিশ্বাস, জেনারেল হবেন।

বনরাম। কি যে বলছ? জেনারেল ওঁকে দেখলে টুপি খুলে সেলাম করবে। শুনলে তো, মন্ত্রীরা ওঁর ভয়ে কি রকম জড়োসড়ো! চল, শিগগির গিয়ে জজ সাহেবকে সব বলা যাক।

উভয়ের প্রস্থান

দাতব্য-কর্ত্তা। [হেডমাস্টারের প্রতি] আমার বিষম ভয় করছে, কাঁপছি, কিন্তু কেন, নিশ্চয় বুঝতে পারছি না। দেখুন, আমরা আফিসের পোশাক প'রে

আসি নি। উনি জেগে উঠে, তখন নেশা ছুটে যাবে, যদি কলকাতায় রিপোর্ট পাঠান, তখন কি হবে?

হেডমাস্টার। চলুন, যাওয়া যাক।

দুইজনের প্রস্থান

রমলা। কি চমৎকার লোক!

কমলা। সত্যি, এমন লোক আমার চোখে পড়ে নি।

রমলা। কি কাল্‌চার! কাল্‌চারড মানুষ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আচার, ব্যবহার, পোশাক, চেহারা সবতাতেই কাল্‌চারের ছাপ-মারা। এমনি ধারা অল্প বয়সের লোক আমার খুব পছন্দসই। আমার সমস্ত মন উতলা হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, তুই লক্ষ্য করিস নি, আমার দিকে উনি ঘন ঘন তাকাচ্ছিলেন?

কমলা। কি যে বলছ দিদি! উনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন।

রমলা। কি যে বলিস! কথা বলছিলেন বটে তোদের সঙ্গে, কিন্তু চোখ ছিল আমার দিকে।

কমলা। কখখনো না।

রমলা। ফের তর্ক! ওইজন্যেই তো তুমি মার কাছে বকুনি খাও। তোমার দিকে তাকাবার আছে কি শুনি?

কমলা। যখন সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, তখন দেখ নি—এমনই ক'রে দু-তিন বার আমার দিকে তাকালেন। [দেখাইয়া দিল] আর সেই কন্‌সালের সঙ্গে তাস খেলবার সময়ে—মনে পড়ে না?

রমলা। আচ্ছা, না হয় তাই হ'ল। কিন্তু সে চাহনিতে কোন অর্থ ছিল না।

ম্যাজিস্ট্রেটের ধীরে প্রবেশ। অন্য দিক দিয়া বনমালার প্রবেশ

ম্যাজিস্ট্রেট। চুপ চুপ।

বনমালা। কি হয়েছে?

ম্যাজিস্ট্রেট। মদের মাত্রা কিছু বেশি হয়ে গিয়েছিল। যা বললেন তার যদি সিকিও সত্যি হয়! হুঁ হুঁ বাবা, পেটের কথা টেনে বের করতে মদের মত আর কিছু নেই। একবার নেশা মাথায় গিয়ে চড়লে মনের কথা উপচে মুখে চ'লে আসে···মন্ত্রীদের সঙ্গে তাস খেলে; গভর্মেণ্ট হাউসে নিত্য যাতায়াত। যতই চিন্তা করছি, ততই মাথা বেশি ক'রে ঘুরছে—মনে হচ্ছে, যেন গভীর খাদের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছি, কিংবা ফাঁসি দেবার জন্যে আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বনমালা। আমার তো আদৌ ভয় করে নি। আমি ওঁর পদমর্য্যাদার কেয়ার করি নে। আমি ওঁর মধ্যে কি দেখলাম জান তো—শিক্ষা এবং সংস্কৃতির প্রতিমূর্ত্তি, আদর্শ।

ম্যাজিস্ট্রেট। এই মেয়েদের নিয়ে কিছুতেই পারা গেল না। ওরা কখন যে কি ক'রে বসবে, তা জানতে পারা যায় না। ওদের আর কি? স্বামীদের সর্ব্বনাশ! তুমি এমন ভাবে ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলে, যেন উনি ঘনরামবাবু কি বনরামবাবু।

বনমালা। আমি তুমি হ'লে কিছুমাত্র চিন্তা করতাম না। আমরাও মানুষ সম্বন্ধে কিছু কিছু জানি।

ম্যাজিস্ট্রেট। [স্বগত] মিছি মিছি ব'কে কি লাভ? কি বিপদেই পড়েছি, এখন উদ্ধার পেলে বাঁচি। [দরজা খুলিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া] ঝগড়ু, চন্দন সিং আর ডুলবাজ খাঁকে ডেকে দাও—ওরা ওখানেই আছে। [কিছুক্ষণ পরে] কালে কালে কত কি যে দেখব! হ্যাঁ, গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর একটা দর্শনধারী লোক হবে—এই তো সবাই আশা করে। ইয়া গোঁফ, ঝলমল করছে সোনালী ইউনিফর্ম, বুক-ভরা মেডেল! এই রকম ছোকরাকে আশা করেছিল কে? ইউনিফর্ম পরলে একটা ইঁদুরকেও মানুষের মত দেখায়। হ্যাঁ, ইউনিফর্মের ওই এক মস্ত গুণ। কিন্তু লোকটার মধ্যে কি যেন আছে, বিনা ইউনিফর্মেই যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছে! ভগবানের কৃপায়

শেষ পর্য্যন্ত ফাঁদে পা দিয়েছে অনেক গুপ্ত তথ্য ফাঁস ক'রে ফেলেছে। নেহাত ছোকরা কিনা!

মুকুন্দর প্রবেশ। সকলে দৌড়িয়া তাহার কাছে গেল

বনমালা। এস বাপু, এস।

ম্যাজিস্ট্রেট। উনি কি ঘুমোচ্ছেন?

মুকুন্দ। না, হাই তুলছেন আর এপাশ ওপাশ করছেন—এইমাত্র জাগলেন।

বনমালা। তোমার নামটি কি বাপু?

মুকুন্দ। মুকুন্দ, মা-ঠাকরুণ।

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমাকে ভাল ক'রে খেতে দিয়েছে তো?

মুকুন্দ। হ্যাঁ হুজুর, খুব খাওয়া হয়েছে।

বনমালা। তোমার মনিবের সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয় অনেক রাজা-মহারাজা আসেন?

মুকুন্দ। ঠিক ধরেছেন মা-ঠাকরুণ। রাজার নীচের ধাপের কোন লোকের মনিবের সঙ্গে দেখা করবার হুকুম নেই।

কমলা। মুকুন্দ, তোমার মনিব বড় সুপুরুষ।

বনমালা। আচ্ছা মুকুন্দ, তোমার মনিব কিসে খুশি হন?

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমাদের বাজে কথা রাখ। আচ্ছা বাপু, তোমার মনিব—

বনমালা। কি চাকরি করেন?

ম্যাজিস্ট্রেট। আবার সব বাজে কথা। কাজের কথা কইতেই দেবে না। আচ্ছা বাপু, তোমার মনিব খুব কড়া? দোষ ধরতে কি ভালবাসেন?

মুকুন্দ। কাজকর্ম্ম ঠিকমত হ'লে তবে তিনি খুশি হন।

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমার চেহারাটি বেশ বাপু। তোমাকে ভাল লোক ব'লেই মনে হচ্ছে। আচ্ছা, বল তো—

বনমালা। তোমার মনিব বাড়িতে কি রকম পোশাক পরেন?

ম্যাজিস্ট্রেট। আঃ, চুপ কর না। আমার পক্ষে এ যে জীবন-মরণের সমস্যা। [মুকুন্দকে] শীতের দিনে খাওয়া-দাওয়া একটু ভাল হওয়া দরকার। এই নাও, দুটো টাকা রাখ।

মুকুন্দ। [টাকা লইয়া] ভগবান আপনার ভাল করুন হুজুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। কিছু না, কিছু না। আচ্ছা বাপু, বল তো—

কমলা। আচ্ছা মুকুন্দ, তোমার মনিব কি রকম চোখ পছন্দ করেন ?

বিমলা। মুকুন্দ, তোমার মনিবের নাকটি কি সুন্দর !

ম্যাজিস্ট্রেট। আঃ তোমরা একটু চুপ কর না। [মুকুন্দকে] আচ্ছা বাপু, দেশভ্রমণের সময় তোমার মনিব সবচেয়ে কি বেশি পছন্দ করেন ?

মুকুন্দ। সে কি সব সময়ে বলা যায় হুজুর ! যখন তাঁর যে রকম মেজাজ থাকে, সেই রকম।

ম্যাজিস্ট্রেট। খুব মেজাজী লোক, নয় ?

মুকুন্দ। খু-ব, হুজুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ ! তবু কি শুনি ?

মুকুন্দ। ভাল খাওয়া-দাওয়া। ভাল বাড়িতে থাকা।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি বললে, ভাল খাওয়া-দাওয়া ?

মুকুন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর। আমি তো সামান্য চাকর মাত্র, কিন্তু আমার খাওয়া-দাওয়ার দিকেও মনিবের খুব নজর। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন— মুকুন্দ, কি রকম খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। ভাল নয় ? আচ্ছা, বাড়ি পৌছুলে মনে করিয়ে দিও। তবে আমি ওসব কথায় বড় কান দিই নে হুজুর, আমি গরিব লোক—যা পাই তাই যথেষ্ট।

ম্যাজিস্ট্রেট। কখখনও যথেষ্ট নয়। নাও নাও, আরও কিছু নাও। বাজার থেকে কিছু কিনে খেও। [টাকা দিল]

মুকুন্দ। হুজুরের বাড-বাড়ন্ত হোক।

বনমালা। এস বাপু, আমার কাছে এস, আমিও কিছু দেব এখন।

কমলা। [মুকুন্দকে, নীচু স্বরে] মুকুন্দ, তোমার মনিবকে ব'লে দিও। ওর [রমলাকে দেখাইয়া] রঙ পাউডার ঘ'ষে ফর্সা করা—আসলে কালো।

এমন সময়ে পাশের ঘর হইতে অনঙ্গমোহনের কাশির শব্দ শ্রুত হইল

ম্যাজিস্ট্রেট। চুপ চুপ। আর যাই কর, গোলমাল ক'রো না। বরঞ্চ তোমরা এখন ভেতরে যাও, সেখানে গিয়ে যা হয় করগে।

কমলা। সেই ভাল দিদি, ভেতরে গিয়ে আমরা কথা বলিগে। এমন অনেক কথা আমার বলবার আছে, যা লোকের সামনে বলবার নয়।

রমলা। চল, তাই ভাল।

উভয়ের প্রস্থান

ম্যাজিস্ট্রেট। [বনমালাকে] তুমি যাও না।

বনমালা। কি আপদ! আচ্ছা বাপু, তুমি আমার সঙ্গে এস।

মুকুন্দকে লইয়া বনমালার প্রস্থান

ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবান কেবল যদি মেয়েদের বোবা আর পুরুষদের কালা ক'রে দিতেন!

চন্দন সিং ও দুলবাজ খাঁর প্রবেশ

ম্যাজিস্ট্রেট। অত জোরে পায়ের শব্দ ক'রো না। যেন পাঁচমণি হাতুড়ি পড়ছে! কোথায় ছিলে সব এতক্ষণ?

দুলাবজ খাঁ। হুজুরের হুকুম মাফিক—

ম্যাজিস্ট্রেট। চুপ চুপ। [মুখে আঙুল দিয়া] ঢাকের আওয়াজের মত গলার স্বর! [তাহাকে অনুসরণ করিয়া] হুজুরের হুকুম মাফিক—মাথা আর মুণ্ডু! শোন, সদর-দরজায় খাড়া থাকবে—এক মিনিটের জন্যেও সরবে না। সাবধান, কাউকে ভেতরে আসতে দেবে না—বিশেষ ক'রে দোকানদারদের। কেউ যদি ভেতরে ঢুকে পড়ে, তবে···তবে···বুঝতেই

পারছ—। আর দেখ, দরখাস্ত নিয়ে, এমন কি না নিয়েও, মানে চেহারা দেখে যদি মনে হয় এর পকেটে দরখাস্ত আছে, কিংবা দরখাস্ত করবার ইচ্ছাও মনে আছে, তাকে ঘাড় ধ'রে—[লাথি দেখাইয়া] আচ্ছা ক'রে··· বুঝলে কিনা! চুপ চুপ।

পা টিপিয়া দুইজনকে অনুসরণ করিয়া প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো

জজ, দাতব্য-কর্ত্তা, পোষ্টমাষ্টার, হেডমাষ্টার। প্রত্যেকেই দরবারের পোশাকে উপস্থিত।
ঘনরামবাবু ও বনরামবাবুর সসম্ভ্রমে প্রবেশ। মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা চলিতেছে

জজ। [সকলকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে দাঁড় করাইতে করাইতে] তাড়াতাড়ি করুন। সকলে গোল হয়ে দাঁড়ান। কথাবার্ত্তা হাসিঠাট্টা একদম চলবে না। মনে রাখবেন, যে-সে লোক নয়, প্রত্যেক দিন গভর্মেণ্ট হাউসে যায়; মন্ত্রীমণ্ডল ভয়ে কাঁপে। ঘনরামবাবু, আপনি ওই মাথায় দাঁড়ান; বনরামবাবু, আপনি এই দিকে।

দাতব্য-কর্ত্তা। আপনি যাই বলুন মিঃ সিন্‌হা, আমাদের কিছু করা দরকার।

জজ। কি করতে হবে?

দাতব্য-কর্ত্তা। সে তো আমরা সবাই জানি।

জজ। কিছু কিছু হাতে গুঁজে দেওয়া। এই তো?

দাতব্য-কর্ত্তা। তা হ'লে তো বুঝতেই পেরেছেন।

জজ। কিন্তু এতে বিপদ আছে। এতবড় লোক। হয়তো এই নিয়ে এক মহা গণ্ডগোল বাধাতে পারে। এক কাজ করলে হয়, এখানকার অধিবাসীদের নামে চাঁদা ব'লে যদি কিছু দেওয়া যায়—কোন একটা উপলক্ষ্য ক'রে—

পোষ্টমাস্টার। কিংবা আর এক কাজ করলে হয়। এখানকার ডাকঘরে যেসব টাকা বে-ওয়ারিশ প'ড়ে আছে, তাই যদি দেওয়া যায়—

দাতব্য-কর্ত্তা। ও রকম করলে আপনাকে এখনই হয়তো অন্য কোন জায়গায় বদলি ক'রে পাঠিয়ে দেবেন। আমার কথা শুনুন। সভ্য-সমাজে এসব ব্যাপার ও রকম ক'রে হয় না। এখানে তো আমরা অনেক কজন আছি, আমাদের উচিত, প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে, মানে গোপনে কথাবার্ত্তা বলতে বলতে···এমন ভাবে···যেন আর কেউ কিছু না জানতে পারে। সভ্য-সমাজে এসব কাজ এমনই ক'রেই হয়। জজ সাহেব আপনি শুরু করবেন।

জজ। না না, আপনি শুরু করবেন। আপনার বাড়িতে উনি আতিথ্য-গ্রহণ করেছিলেন।

দাতব্য-কর্ত্তা। তা হ'লে হেডমাস্টার মশায়ের আরম্ভ করা উচিত, উনি এখানকার শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতীক।

হেডমাস্টার। না মশায়, আমি পারব না। আমার বিপদ কি জানেন, চাকরি-জগতে আমার এক ধাপও উপরে আছে এমন কোন লোকের সম্মুখে উপস্থিত হ'লে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চায় না। আমাকে ছেড়ে দিন আপনারা।

দাতব্য-কর্ত্তা। সত্যি। মিঃ সিন্‌হা, আপনাকেই আরম্ভ করতে হবে। আপনি মুখ খুললেই বেদব্যাস কথা বলতে শুরু করবেন।

জজ। বেদব্যাসই বটে! তবু যদি তিনি 'রেস' ও কুকুরের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতেন।

সকলে। শুধু 'রেস' ও কুকুর কেন, ইচ্ছে করলে আপনি বেদান্ত নিয়েও আলোচনা করতে পারেন। দোহাই মিঃ সিন্‌হা, এ যাত্রা আমাদের রক্ষা করুন দোহাই আপনার।

জ। ছাড়ুন, ছাড়ুন।

মন সময়ে পাশের ঘরে অনঙ্গমোহনের কাশির শব্দ শোনা গেল। শব্দ শুনিবামাত্র কলে পড়ি কি মরি করিয়া বিপরীত দ্বার দিয়া প্রস্থানোদ্যত—প্রত্যেকে আগে পালাইতে চায়, ফলে অনেকেই আঘাত পাইল

নরামের স্বর। ঘনরামবাবু, আপনি আমার পা মাড়িয়ে দিয়েছেন!

াতব্য-কর্ত্তার স্বর। আপনারা সবাই আমার ঘাড়ের উপরে প'ড়ে চেপ্টা ক'রে দিয়েছেন। ইস্!

নেকের কাতরোক্তি। সকলে বাহির হইয়া গেলে পরে সদ্য-নিদ্রোত্থিত অনঙ্গমোহনের প্রবেশ

নঙ্গমোহন। ওঃ, খুব ঘুমোনো গিয়েছে। কি নরম বিছানা! খুব কড়া রকম খেতে দিয়েছিল। খুব নেশা হয়েছিল। এখনও মাথাটা পরিষ্কার হয় নি। এখানে কিছুদিন বেশ আরামে থাকা যাবে, মনে হচ্ছে। লোকে তোয়াজ করলে আমার বেশ ভাল লাগে।···ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে তুটিও মন্দ নয়; তার স্ত্রীরও বয়স যায় নি এখনও···মোটের উপরে এখানে মন্দ লাগছে না।

জজ সাহেবের প্রবেশ

জ। [দণ্ডায়মান; স্বগত] ভগবান, এই বিপদ থেকে রক্ষা কর। পা তুটো কাঁপছে। [প্রকাশ্যে] সার্, আপনার কাছে নিজের পরিচয় দিতে এসেছি, আমি এখানকার জেলা-জজ।

নঙ্গমোহন। আপনিই তা হ'লে এখানকার জজ?

জ। গত দশ বছর থেকে আমি এখানে আছি।

নঙ্গমোহন। জজের কাজ লাভজনক, কি বলেন?

জ। লাভজনক আর কি ক'রে বলি! ন বছর পরে কেবল 'রায় বাহাতুর'

হয়েছি। [স্বগত] টাকাটা মুঠোর মধ্যে, কিন্তু মনে হচ্ছে, যেন ত:
অঙ্গার চেপে রেখেছি। ভগবান!

অনঙ্গমোহন। তবু তো রায়সাহেবের চেয়ে উঁচুতে!

জজ। [হাতের মুঠা অগ্রসর করিয়া। স্বগত] দয়াময়! এ কি বিপদে ফেললে
এ কোথায় আনলে? মনে হচ্ছে, যেন জ্বলন্ত উনুনের উপরে ব'সে আছি

অনঙ্গমোহন। আপনার মুঠোর মধ্যে কি?

জজ। [ভয় পাইয়া নোটগুলি মেঝের উপরে ফেলিয়া দিল] আজ্ঞে, কিছু না

অনঙ্গমোহন। কিছু না কেমন? অনেকগুলো নোট প'ড়ে রয়েছে দেখছি।

জজ। [কাঁপিতে কাঁপিতে] নোট! কই না! [স্বগত] ভগবান, এইবা:
জজের চেয়ার ছেড়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হ'ল দেখছি।

অনঙ্গমোহন। [নোটগুলি কুড়াইয়া লইয়া] না, কেমন? এই তো টাক
দেখছি।

জজ। [স্বগত] সব শেষ হ'ল।

অনঙ্গমোহন। এই টাকাগুলো আমাকে ধার দিলে কি আপনার অসুবি
হবে?

জজ। [তাড়াতাড়ি] নিশ্চয়ই নয়।...আনন্দের সঙ্গে। [স্বগত] সাহস দা
প্রভু, সাহস দাও। করুণাময়ী, তুমিই ভরসা।

অনঙ্গমোহন। পথে আমার সব চুরি হয়ে গিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি
বাড়ি পৌছনো মাত্র আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

জজ। আপনি ব্যস্ত হবেন না। এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। উচ্চত
অফিসারের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন...স্টেটের কল্যাণ-কামনা...[চেয়ার হইতে
উঠিয়া সসম্ভ্রমে] আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। আমার প্রতি
কোন আদেশ আছে কি?

অনঙ্গমোহন। কিসের আদেশ?

জজ। জেলা-আদালতের বিষয়ে।

অনঙ্গমোহন। না, এখন আমার কিছু বক্তব্য নেই। ধন্যবাদ।

জজ। [নত হইয়া অভিবাদন ; স্বগত] এবার আমরা জেলার সত্যিই মালিক হলাম।

প্রস্থান

অনঙ্গমোহন। জজ লোকটি মন্দ নয়।

পোষ্টমাষ্টারের সসম্ভ্রমে প্রবেশ

পোস্টমাস্টার। সার্, আমি এখানকার পোস্টমাস্টার—রায় সাহেব।

অনঙ্গমোহন। আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমি লোকের সঙ্গ খুব ভালবাসি। বসুন। আপনি তো এখানেই থাকেন?

পোস্টমাস্টার। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অনঙ্গমোহন। এ শহরটি আমার বেশ লাগছে। যদিও খুব বড় জায়গা নয়, কিন্তু তাতে কি আসে যায়!

পোস্টমাস্টার। তা তো বটেই।

অনঙ্গমোহন। কলকাতাতেই কেবল সমকক্ষ লোক পাওয়া যায়—এসব জায়গায় তো কেবল পাড়াগেঁয়ে ভূতের বাস।

পোস্টমাস্টার। যা বলেছেন সার্। [স্বগত] লোকটি নিরহঙ্কার—সব কথাই খুলে জিজ্ঞাসা করেন।

অনঙ্গমোহন। যাই বলুন, এসব ছোট শহরে আমোদ-প্রমোদের তেমন ব্যবস্থা নেই। কি বলেন?

পোস্টমাস্টার। সে কথা ঠিক।

অনঙ্গমোহন। লোকে কি চায়? আরাম পাবে এবং সম্মানিত হবে, এই তো?

পোস্টমাস্টার। খাঁটি কথা, সার্।

অনঙ্গমোহন। আমার সঙ্গে আপনার মত মিলে যাচ্ছে দেখে বেশ খুশি হলাম।

লোকে আমাকে অদ্ভুত মনে করে। কিন্তু আসলে আমি খুব সরল-প্রকৃতির লোক। [স্বগত] এর কাছে কিছু টাকা চাইলে কি রকম হয়? [প্রকাশ্যে] দেখুন, পথে আমার সমস্ত চুরি হয়ে গিয়েছে। আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারেন কি?

পোস্টমাস্টার। নিশ্চয়ই। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে? আপনার এই সামান্য কাজ করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করছি।

অনঙ্গমোহন। অশেষ ধন্যবাদ। অল্প টাকা হাতে ক'রে পথ চলা আমি অন্যায় মনে করি। আপনার কি মনে হয়?

পোস্টমাস্টার। অত্যন্ত অন্যায়। [উঠিয়া] আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না। পোস্ট-অফিসের বিষয়ে কোন আদেশ আছে কি?

অনঙ্গমোহন। না।

অভিবাদন করিয়া পোষ্টমাষ্টারের প্রস্থান

অনঙ্গমোহন। পোস্টমাস্টার লোকটি বেশ। পরোপকারী লোক আমি পছন্দ করি। [একটি চুরুট ধরাইল]

হেডমাষ্টারের প্রবেশ। প্রবেশ না বলাই উচিত। কারণ পিছন হইতে তাহাকে প্রায় ধাক্কা মারিয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হইল। অন্তরাল হইতে শ্রুত হইল—ভয় কিসের? যান না।

হেডমাস্টার। [কাঁপিতে কাঁপিতে অভিবাদন] হুজুর, আমি এখানকার হাইস্কুলের হেডমাস্টার। এম. এ., বি. টি.; স্পোকন্ ইংলিশে ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক; সাতখানা নোট-বুকের অথার।

অনঙ্গমোহন। বেশ বেশ, খুশি হলাম। বসুন। একটা চুরুট ধরান। [চুরুট দিল]

হেডমাস্টার। আজ্ঞে! চুরুট! চুরুট তো কখনও...মানে আজ্ঞে, পান, চা, চুরুট, সিগারেট আমাদের অস্পৃশ্য। আমরা জাতিগঠন-কার্য্যে নিযুক্ত কিনা!

অনঙ্গমোহন। তা হোক না। একটা চুরুট খেলে কোন ক্ষতি হবে না। এ চুরুটটা মন্দ নয়—অবশ্য কলকাতার মত এখানে কোথায় পাওয়া যাবে? আমি সেখানে যে চুরুট খাই, তার একশোর দাম পঁচিশ টাকা। একটা খেলে সারাদিন গায়ে সুগন্ধ থাকে। এই নিন।

হেডমাষ্টার দেশলাই জ্বালাইয়া চুরুট ধরাইতে চেষ্টা করিল। অন্তত দশটা কাঠি নষ্ট হইল, কিন্তু চুরুট জ্বলিল না। অবশেষে কম্পিত হাত হইতে চুরুট মাটিতে পড়িয়া গেল।

হেডমাস্টার। [স্বগত] চুরুটও গেল। আমার সুনামও গেল।

অনঙ্গমোহন। চুরুটে সত্যিই আপনি অভ্যস্ত নন দেখছি। চুরুট আমার বড় প্রিয়। চুরুট আর রমণী, এ দুটি বিষয়ে আজও আমি সংযমে অভ্যস্ত হলাম না। আচ্ছা, কোন্ রকম রমণী আপনার প্রিয়? তন্বী, না স্থূলা?

হেডমাষ্টার তো অবাক্। কি উত্তর সে দিবে?

বলুন না! তন্বী, না স্থূলা?

হেডমাস্টার। আজ্ঞে, এসব বিষয়ে কি আমাদের মতামত থাকা উচিত? আমরা যে শিক্ষা-বিভাগের লোক।

অনঙ্গমোহন। এটা কি শিক্ষার অঙ্গ নয়? বলুন না, কোন্ রকম আপনি পছন্দ করেন? অবশ্য স্থূলা বলতে আমি মোটা বলছি না, মানে দোহারা চেহারা। কি বলছি, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন? আর তন্বী যে কি বস্তু, তা বোধ করি শিক্ষা-বিভাগের লোকও বিনা ব্যাখ্যায় বুঝতে পারে। কি বলেন?

হেডমাস্টার। এসব জটিল বিষয়ে—[স্বগত] দূর ছাই, কি যে মাথা-মুণ্ডু বকছি!

অনঙ্গমোহন। [খোঁচা মারিয়া] যাক, আপনি না বললেও আমি বেশ বুঝতে পারছি, কোন তন্বী আপনার মনোহরণ করেছে। আপনার পছন্দ আছে, মাইরি। আমারও ঠিক ওই রকমটি পছন্দ।

হেডমাষ্টার নীরব

অনঙ্গমোহন। ইস, আপনি যে লজ্জায় বেগুনী হয়ে উঠেছেন দেখছি। বলুন না, ক্ষতি কি ?

হেডমাস্টার। অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছি।

অনঙ্গমোহন। ভয় পেয়েছেন ? সত্যি, আমার চোখে মুখে এমন একটা কিছু আছে, যাতে লোকে ভয় পেয়ে যায়। আমি তো এ পর্য্যন্ত এমন একটাও মেয়ে দেখলাম না, যে শেষ পর্য্যন্ত আমার কাছে আত্মদান না ক'রে থাকতে পারল।

হেডমাস্টার। নিশ্চয় সার্।

অনঙ্গমোহন। দেখুন, পথে আমার সব চুরি হয়ে গিয়েছে। আমাকে তিনশো টাকা ধার দিলে কি আপনার অসুবিধা হবে ?

হেডমাস্টার। [পকেট হাতড়াইয়া] যদি না থাকে তো কি সর্ব্বনাশ হবে! না না, আছে। [কাঁপিতে কাঁপিতে টাকা প্রদান]

অনঙ্গমোহন। ধন্যবাদ।

হেডমাস্টার। [নত হইয়া অভিবাদন] আর বেশিক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করব না।

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, বিদায়।

হেডমাস্টার। [তীরবেগে প্রস্থান করিতে করিতে, স্বগত] বাঁচা গেল, বোধ হয় উনি আর ইস্কুল পরিদর্শন করতে যাবেন না।

প্রস্থান

দাতব্য-কর্ত্তার প্রবেশ ও অভিবাদন

দাতব্য-কর্ত্তা। সার্, আমি এখানকার দাতব্য-প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্ত্তা।

অনঙ্গমোহন। বড় খুশি হলাম। বসুন।

দাতব্য-কর্ত্তা। গতকাল আপনাকে দাতব্য-হাসপাতালে নিয়ে যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

অনঙ্গমোহন। খুব মনে আছে। কাল খুব খাইয়েছিলেন।

দাতব্য-কর্ত্তা। দেশের মঙ্গলের জন্যে সর্ব্বদাই আমি প্রাণপণ ক'রে থাকি।

অনঙ্গমোহন। সুখাদ্য আমার প্রিয়—ওই আমার একটা দুর্ব্বলতা। আচ্ছা, কাল আপনাকে আজকের চেয়ে যেন বেঁটে ব'লে মনে হয়েছিল। ব্যাপারটা কি, বলুন তো?

দাতব্য-কর্ত্তা। অসম্ভব নয় হুজুর। [একটু পরে] কর্ত্তব্য-পালনে কখনও আমি ত্রুটি করি না। [চেয়ার নিকটে টানিয়া লইয়া মৃদুস্বরে] এখানকার পোস্টমাস্টার কোন কাজ করে না। চিঠিপত্র সব দিনের পর দিন আটকে প'ড়ে থাকে। আপনার একবার ডাকঘর পরিদর্শন করা উচিত। আর এখানকার জজ, হুজুর, তার ব্যবহারের বিষয় আর কি বলব! আদালত-বাড়িতে কুকুর পুষতে শুরু করেছে। আর 'রেস' হচ্ছে গিয়ে তার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। যদিও সে আমার আত্মীয় এবং বন্ধু, তবু দেশের কথা মনে ক'রে এসব আপনাকে না বলা অন্যায় মনে করি। আর ঘনরাম-বাবু নামে একজন জমিদার এখানে আছে, তাকে আপনি দেখেছেন। যেমনই ঘনরামবাবু বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, অমনই জজ তার বাড়িতে ঢুকে তার স্ত্রীর সঙ্গে—কি আর বলব! একবার ঘনরামবাবুর ছেলে-গুলোর দিকে তাকালেই বুঝতে পারবেন—কেউ বাপের মত দেখতে হয় নি। এমন কি ছোট্ট মেয়েটার চেহারা পর্য্যন্ত জজের মত।

অনঙ্গমোহন। এতখানি আমি কখনও ভাবি নি।

দাতব্য-কর্ত্তা। আর হেডমাস্টারটি এক বিচিত্র জীব। গভর্মেণ্ট যে ওর উপরে কি ক'রে শিক্ষার ভার দিলে, তা ভেবে পাই না। লোকটা ঘোর বিপ্লবী—ছেলেদের এমন সব কথাবার্ত্তা শেখায়! আপনি যদি বলেন, তবে এসব অভিযোগ আমি লিখিত আকারে দিতে পারি।

অনঙ্গমোহন। বেশ তো, দেবেন। এ সব অভিযোগ পড়তে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। আপনার নামটা যেন কি?

দাতব্য-কর্ত্তা। সুরেশ্বর ঘটক।

অনঙ্গমোহন। ঠিক, মনে পড়েছে। আচ্ছা, ঘটক মশাই, আপনার সন্তানাদি কি?

দাতব্য-কর্ত্তা। পাঁচটি হুজুর। দুটি প্রায় সাবালক হয়ে উঠেছে।

অনঙ্গমোহন। প্রায় সাবালক! বলেন কি? নাম কি?

দাতব্য-কর্ত্তা। রামেশ্বর, বীরেশ্বর, সীতা, সাবিত্রী, আর ভানুমতী।

অনঙ্গমোহন। বাঃ, বেশ চমৎকার নাম!

দাতব্য-কর্ত্তা। আমি আর আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করতে চাই না।

অভিবাদন করিয়া প্রস্থানোদ্যত

অনঙ্গমোহন। বেশ মজার কথা সব আপনি শুনিয়েছেন। আচ্ছা, এর পরে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে। [দরজা খুলিয়া ডাকিল] শুনুন শুনুন, কি যেন আপনার নাম?

দাতব্য-কর্ত্তা। সুরেশ্বর ঘটক।

অনঙ্গমোহন। হ্যাঁ, সুরেশ্বরবাবু, আমার একটু উপকার করতে হবে। পথে আমার সব চুরি হয়ে গিয়েছে। আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারেন? শ চারেক হ'লেই চলবে।

দাতব্য-কর্ত্তা। এ তো আমার পক্ষে গৌরবের কথা। [টাকা দিল]

অনঙ্গমোহন। ধন্যবাদ!

দাতব্য-কর্ত্তার প্রস্থান

ঘনরামবাবু ও বনরামবাবুর প্রবেশ

বনরাম। হুজুর, আমি বনরাম সিদ্ধান্ত, এই জেলার একজন জমিদার, বড় রায় সাহেব।

ঘনরাম। আমি হুজুর ঘনরাম সিদ্ধান্ত, এই জেলার একজন জমিদার, ছোট রায় সাহেব।

নঙ্গমোহন। আপনাদের কালকে দেখেছি। আপনিই তো হঠাৎ প'ড়ে গিয়েছিলেন, নাকটা কেমন আছে ?

নরাম। আমার সামান্য নাকের জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না। বেশ আছি।

নঙ্গমোহন। বাঃ, বেশ। আচ্ছা, আপনাদের সঙ্গে কি টাকা আছে ?

নরাম। টাকা ? কেন ?

নঙ্গমোহন। হাজার টাকা আমার ধার চাই।

নরাম। অত টাকা তো নেই। ঘনরাম, তোমার কাছে আছে ?

নরাম। হুজুর, নগদ টাকা তো আমি সঙ্গে রাখি না। তমস্থকে সব লগ্নী করা হয়েছে।

নঙ্গমোহন। বেশ, হাজার না থাকে—একশো পেলেই চলবে।

নরাম। [পকেট হাতড়াইয়া] ঘনরাম, তোমার কাছে কত টাকা আছে ? আমার পকেটে তো দেখছি কেবল চল্লিশ টাকা।

নরাম। [পকেট হাতড়াইয়া] আমার কাছে মাত্র পঁচিশ টাকা।

নরাম। ভাল ক'রে দেখ। তোমার পকেটে আবার একটা ফুটো আছে। ফুটোর ভেতর দিয়ে জামার অস্তরের ভেতরে ঢুকে যেতে পারে।

নরাম। নাঃ, আর তো নেই।

নঙ্গমোহন। থাক্ থাক্, ওতেই হবে। পঁয়ষট্টি টাকাই বা মন্দ কি ! [টাকা গ্রহণ]

নরাম। হুজুরের কাছে আমার একটা দরবার আছে।

নঙ্গমোহন। কি বলুন ?

নরাম। আমার বড় ছেলেটি আমার বিবাহের পূর্ব্বেই জন্মেছে।

নঙ্গমোহন। তাই নাকি ?

নরাম। অবশ্য পরে আমি আইনত বিবাহ করেছি। কাজেই সে এখন আমার আইনসিদ্ধ সন্তান। কিন্তু ভবিষ্যতে এ নিয়ে কোন গণ্ডগোল উঠতে পারে, এই আমার দুশ্চিন্তা।

অনঙ্গমোহন। এর জন্যে আর দুশ্চিন্তা কি? আমি কলকাতায় ফিরে এ বিষয়ে একটা আইন পাস করিয়ে দেব।

ঘনরাম। হুজুরের কাছে আশ্বাস পেয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। ছেলেটি বড বুদ্ধিমান। ছেলেটি এই বয়সেই মুখে মুখে কবিতা তৈরি করতে পারে। কি বল বনরাম?

বনরাম। খুব লায়েক ছেলে হুজুর। এর মধ্যেই পাড়ার সবগুলো মেয়ের নাম মুখস্থ ক'রে ফেলেছে। এসব ছেলের জন্ম নিয়ে কেলেঙ্কারি, সে তো দেশেরই কলঙ্ক।

অনঙ্গমোহন। এজন্যে চিন্তা করবেন না, আমি সব ঠিক ক'রে দেব। আপনার কিছু প্রার্থনা নেই বনরামবাবু?

বনরাম। আমার সামান্য একটি অনুরোধ আছে।

অনঙ্গমোহন। কি অনুরোধ?

বনরাম। হুজুর যখন কলকাতায় ফিরবেন, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজা, মহারাজাদের সঙ্গে যখন দেখা হবে, তখন শুধু একবার বলবেন—আপনারা বোধ করি জানেন না, দিনাজশাহী শহরে বনরাম সিদ্ধান্ত, জমিদার, বড় রায় সাহেব ব'লে একজন বিখ্যাত লোক বাস করে।

অনঙ্গমোহন। মাত্র এই?

বনরাম। যখন গভর্নর সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে, তখনও একবার আমার নাম উল্লেখ করবেন।

অনঙ্গমোহন। বেশ, তা করব।

ঘনরাম, বনরাম। আর আমরা হুজুরকে বিরক্ত করতে চাই না।

উভয়ের প্রস্থান

অনঙ্গমোহন। [স্বগত] ব্যাপার কি? এখানকার জজ, ম্যাজিস্ট্রেট সবাই আমাকে, বোধ হচ্ছে, বড় একজন অফিসার ব'লে ধারণা করেছে। কাল বোধ হয় নেশার ঝোঁকে অনেক মস্ত মস্ত কথা ব'লে ফেলেছি। এরা যে

এমন গর্দ্দভ, তা কে জানত ? এক কাজ করলে বেশ হয়। সমস্ত ঘটনা কলকাতায় পরশুরামকে জানিয়ে একটা চিঠি লিখে দিই। লোকটা চমৎকার লেখে! এই ব্যাপার নিয়ে খুব জমিয়ে লিখতে পারবে। বাবা, তার কলম নয়, কুড়ুল। সাধে কি পরশুরাম নাম! মুকুন্দ, কাগজ কলম নিয়ে—। ["আনছি হুজুর"—মুকুন্দর স্বর] এখানকার অফিসারদের বুদ্ধি না থাক্, দয়ামায়া আছে। অনেক টাকা ধার দিয়েছে। দেখা যাক, কত হ'ল! জজের কাছ থেকে তিনশো। পোস্টমাস্টারের তিনশো। ছশো—সাতশো—আটশো—ইস্,—কি ময়লা নোট! বাপ! নশো। হাজারের বেশি দেখছি। এইবার একবার এই শহর থেকে বের হই তো, নৈহাটির সেই বেটা জোচ্চোরকে দেখে নেব।

মুকুন্দর কালি-কলম কাগজ লইয়া প্রবেশ

অনঙ্গমোহন। মুকুন্দ, ও ঘরে যে ছুঁড়ীটাকে দেখলাম, কে রে?

মুকুন্দ। মিছরি, এ বাড়ির ঝি।

অনঙ্গমোহন। মিছরি! বেশ মিষ্টি নাম তো!

মুকুন্দ। শুধু মিষ্টি নয়, হাত দিয়ে দেখো না, মিছরির ধারও আছে।

অনঙ্গমোহন। ধার না হ'লে আর তলোয়ারে সুখ কিসের? কেবল খেলাতে জানা চাই। এ ঘরে একবার পাঠিয়ে দে না।

মুকুন্দ। মণ্ডা, মেঠাই, সন্দেশ সবই খাবে। মিছরিটুকুও গরিব লোকের জন্যে রাখবে না?

অনঙ্গমোহন। [গম্ভীর স্বরে] মুকুন্দ, আমি তোমার মনিব। যা হুকুম করব, তখনই তামিল করবে। এখানকার লোকেরা আমাকে কি রকম খাতির করছে, দেখছ তো! এখন যাও। [লিখিতে শুরু করিল]

মুকুন্দ। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে, এখানকার লোকে তোমাকে এখনও খাতির ক'রে চলছে।

অনঙ্গমোহন। কেন কি হয়েছে ?

মুকুন্দ। কিছু হয় নি। কিন্তু হতে কতক্ষণ ? চল, এবার স'রে পড়া যাক।

অনঙ্গমোহন। কেন ? সরতে যাব কেন ? [লিখিতেছে]

মুকুন্দ। ভগবানকে বাদ দিয়ে এখানকার লোকদের ধন্যবাদ দাও যে, তোমার স্বরূপ এরা এখনও বুঝতে পারে নি। দুদিন খুব আরাম করেছ—এবার স'রে পড়। হঠাৎ আসল লোক যদি এসে পড়ে, তবেই বিপদে পড়বে বলছি। এখান থেকে রেল-স্টেশন ত্রিশ মাইল দূরে।

অনঙ্গমোহন। [লিখিতে লিখিতে] আজকের দিনটা থেকে নিই। কাল গেলেই চলবে।

মুকুন্দ। না না, আর দেরি নয়। এরা কোন্ এক বড় অফিসার ব'লে তোমাকে ভুল করেছে। আজ যদি যাও, খুব খাতির পাবে। কাল কি হবে, বলা যায় না। স্টেশন পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্যে চমৎকার ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা নিশ্চয় এরা ক'রে দেবে।

অনঙ্গমোহন। [লিখিতেছে] আচ্ছা, বেশ, তাই হবে। তার আগে এক কাজ কর। চিঠিখানা ডাকঘরে দিয়ে এস। আর ভাল ঘোড়ার যেন বন্দোবস্ত হয়। [লিখিতে লিখিতে] পরশুরাম এই চিঠি প'ড়ে না জানি কতই হাসবে !

মুকুন্দ। আমি এই চিঠি এ বাড়ির চাকরকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমাকে জিনিসপত্র গোছাতে হবে।

অনঙ্গমোহন। একটা বাতি নিয়ে এস তো। [লিখিতেছে]

মুকুন্দ নেপথ্যবর্ত্তী চাকরের প্রতি

মুকুন্দ। দেখ বাপু, একখানা চিঠি নিয়ে দৌড়ে ডাকঘরে যাও। পোস্ট-মাস্টারকে বলবে, এ আমার মনিবের চিঠি, খুব জরুরি, আজকের ডাকেই যাওয়া চাই। একটু দাঁড়াও, চিঠিখানা দিচ্ছি।

অনঙ্গমোহন। [লিখিতে লিখিতে] পরশুরাম এখন কোন্ ঠিকানায় আছে? সুকিয়া ষ্ট্রীট, না বকুলবাগান? যাকগে, বকুলবাগানের ঠিকানাতেই দিই।

মুকুন্দ বাতি লইয়া আসিল, অনঙ্গমোহন চিঠিতে গালামোহর করিল। এমন সময়ে জুলবাজ খাঁর কণ্ঠ শ্রুত হইল—"হঠ যাও, ভাগ যাও, যানে দেনেকো হুকুম নেহি হ্যায়"

অনঙ্গমোহন। [চিঠিখানা দিয়া] এই নাও।

দোকানদারদের কণ্ঠস্বর। আমাদের ঢুকতে দাও। কাজে এসেছি। দিতেই হবে ঢুকতে।

জুলবাজ খাঁর কণ্ঠস্বর। ভাগো, ভাগো! হুজুর নিদ যাতা হ্যায়।

বাহিরে গোলমাল বাড়িতে লাগিল

অনঙ্গমোহন। মুকুন্দ, দেখ তো ব্যাপার কি? এত গোলমাল কিসের?

মুকুন্দ। [জানালা দিয়া তাকাইয়া] একদল দোকানদার ঢুকতে চাচ্ছে, পুলিস ঢুকতে দিচ্ছে না। ওরা বোধ হয় হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়, হাতে ওদের দরখাস্ত ব'লেই মনে হচ্ছে।

অনঙ্গমোহন। [জানালায় গিয়া] ব্যাপার কি?

দোকানদারদের কণ্ঠস্বর। হুজুরের সঙ্গে আমরা ভেট করতে এসেছি। হুজুর আমাদের ঢোকবার হুকুম দিন।

অনঙ্গমোহন। মুকুন্দ, বল গিয়ে, ওদের ঢুকতে দিক। আমি ওদের কথা শুনতে চাই।

মুকুন্দর প্রস্থান

দোকানদারদের প্রবেশ। অনঙ্গমোহন একখানা দরখাস্ত লইয়া পড়িল

অনঙ্গমোহন। শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামান্য গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর মহোদয়ের প্রতি—বিনীত দোকানদার আবদুল্লা-

এমন সময়ে একজন এক ঝুড়ি মদের বোতল বিস্কুট কেক প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ করিল

অনঙ্গমোহন। এসব কি?

দোকানদারগণ। আমরা হুজুরের দয়াপ্রার্থী।

অনঙ্গমোহন। কি চাই তোমাদের?

দোকানদারগণ। হুজুর, আমাদের সর্ব্বনাশ করবেন না। আমাদের উপরে এখানে বড় অত্যাচার হয়।

অনঙ্গমোহন। অত্যাচার? কে করে?

একজন দোকানদার। এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুর, এমন ম্যাজিস্ট্রেট কেউ কখনও ভূভারতে দেখে নি। যেমন কথাবার্ত্তা, তেমনই কাজ। কি আর বলব হুজুর! সেদিন বাজারের মধ্যে আমার দাড়ি ধ'রে টান মারলে, বলে—দেড়েল! আমরা সর্ব্বদাই তার সম্মান রক্ষা ক'রে চলি। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট যখন, তখন মাঝে মাঝে তার মেয়ের জন্যে, মেমসাহেবের জন্যে জামার কাপড়টা শাড়িটা পাঠাতে হবে—এ আমরা সবাই জানি। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, এসব বিষয়ে আমাদের কখনও ত্রুটি হয় নি। কিন্তু হুজুর, ওর লোভের অন্ত নেই। সোজা দোকানে ঢুকে প'ড়ে বললে, বাঃ, বেশ সুন্দর ছিট তো! তখনই হুজুর সমস্ত থানখানা বাংলোয় পাঠিয়ে দিতে হবে, তাতে ত্রিশ গজই থাক, আর পঞ্চাশ গজই থাক।

অনঙ্গমোহন। লোকটা দেখছি বিষম পাজি!

অন্য একজন দোকানদার। কি আর বলব হুজুর, এমন ম্যাজিস্ট্রেট এ জেলায় কোনদিন আসে নি। তার ভয়ে দোকানের জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখতে হয়। একবার যদি শনির দৃষ্টি কোন জিনিসের উপরে পড়ে, তা সে নেবেই—পচা-গলা যেমনই হোক। আর বলব কি হুজুর, মাঘ মাসে একবার তার জন্মদিন ব'লে ভেট পাঠালাম, আবার শ্রাবণ মাস না আসতেই ব'লে পাঠায়, জন্মদিনের ভেট চাই। হুজুর, বছরে একটা জন্মদিনের ঠেলাই

আমরা সহ্য করতে পারি না, বারো মাসে বারো বার জন্মালে আমরা কি করি? ব্যবসা-বাণিজ্য চলে কেমন ক'রে? হুজুর নিজেই বিচার ক'রে দেখুন।

অনঙ্গমোহন। এ যে রীতিমত ডাকাতি!

অন্য একজন। ডাকাতি হুজুর, দিনে ডাকাতি। কোন জিনিস যদি না দিয়েছি, অমনই পুলিস এসে দোকানে তালাচাবি লাগিয়ে গেল। আবার শয়তানটা বলে কি জানেন হুজুর?—চাবুক মারা আইনবিরুদ্ধ। তাই আইনসম্মত কাজ ক'রে গেল দোকানে তালাচাবি লাগিয়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়। কাজেই জিনিসটি পাঠিয়ে দিতে হয়।

অনঙ্গমোহন। কি সর্ব্বনাশ! এমন লোককে আন্দামানে পাঠিয়ে দিতে হয়।

অন্য একজন। যেখানে খুশি পাঠান হুজুর, কেবল এখান থেকে দূরে যেন হয়। আমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করুন হুজুর, এই সামান্য ভেট নিন।

অনঙ্গমোহন। সর্ব্বনাশ! এমন কথা কল্পনাতেও এনো না। ঘুষ আমি কখনও নিই না। তবে যদি তোমরা আমাকে তিনশো টাকা ধার দিতে চাও, তবে সে আর এক কথা।

দোকানদারগণ। এ তো আমাদের সৌভাগ্য হুজুর, কিন্তু তিনশোতে কি হবে? পাঁচশো নিন। কেবল আমাদের কথা মনে রাখবেন হুজুর।

অনঙ্গমোহন। ঘুষ নেওয়া অন্যায়, ধার নেওয়াতে দোষ নেই। দাও।

দোকানদারগণ। [রূপার রেকাবিতে করিয়া টাকা দান] হুজুর, রেকাবিটা সুদ্ধ নিন।

অনঙ্গমোহন। তোমরা যখন অনুরোধ করছ, তাই নিলাম।

দোকানদারগণ। এই ঝুড়িটাও নিন হুজুর।

অনঙ্গমোহন। কি সর্ব্বনাশ! ঘুষ আমি নিই না।

মুকুন্দ। ওদের প্রতি দয়া ক'রে নিন হুজুর। পথে কাজে লাগবে। দাও দাও। [দোকানদারদের প্রতি] এটা কি? দড়ি? কাজে লাগবে।

অনঙ্গমোহন। নাও। নিজে হাতে নিলে ঘুষ হয়, চাকরের হাত দিয়ে নিলে সে দোষ নেই।

দোকানদারগণ। হুজুর, দয়া ক'রে আমাদের কথা মনে রাখবেন। আমরা শয়তানের সঙ্গে ঘর করছি। আমাদের বাঁচান।

অনঙ্গমোহন। নিশ্চয়। নিশ্চয়। তোমাদের কথা মনে থাকবে। এখন তোমরা যাও।

দোকানদারদের প্রস্থান

নীচে পুনরায় বিচারপ্রার্থী জনতার কোলাহল। জানালা দিয়া দু-চারখানা দরখাস্তের কাগজ দেখা যাইতেছে। দু-চারখানা নিক্ষিপ্ত হইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল

অনঙ্গমোহন। আবার কে? [জানালায় গিয়া] না না, এখন যাও। এখন আর দরখাস্ত নেব না। [ফিরিয়া আসিয়া] মুকুন্দ, ওদের এখন যেতে ব'লে দে।

মুকুন্দ। [জানালায় চীৎকার করিয়া] এখন সব যাও। হুজুর এখন গোসল করবেন। এখন গোলমাল করলে তাঁর মাথা ধ'রে যাবে। জলদি ভাগো।

এমন সময়ে ঘরের এক দিকের দরজা খুলিয়া গেল এবং মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা জীর্ণবস্ত্র শীর্ণকায় জনকয়েক লোককে দেখা গেল

মুকুন্দ। পালাও পালাও। নাঃ, এরা হুজুরের মাথা ধরিয়ে দিলে দেখছি।

জনতাকে ঠেলিয়া লইয়া সে বাহির হইয়া গেল। দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে বিপরীত দ্বার দিয়া রমলার প্রবেশ

রমলা। আপনি এখানে? আমি যাচ্ছি।

অনঙ্গমোহন। ভয় কিসের? বসুন না একটু।

রমলা। না না, ভয় পাই নি।

অনঙ্গমোহন। আপনি কাকে খুঁজছিলেন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

রমলা। আমি ভেবেছিলাম, মা এখানে আছেন।

অনঙ্গমোহন। মাকে খুঁজছিলেন? সত্যি, আর কাউকে নয়?

রমলা। আপনাকে আর বিরক্ত করব না—আপনি নিশ্চয় খুব ব্যস্ত রয়েছেন।

অনঙ্গমোহন। ব্যস্ত! মোটেই নয়। আর ব্যস্ত থাকলেই বা কি? আপনার সঙ্গর চেয়ে জরুরি কাজ আর কি হতে পারে? বিশ্বাস করুন, আপনি আসাতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি।

রমলা। আপনার কথা শুনে মনে হয়, আপনি যেন রঙ্গমঞ্চে কথা বলছেন।

অনঙ্গমোহন। রঙ্গমঞ্চে বইকি—যে-রঙ্গমঞ্চের আপনিই একমাত্র অভিনেত্রী। আদেশ করুন, আপনার বসবার জন্যে একখানা চৌকি এগিয়ে দিই। ধিক আমাকে, যাঁকে সিংহাসন এগিয়ে দেওয়া উচিত, তাঁকে আজ সামান্য একখানা কাঠের চৌকি দিতে হ'ল! [চৌকি দিল]

রমলা। আমার এখন যাওয়াই উচিত। [বসিয়া পড়িল]

অনঙ্গমোহন। আপনার গলার পলার মালাটি কি চমৎকার!

রমলা। আমরা পাড়াগেঁয়ে, তাই ঠাট্টা করছেন।

অনঙ্গমোহন। আহা, আমি যদি ওই গলার মালাটি হতাম! বিচ্ছেদহীন আলিঙ্গনে ওই গলাটি ঘিরে থাকতে পারতাম।

রমলা। আপনি কি যে বলছেন, আমি বুঝতে পারছি না! আজকের দিনটি বেশ সুন্দর!

অনঙ্গমোহন। তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর আপনার ওই দুটি চোখ।

রমলা। আপনি বেশ কথা বলতে পারেন। আমার অ্যাল্‌বামে একটা ছোট কবিতা লিখে দিন না।

অনঙ্গমোহন। আপনার আদেশে আমি সব করতে পারি, কবিতা লেখা তো সামান্য কাজ। কি রকম কবিতা আপনার পছন্দ?

রমলা। কবিতার আবার রকম আছে নাকি?

অনঙ্গমোহন। আছে বই কি! কবিতা দুই শ্রেণীর, গোপাল আর রাখাল।

রমলা। সে আবার কি?

অনঙ্গমোহন। দ্বিতীয় ভাগের গোপাল আর রাখালের গল্প পড়েন নি? গোপাল সুবোধ, রাখাল নির্ব্বোধ। গোপাল শ্রেণীর কবিতা প'ড়ে বোঝা যায়, রাখাল শ্রেণীর কবিতা প'ড়ে বুঝতে পারা যায় না।

রমলা। কি যে বলছেন! বোঝা যায় না এমন কবিতাও আছে নাকি? ও রকম জিনিস লোকে লেখেই বা কেন? আর বোঝেই কি ক'রে?

অনঙ্গমোহন। লেখক আর পাঠক চুক্তিবদ্ধ। লেখক বোঝাতে চায় না, পাঠকও বুঝতে চায় না। পরস্পরকে তারা বেশ চেনে, কাজেই কোন দিক থেকে প্রশ্ন ওঠে না।

রমলা। থাক্। আপনি একটা গোপালী কবিতাই লিখে দিন।

অনঙ্গমোহন। হায়! কলকাতার মেয়ে হ'লে বলত, রাখালী কবিতা চাই।

রমলা। এটা কি আধুনিক ফ্যাশান নাকি?

অনঙ্গমোহন। ঠিক ধরেছেন, আপনার এই ব্লাউসটির মত।

রমলা। তবে একটা রাখালী কবিতাই লিখুন।

অনঙ্গমোহন। ব্র্যাভোঃ! এই তো চাই। আপনি যে শুধু সুন্দরীতমা তা নয়, আপনি আধুনিকতমাও বটেন!

অ্যাল্‌বাম লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে আবৃত্তি করিয়া শুনাইতেছে

অনঙ্গমোহন। ময়ূরের পুচ্ছ আর ফিঙের ডানাটি
লাল মৃত্যু ছুটে আসে হাতে নিয়ে লাঠি
নৈরাজ্যের, নৈষ্কর্ম্ম্যের, নৈর্ব্যক্তের ভাব
'পর্ব্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'
'এট্‌ টু ব্রুট্‌'! 'রসো বৈ সঃ' 'হ্রীং ক্রীং ক্লীং'!

এ রকম আমি ঘণ্টায় তিনশো ষাটটা লাইন লিখে যেতে পারি। কিন্তু সে সব থাকুক। কবিতার চেয়ে আরও মূল্যবান বস্তু আমার কাছে আছে, তাই আপনাকে দেব—সে আমার প্রেম। [নিজের চেয়ার রমলার নিকটে টানিয়া] আপনার ওই চোখের—

রমলা। আপনার কবিতার চেয়ে আপনার কথার মানে বেশি রাখালী।

অনঙ্গমোহন। রাখালী তো বটেই। আমি বৃন্দাবনের সেই রাখাল, আর আপনি রাধিকা। আপনাকে আমি ভালবাসি।

রমলা। ভালবাসা? সে আবার কি? [চেয়ার দূরে সরাইয়া]

অনঙ্গমোহন। চৌকি সরিয়ে নেন কেন? কাছাকাছি তো বেশ ছিলাম। [চৌকি নিকটতর করণ]

রমলা। [চৌকি দূরে সরাইয়া] কাছাকাছি কেন? দূরেই তো বেশ।

অনঙ্গমোহন। ভালবাসা যে কাছের ধর্ম্ম! [চৌকি নিকটতর করণ] দূরে কেন? কাছাকাছিতে কি মাধুর্য্য!

রমলা। [দূরে সরাইয়া] কিন্তু কেন বলুন তো?

অনঙ্গমোহন। [নিকটতর করণ] আপনি ভাবছেন, আমরা কাছাকাছি আছি? ভুল ভুল, রমলা দেবী, সব ভুল। আমরা দূরে—দূরে, লক্ষ যোজন দূরে। আমাদের মধ্যে ব্যর্থতায় ভরা বিচ্ছেদের অনন্ত আকাশ বিরাজমান। আহা, যদি ওই তনুলতাটি এই বাহুবন্ধে—

রমলা। [জানালায় গিয়া] বাঃ, কি সুন্দর একটা প্রজাপতি!

অনঙ্গমোহন। [উঠিয়া গিয়া] তবেই দেখুন, ঠিক এই মুহূর্ত্তে স্বয়ং প্রজাপতির আবির্ভাব। এখনও কি আপনার সন্দেহ আছে?

রমলা। [চেয়ারে বসিয়া] সত্যি, আপনি বাড়াবাড়ি করছেন।

অনঙ্গমোহন। ঠিক উল্টো রমলা দেবী, মনের উচ্ছ্বাস অনেক কষ্টে সংযত ক'রে রেখেছি।

রমলা। আপনি এখন যান।

অনঙ্গমোহন। আপনি রাগ করছেন! উঃ, আমার আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। কি ক'রে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব, জানি না। [নতজানু হইয়া] ক্ষমা করুন রমলা দেবী।

এমন সময়ে অপর দিকের জানালায় লোকের কোলাহল শ্রুত হইল। অনঙ্গমোহন উঠিয়া সেখানে গেল

অনঙ্গমোহন। [জানালায়] এখন আমি ব্যস্ত। তোমরা যাও।

কোলাহল শান্ত। এই অবসরে কমলা ঘরে ঢুকিয়া প্রস্থানোদ্যত রমলাকে এক রকম ঠেলিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিয়া রমলার স্থানে নির্ব্বিকারভাবে বসিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিলে মনে হয়, অনঙ্গমোহনের সঙ্গে এতক্ষণ তাহারই বুঝি আলাপ চলিতেছিল। অনঙ্গমোহন ফিরিয়া রমলার স্থানে কমলাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল, কিন্তু তখনই বিস্ময় দমন করিয়া তাহার সঙ্গে প্রেমালাপ শুরু করিল, যেন এতক্ষণ তাহার সঙ্গেই আলাপ চলিতেছিল

অনঙ্গমোহন। [চমকিয়া উঠিয়া, স্বগত] Any port in a storm! [প্রকাশ্যে] দেবী, সকালবেলা আজকের দিনটা মেঘলা ছিল, কিন্তু আপনার চোখের দীপ্তিতে এখন বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কমলা। এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

অনঙ্গমোহন। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন না, কারণ সঙ্গে সূর্য্যের আলোও রয়েছে। কমলা দেবী আপনার চোখ দুটি কি সুন্দর!

কমলা। কি যে বলছেন—

অনঙ্গমোহন। লক্ষ্মীর বাহন—

কমলা। পেঁচা! আপনার কি আস্পর্দ্ধা!

অনঙ্গমোহন। লক্ষ্মীকে বহন করে যে পদ্মটি, তারই পাপড়ির মত—

কমলা। এতও বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারেন!

অনঙ্গমোহন। আপনার মুখখানি যেন সরস্বতীর বাহন—

কমলা। হাঁসের মত! আপনি এখনই বেরোন।

অনঙ্গমোহন। সরস্বতীর বাহন—

কমলা। বেরোন, বেরোন বলছি।

মনঙ্গমোহন। সরস্বতীর বাহন শ্বেতপদ্মের অনাঘ্রাত কুঁড়িটির মত ভাবে রসে রূপে সৌগন্ধে ঢলঢল!

ন্মলা। কি যে মিছিমিছি বকছেন—

মনঙ্গমোহন। মিথ্যা নয় কমলা দেবী, মিথ্যা নয়। [হঠাৎ নতজানু হইয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়া] আমি আপনাকে ভালবাসি।

এমন সময়ে বনমালার প্রবেশ

নমালা। কি আশ্চর্য্য!

নঙ্গমোহন। [উঠিয়া] সব মাটি হ'ল। .

নমালা। [কমলার প্রতি] বলি, এ কি হচ্ছিল?

মলা। আমার দোষ নেই মা।

নমালা। যাও, এখনই যাও। ও মুখ আর আমাকে যেন না দেখতে হয়।

কাঁদিতে কাঁদিতে কমলার প্রস্থান

[অনঙ্গমোহনের প্রতি] মাপ করবেন,···কিন্তু···এতে আশ্চর্য্য না হয়েই বা উপায় কি?

নঙ্গমোহন। [স্বগত] এটিও মন্দ নয়। দেখাই যাক না। [নতজানু হইয়া প্রকাশ্যে] আপনি তো দেখছেন, আমি ভালবাসায় মুমূর্ষু।

নমালা। নতজানু কেন? ছিঃ ছিঃ, উঠুন।

নঙ্গমোহন। না না, আমি কিছুতেই উঠব না। আমার প্রতি কি হুকুম হ'ল না জানা পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই উঠব না।

নমালা। মাপ করবেন। যদি আপনার মনোভাব ঠিক বুঝে থাকি, তা হ'লে বুঝতে হবে যে, আপনি আমার মেয়েকে ভালবাসেন।

নঙ্গমোহন। না, আমি আপনাকে ভালবাসি। বলুন, খুলে বলুন, আমি আমার এই একনিষ্ঠ ভালবাসার প্রতিদান পাব কি না? যদি বলেন 'না' —তবে, তবে আমার এ ব্যর্থ জীবনের আর কি প্রয়োজন?

বনমালা। কিন্তু মানে কি জানেন…ধরতে গেলে আমাকে তো এক রকম বিবাহিত ব'লেই ধরা উচিত—

অনঙ্গমোহন। বিবাহিত! ধিক! প্রেমের চেয়ে কি বিবাহ বড়? কবিই তো বলেছেন—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। আমরা এখান থেকে পালিয়ে চ'লে যাব দূরে—দূরে, যেখানে বিবাহ নেই, সমাজ নেই, শাস্ত্র নেই, পুরোহিত নেই, যেখানে ইন্‌কাম-ট্যাক্স নেই, নির্জ্জন পাহাড়ের ধারে, ছোট্ট নদীর পারে সেই দেশে…যেখানে আমরা ছুটিতে…দেবী, আমি তোমার পাণিপ্রার্থী।

কমলার ছুটিয়া প্রবেশ। সে বনমালাকে রমলা ভাবিয়াছিল

কমলা। দিদি, ভাল হচ্ছে না বলছি! [ভাল করিয়া দেখিয়া] আরে, এ যে মা! কি আশ্চর্য্য!

বনমালা। আশ্চর্য্যটা কিসের শুনি? কি হয়েছে যে, আশ্চর্য্য হচ্ছ? বলা নেই, কওয়া নেই, কাঠবিড়ালির মত খুটখুট ক'রে যেখানে সেখানে যখন তখন এসে ঢুকে পড়া! ভদ্র ব্যবহার কবে আর শিখবে? বয়স যে আঠারো হ'ল। এখনও যেন তিন বছরের খুকীটি রয়েছ!

কমলা। [কাঁদিয়া ফেলিয়া] মা, সত্যি আমি জানতাম না, আমি ভেবেছিলাম—রমলাদি।

বনমালা। তোমার মাথার মধ্যে যে কি ঢুকেছে! সবতাতেই জজের মেয়েরা হয়েছে তোমার আদর্শ! কেন, সামনে আর কোন মেয়ে কি নেই? নিজের মা তো রয়েছে চোখের উপরে, তার আদর্শ অনুসরণ করতে পার না?

অনঙ্গমোহন। [কমলার হাত ধরিয়া] দেবী, আমাদের সুখে বাদ সাধবেন না। আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

বনমালা। [বিস্ময়ে] তা হ'লে ওকেই—

অনঙ্গমোহন। জীবন, না মৃত্যু ?

বনমালা। দেখ, দেখ, তোমার মত রূপগুণহীন একটা মেয়ের জন্যে আমাদের সম্মানিত অতিথি আমার কাছে নতজানু হয়েছিলেন—আর এমন সময়ে বলা নেই, কওয়া নেই, এসে ঢুকে পড়া! আমি এখন অনুমতি না দিলেই উচিত দণ্ড হয়। এমন সৌভাগ্যের তুমি মোটেই যোগ্য নও।

কমলা। আমাকে ক্ষমা কর মা, আর কখনও আমি এমন কাজ করব না।

ম্যাজিষ্ট্রেটের ভীত ব্যস্তভাবে প্রবেশ

ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুর, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

অনঙ্গমোহন। ব্যাপার কি ?

ম্যাজিস্ট্রেট। দোকানদারেরা এসেছিল হুজুরের কাছে নালিশ করতে। দোহাই হুজুর, ওদের একটি কথাও সত্যি নয়। ওরা চোর, জোচ্চোর, শহরের লোককে ঠকায়। আর কসাই-বুড়ী যদি ব'লে থাকে যে, আমি ওকে চাবুক মেরেছি, সে কথাও বিশ্বাস করবেন না। আমাকে জব্দ করবার জন্যে ও নিজেকে নিজে চাবকে নালিশ করতে এসেছে।

অনঙ্গমোহন। প'ড়ে মরুকগে কসাই-বুড়ী। আমার নিজের চিন্তায় আমি এখন নিজে পাগল।

ম্যাজিস্ট্রেট। ওদের কথায় কান দেবেন না হুজুর। ওরা ঝাড়ে বংশে মিথ্যাবাদী, ওদের কথা কেউ কখনও বিশ্বাস করে না হুজুর, করা উচিত নয় হুজুর। আর ঠকাবার কথা যদি ধরেন, তবে এমন সব রামঠগ ভূভারতে কেউ কখনও দেখে নি।

বনমালা। হুজুর কমলাকে বিবাহ করবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন, শুনেছ ?

ম্যাজিস্ট্রেট। সর্ব্বনাশ! এমন কথা মুখে আনতে নেই। হুজুর, ওঁর কথায় আপনি রাগ করবেন না। ওঁর মাথা খারাপ, ওঁর মা পাগল ছিলেন।

অনঙ্গমোহন। কিন্তু আমি সত্যিই বিবাহের অনুরোধ জানিয়েছি। আমি ভালবাসায় পাগল হয়েছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুর, এ যে বিশ্বাস করা কঠিন।

বনমালা। সত্যি গো, সত্যি।

অনঙ্গমোহন। আমি সত্যি বলছি। ভালবাসায় আমি পাগল হয়ে যাব—হয়তো এতক্ষণ পাগল হয়ে গিয়েছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। এ যে স্বপ্নাতীত হুজুর! আমরা যে এ সম্মানের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

অনঙ্গমোহন। কিন্তু আপনারা যদি কমলাকে না দেন, তবে আমি যে কি ক'রে ফেলব, তা বলতে পারি না।

ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুর, আমাদের নিয়ে পরিহাস করবেন না।

বনমালা। কি বুদ্ধি, মাগো! হুজুর বার বার বলছেন, তবু চীৎকার করছে!

ম্যাজিস্ট্রেট। তবু যে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

অনঙ্গমোহন। অনুমতি দিন, শীঘ্র অনুমতি দিন। আমি যদি হতাশ হয়ে আত্মহত্যা ক'রে ফেলি, তবে তার জন্যে আপনি দায়ী হবেন, এ কথা নিশ্চিত জানবেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। ভগবান! আমি কি বলছি জানি না, কি করছি জানি না হুজুর, রাগ করবেন না। হুজুরের যা ইচ্ছে, তাই হবে। উঃ, মাথাটার ভেতরে সব ওলটপালট হয়ে গিয়েছে! হায় হায়! আমার কি হ'ল গো?

বনমালা। নাও, অনেক হয়েছে, এবার ওঁদের আশীর্ব্বাদ কর।

কমলা ও অনঙ্গমোহন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গেল

ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু এ কি সত্যি? [চোখ রগড়াইয়া] নাঃ, এ যে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু সত্যিই তো ওরা হাতে হাতে ধ'রে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। সত্যিই তো ওরা আমাদের প্রণাম করছে।···হুর্‌রা—হুর্‌রা! মার দিয়া! কেল্লাফতে! [লাফাইতে লাগিল]

মুকুন্দর প্রবেশ

মুকুন্দ। হুজুর, গাড়ি প্রস্তুত।

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, যাও, আমি আসছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুর, চললেন?

অনঙ্গমোহন। হ্যাঁ।

ম্যাজিস্ট্রেট। কিন্তু হুজুর যেন একটা বিবাহের আভাস দিয়েছিলেন?

অনঙ্গমোহন। শুধু একদিনের জন্যে যাচ্ছি। আমার এক বুড়ো মাতুল আছেন, লোকটা খুব ধনী, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কালই ফিরব।

ম্যাজিস্ট্রেট। তবে আর হুজুরকে বাধা দেব না।

অনঙ্গমোহন। না, আমার দেরি হবে না। বিদায় কমলে…অহো-হো! ভাষায় আমার মনোভাব প্রকাশ করতে পারছি না।

ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুরের পথের জন্যে কোন কিছুর যদি প্রয়োজন থাকে…টাকা-পয়সা যথেষ্ট আছে তো?

অনঙ্গমোহন। এক রকম আছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। এক রকমের কাজ নয়। কত দরকার বলুন?

অনঙ্গমোহন। আপনি আমাকে দুশো দিয়েছিলেন, তার মানে চারশো, আমি গুণে দেখেছি। আপনাকে ঠকাতে চাই না। আর চারশো দিন—তা হ'লেই পুরো আটশো হবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। নিশ্চয়। [টাকা বাহির করিয়া] সৌভাগ্যবশত ঠিক চারশোই আছে।

অনঙ্গমোহন। খুব কৃতজ্ঞ হলাম। [টাকা গ্রহণ]

ম্যাজিস্ট্রেট। সে কি কথা হুজুর!

অনঙ্গমোহন। আচ্ছা, আসি। আপনার আতিথেয়তা ভোলবার নয়। [বনমালার প্রতি] আপনার স্নেহ চিরকাল মনে থাকবে। [কমলার প্রতি] তোমাকে বলবার মত ভাষা এখনও সৃষ্টি হয় নি…অহো-হো!

বাহিরে ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের শব্দ

মুকুন্দ। কোচম্যান ব্যস্ত হয়ে উঠেছে হুজুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনি কি ভাড়াটে গাড়িতে যাচ্ছেন ?

অনঙ্গমোহন। আমি তো ছদ্মবেশে বেরিয়েছি, কাজেই এ ছাড়া উপায় কি ?

ম্যাজিস্ট্রেট। তা বটে।

কোচম্যানের শব্দ

বনমালা। তবে গাড়িতে পাতবার জন্যে একখানা কম্বল নিয়ে যান।

ম্যাজিস্ট্রেট। ঠিক ঠিক। বিলিতী কম্বলখানা দাও। না না, সেই পার্‌শিয়ান 'রাগ'খানা—নীল রঙের।

কোচম্যানের শব্দ

ম্যাজিস্ট্রেট। হুজুরকে কবে আশা করব ?

অনঙ্গমোহন। কাল:কিংবা বড় জোর পরশু।

একজন চাকর 'রাগ'খানা আনিয়া মুকুন্দকে দিল। সে তাহা লইয়া বাহির হইয়া গেল

কোচম্যানের শব্দ

অনঙ্গমোহন। [ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি] আসি। [বনমালার প্রতি] আসি।

ম্যাজিস্ট্রেট ও বনমালা। বিদায়।

অনঙ্গমোহন। বিদায় কমলে! অহো-হো! [চোখে রুমাল দিল]

কমলা কাঁদিতে লাগিল। অনঙ্গমোহনের প্রস্থান। বাহিরে গাড়ি ছাড়িবার শব্দ

পঞ্চম অঙ্ক

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো

পূর্ব্বোক্ত কক্ষ। ম্যাজিষ্ট্রেট, বনমালা ও কমলা

ম্যাজিস্ট্রেট। বনমালা, দেখ, পুরুষস্য ভাগ্যং কাকে বলে! এ রকমটি নিশ্চয়ই তুমি কখনও আশা কর নি! ছিলে ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নী, এবারে হ'তে চললে···নাঃ, এ কল্পনাতীত!

বনমালা। মোটেই কল্পনাতীত নয়। আমি জানতাম, এ রকম হবেই। তোমার কাছে অসম্ভব মনে হচ্ছে, তার কারণ, চিরটা কাল মফস্বলে জংলী ভূতদের মধ্যে কাটালে, কখনও অ্যারিস্টক্র্যাটদের সঙ্গে মেশ নি তাই।

ম্যাজিস্ট্রেট। অ্যারিস্টক্র্যাট! আরে, আমি নিজেই তো একজন অ্যারিস্টক্র্যাট। মফস্বলে থাকি ব'লে কি অ্যারিস্টক্র্যাট নই? জঙ্গলে কি বিশাল শাল্মলী তরু থাকে না? কিন্তু ওসব কথা যাকগে। এখন একবার আমাদের ভবিষ্যৎটা চিন্তা ক'রে দেখ। এক লাফে গাছের তলা থেকে গাছের আগডালে গিয়ে চড়লাম। এইবার দেখ না, শহরের বদমাইশগুলোর কি অবস্থা করি। [একজন পুলিসের প্রবেশ] কে? চন্দন সিং? দোকানদারদের একবার নিয়ে এস তো, বাছাধনদের একবার দেখে নিচ্ছি। যারা আমার নামে নালিশ করতে এসেছিল, তাদের নামের তালিকা আমি চাই। আর সবচেয়ে বেশি ক'রে চাই—ওই কি যে বলে ওদের?—সেই লেখক-গুলোকে, যারা দরখাস্ত পিছু চার আনা নিয়ে দরখাস্ত লিখে দেয়। ওদের গিয়ে বল যে, ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ের বিয়ে, যে-সে লোকের সঙ্গে নয়, না সে দোকানদার, না সে সাহিত্যিক। বাবা, তার জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার! সে সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। বুঝলে, শহরের সব লোক যেন আজই জানতে পায়, এখনই জানতে পায়। যাও, থানার যত পুলিস

শহরের মধ্যে বেরিয়ে পড়ুক—এক-একজন এক-এক দিকে যাক। না না, প্রত্যেক দিকে দুজন ক'রে যাক। গভর্মেণ্ট-বিল্ডিংগুলোর ওপরে নিশান উড়িয়ে দাও। দোকানদাররা যদি ভাল চায়, তবে বাড়িতে বাতি দেবার ব্যবস্থা করুক। যাও, শিগগির যাও। [চন্দন সিংএর প্রস্থান] আচ্ছা, বনমালা, আমরা এর পরে কোথায় থাকব, এখানে, না কলকাতায়? তোমার কি ইচ্ছে, শুনি ?

বনমালা। অবশ্যই কলকাতায়। এর পরে এখানে থাকা অসম্ভব।

ম্যাজিস্ট্রেট। অবশ্যই কলকাতায়। বালিগঞ্জ অঞ্চলে। চমৎকার!

বনমালা। বালিগঞ্জে? বালিগঞ্জে তো চাকুরেরা থাকে। আলিপুরে থাকতে হবে, ওখানেই তো অ্যারিস্টক্র্যাটদের 'অরিজিন্যাল হোম', আদিম নিবাস।

ম্যাজিস্ট্রেট। এক্স্যাক্টলি! যেমন এরিয়ানদের আদি নিবাস মধ্য-এশিয়ায়

বনমালা। তুমি কখনও অ্যারিস্টক্র্যাটদের সঙ্গে মেশ নি, তাই বালিগঞ্জের চেয়ে বেশি ভাবতে পার না।

ম্যাজিস্ট্রেট। এর পরে আর ম্যাজি'স্ট্রেট থাকা চলে না, কি বল ?

বনমালা। অবশ্যই না। তুমি কি ভাব ম্যাজিস্ট্রেটি একটা মস্ত কিছু ?

ম্যাজিস্ট্রেট। নিশ্চয়ই নয়। তোমার জামাইয়ের যখন মন্ত্রীদের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব, গভর্মেণ্ট-হাউসে ঘন ঘন যাতায়াত, ইচ্ছে করলে নিশ্চয় আমাকে একটা জেনারেল ক'রে দিতে পারে! তোমার কি মনে হয় ?

বনমালা। নিশ্চয়ই পারে। এ আর বেশি কি ?

ম্যাজিস্ট্রেট। চমৎকার! চমৎকার! জেনারেল! বুকের ওপরে এক সার পদক! চমৎকার! আচ্ছা, কোন্ রঙের ফিতে তোমার পছন্দ? লাল, না নীল ?

বনমালা। অবশ্যই নীল। নীল হচ্ছে গিয়ে অ্যারিস্টক্র্যাটদের রঙ।

ম্যাজিস্ট্রেট। তোমার যখন পছন্দ তো তাই হবে। কিন্তু লালও মন্দ নয়।

জেনারেল হওয়ার মত সুখ কি আর আছে? বড় বড় ঘোড়া, ঝলমলে ইউনিফর্ম, চকচকে মেডেল, চারদিকে আরদালী, সেপাই; আর সত্যিকারের যুদ্ধে কখনও যেতে হবে না, এই পরম আশ্বাস। যখন গভর্নরের সঙ্গে ব'সে খানা খাচ্ছি, ম্যাজিস্ট্রেটরা দূরে হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবে। হাঃ হাঃ হাঃ! চমৎকার!

বনমালা। তোমার রুচি নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে রকমের। হবেই বা না কেন? চিরটা কাল কাটালে জংলী ভূতদের মধ্যে। মনে রেখো, এখন থেকে তোমার স্বভাব সহবৎ সব বদলাতে হবে। যারা এখন তোমার বন্ধু হবে, তারা এখানকার জজ আর পোস্টমাস্টার নয়, তারা সব মন্ত্রী, রাজা, মহারাজা। আমার রীতিমত ভয় আছে, তোমার কথাবার্তা শুনে সবাই হাসবে, বুঝবে, তুমি একটি আস্ত জংলী ভূত।

ম্যাজিস্ট্রেট। কথায় কি ক্ষতি?

বনমালা। অবাক করলে! কথায় কি ক্ষতি? কথাতেই তো অ্যারিস্টক্র্যাট বোঝা যায়। কথা ছাড়া অ্যারিস্টক্র্যাটদের আর কি আছে?

ম্যাজিস্ট্রেট। শুনেছি, কলকাতায় দু রকম মাছ আছে—মাছের অ্যারিস্টক্র্যাট —ভেটকি আর তপসে। নাম শুনেই জিবে জল আসে।

বনমালা। ওই তো! ঠিক এই ভয়ই করছিলাম। মাছের চেয়ে বেশি আর কিছু ভাবতে পার না? আমি তোমাকে ব'লে রাখছি; কলকাতায় আমাদের বাড়িটাকে কাল্‌চারের কেন্দ্র ক'রে তুলতে হবে। ড্রয়িং-রুমে রাখতে হবে যামিনী রায়ের ছবি, পুরনো ভাঙা সব পাথরের মূর্ত্তি; আর সমস্ত ঘরটাতে এমন সুগন্ধ ছড়িয়ে রাখতে হবে, যাতে কোন লোক ঢোকবামাত্র আবেশে আপনি তার চোখ বুজে আসবে। [ভাবাবেশে চোখ বন্ধ করিয়া দেখাইল] আঃ, কি সুগন্ধ!

দোকানদারদের প্রবেশ

ম্যাজিস্ট্রেট। এই যে বাছাধনেরা! কেমন আছ সব?

দোকানদারগণ। [অভিবাদন করিয়া] আশা করি, হুজুর ভাল আছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। বটে! হুজুর! কাল আমার নামে নালিশ করবার জন্যে আসা হয়েছিল! কি লাভ হ'ল? পেঁয়াজ-বেচা, রসুন-চোর, পোস্তখোর, ডাঁটা-গিলে গোবর-গণেশের দল! ভেবেছিলে, আমাকে জেলে পুরবে? কি লাভটা হ'ল, শুনি?

বনমালা। আঃ, তোমার কথাবার্ত্তা নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে রকমের।

ম্যাজিস্ট্রেট। এখন আর কথাবার্ত্তায় কি আসে যায়? কাল যে অফিসারের কাছে তোমরা নালিশ করতে এসেছিলে, তিনি আমার মেয়েকে বিয়ে করছেন, শুনেছ? এইবার কি করবে, শুনি? এখন কি বলবার আছে? তোমরা শহরের লোকদের ঠকাও। তোমরা গভর্মেণ্ট-কনট্রাক্ট নাও, লাখ লাখ টাকা চুরি কর রদ্দি কাপড় আর পচা আটা চালিয়ে। আমাকে কুড়ি গজ কাপড় দিয়ে ভাবছ, রেহাই পাবে? তোমাদের আর কেউ ছুঁতে পারবে না, না? গোবর-গাদার ওপরে মোরগগুলোর মত বুক ফুলিয়ে তোমরা বেড়াও কিসের সাহসে? তোমরা প্রকাশ্যে ব'লে বেড়াও, তোমরাও ভদ্রলোক। দোকানদার আবার ভদ্রলোক! ভদ্রলোকে যদি ঠকায়, তার একটা মহদুদ্দেশ্য আছে। ভদ্রতা-শিক্ষা সমাজের লক্ষ্য। তোমাদের জীবনের কি উদ্দেশ্য শুনি? ভদ্রলোকের ছেলে বিজ্ঞান শেখে, সেজন্যে ইস্কুলে মার খায়; মার না খেলে ভবিষ্যতে সে বৈজ্ঞানিক হতে পারে না। তোমরা কি কর? ছেলেবেলায় খদ্দের ঠকিয়ে তোমরা জীবন আরম্ভ কর। ভাল ক'রে ঠকাতে না পারলে মনিব তোমাদের ধ'রে ঠেঙায়। ছেলেবেলায় নামতা শেখবার আগেই তোমরা মাপে ঠকাতে শুরু কর। এই রকম ঠেঙানি খেতে খেতে পাকা ঠক হয়ে উঠলে তোমরা বুক ফুলিয়ে

বেড়াও। যাও যাও, ওতে যারা ভোলে ভুলুক, আমাকে সে দলের পাও নি।

দোকানদারগণ। হুজুর, আমাদের বড় অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। আর তোমরা নালিশ করতে চাও! শহরের নতুন সাঁকোটা তৈরি করবার সময়ে যখন হাজার টাকা খরচ ক'রে বিশ হাজার টাকার চেক বের ক'রে নিলে, তখন তোমাদের কে সাহায্য করেছিল? আমিই না? আজ সেই আমার বিরুদ্ধে তোমরা নালিশ করতে চাও! এসব কথা ফাঁস ক'রে দিলে এত দিনে তোমরা থাকতে কোথায়? আন্দামানে, জান? বল, কি বলবার আছে?

দোকানদারগণ। হুজুর, আমাদেরই সব দোষ। আমাদের মাথায় দুষ্ট সরস্বতী ভর করেছিল, তাই ওই বুদ্ধি হয়েছিল। কি চাই, হুকুম করুন। কেবল রাগ ক'রে থাকবেন না।

ম্যাজিস্ট্রেট। রাগ ক'রে থাকবেন না! এখন এসে পায়ে পড়েছ কেন, শুনি? আমি জিতে গিয়েছি ব'লেই তো।

দোকানদারগণ। [নত হইয়া] আমাদের সর্ব্বনাশ করবেন না হুজুর।

ম্যাজিস্ট্রেট। এখন সর্ব্বনাশ করবেন না, কিন্তু তখন কি বলেছিলে? আমি তোমাদের সকলকে···যাক, ভগবান তোমাদের বিচার করবেন। আমি তোমাদের এবারের মত ক্ষমা করলাম। যথেষ্ট হয়েছে। প্রতিহিংসা নেওয়া আমার স্বভাব নয়। আমার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, যার তার সঙ্গে নয়; সে উপলক্ষ্যে তোমাদের উপহারগুলো দেখে শুনে দিও। পচা আটা, ভেজাল ঘি আর রদ্দি ছিট দিয়ে সেরো না। এখন যাও।

দোকানদারদের প্রস্থান

জজ ও দাতব্য-কর্ত্তার প্রবেশ

জজ ও দাতব্য-কর্ত্তা। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স।

জজ। রায় বাহাদুর, আপনার এই সৌভাগ্যে আমরা আনন্দিত।

দাতব্য-কর্ত্তা। মিসেস সরস্বতী, আমি যে কতদূর খুশি হয়েছি, তা প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আয়ুষ্মতী হও মা কমলা।

রঘুনাথবাবু, লাবণ্যবাবু ও সপত্নীক কামিনীবাবুর প্রবেশ। ইঁহারা তিনজনেই পেন্সনপ্রাপ্ত গভর্মেণ্ট-অফিসার

রঘুনাথবাবু। রায় বাহাদুর, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স। দীর্ঘজীবী হোন আপনারা। নবদম্পতি দীর্ঘজীবন লাভ করুক। পৌত্র-প্রপৌত্রাদিতে আপনারা চিরদিন পরিবেষ্টিত হয়ে বিরাজ করুন।

কামিনীবাবু। আজ কি আনন্দের দিন!

কুমুদিনী [কামিনীবাবুর পত্নী]। সত্যি মিসেস সরস্বতী—এ রকম সৌভাগ্য আপনার হবেই, তা আমরা সবাই জানতাম। কতদিন এ নিয়ে আলোচনা করেছি।

লাবণ্যবাবু। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স। বেঁচে থাক মা কমলা।

অবশেষে ঘনরাম ও বনরামের হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ

বনরাম ও ঘনরাম। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স।

বনরাম। এই শুভদিনে…

ঘনরাম। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে…

বনরাম। নবদম্পতিকে…

ঘনরাম। আশীর্ব্বাদ…

ঘনরাম ও বনরাম। করছি। কমলা, দীর্ঘজীবী হও।

ঘনরাম। মা কমলা, সোনার পালঙ্কে ব'সে, পাটের শাড়ি প'রে চিরকাল বিরাজ কর।

বনরাম। আর তোমার সোনার টুকরো ছেলে কোলে আসুক। আহা, আমি

এখনই কল্পনা করতে পারছি, কি রকম ক'রে সে কাঁদবে। [কাঁদিয়া দেখাইল]

সপত্নী হেডমাষ্টারের প্রবেশ

হেডমাস্টার। আপনাদের সৌভাগ্য চিরস্থায়ী হোক।

হেডমাস্টারের পত্নী। মিসেস সরস্বতী, আজ বড় আনন্দের দিন। এই সংবাদ শুনেই আমি ওঁকে বললাম—ওগো, খবর শুনেছ? চল, একবার শিগগির গিয়ে দেখা ক'রে আসি। তার উত্তরে উনি বললেন—কোন রকমে পাস হয়েছে। কোন রকমে কি গো মা? এ রকমটি যে ভূ-ভারতে আর হয় নি, কোন রকমে কি গো? শেষে দেখি, উনি পরীক্ষার খাতার মধ্যে ডুবে রয়েছেন। খাতাপত্র টেনে ফেলে দিয়ে ওঁকে ধ'রে নিয়ে এসেছি। কি বলব মা কমলা, এই সংবাদ শোনবামাত্র আমার চোখে জল, ওঁর চোখে জল, খেন্তি, পটল, নান্টু সকলের চোখে জল। সমস্ত বাড়ি জলে জলময় গো।

ম্যাজিস্ট্রেট। আপনারা সব বসুন। ঝগড়ু, খান কতক চেয়ার নিয়ে আয়।

পুলিস সুপার ও পুলিসের প্রবেশ

পুলিস সুপার। আপনার এই সৌভাগ্যের জন্যে অভিনন্দন করছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। ধন্যবাদ। বসুন। [সকলে বসিল]

জজ। রায় বাহাদুর, এইবারে বলুন তো, কি ক'রে কি ঘটল?

ম্যাজিস্ট্রেট। সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! হিজ একসেলেন্সি স্বয়ং প্রস্তাব করলেন।

বনমালা। অতি নম্র আর বিনীত ভাবে। কি সুন্দর ভাষা! আমাকে উদ্দেশ ক'রে বললেন—আপনার গুণে মুগ্ধ হয়ে এই প্রস্তাব করছি। যেমন শিক্ষা, তেমনই সহবৎ। বললেন—জীবনের কি মূল্য দেবী? আপনার গুণে আমি অভিভূত হয়েছি।

কমলা। মা গো, ওসব কথা তো আমাকে বলেছিলেন।

বনমালা। চুপ কর। সব কথাতেই তর্ক! বললেন—আমি বিস্মিত হয়েছি! এমন ক'রে লোকে বলতেও পারে! আমি বললাম, এ সৌভাগ্য কল্পনা করবার সাহস পর্য্যন্ত আমাদের নেই। অমনই তিনি নতজানু হয়ে ব'লে উঠলেন, দেবী, আমার জীবন ব্যর্থ ক'রে দেবেন না। আমার প্রেমের প্রতিদান দিন, নতুবা আত্মহত্যা ক'রে শান্তি লাভ করব।

কমলা। মা, ওসব কথা আমার উদ্দেশে বলা।

বনমালা। তোমার উদ্দেশেই বটে, কিন্তু বলেছিলেন আমাকে।

ম্যাজিস্ট্রেট। রীতিমত ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। হঠাৎ ব'লে উঠলেন—গুলি করব, গুলি করব।

ঘনরাম ও বনরাম। শ্বশুর-শাশুড়ীকে? কি সর্ব্বনাশ!

ম্যাজিস্ট্রেট। না না, নিজেকে।

জজ। কি আশ্চর্য্য!

হেডমাস্টার। সবই অদৃষ্টের হাত!

দাতব্য-কর্ত্তা। অদৃষ্টের হাত নয় হেডমাস্টার মশায়, এ হচ্ছে গিয়ে পুণ্যের পুরস্কার। [স্বগত] যত সৌভাগ্য এই নরাধমগুলোরই হয় দেখছি!

জজ। সেই কুকুরের বাচ্চাটা আপনাকে দিয়ে যাব।

ম্যাজিস্ট্রেট। এখন কুকুরের বাচ্চার বিষয়ে ভাববার সময় আমার নেই।

জজ। আচ্ছা, ওটা না নেন, সেই বড়টা নিতে পারেন।

কামিনী। এখন হিজ একসেলেন্সি কোথায়? শুনলাম, হঠাৎ কি কারণে যেন তিনি কোথায় গিয়েছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। জরুরি কাজে একদিনের জন্যে গিয়েছেন।

বনমালা। তাঁর মাতুলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষার জন্যে।

ম্যাজিস্ট্রেট। গিয়েছেন বটে, কিন্তু আগামী কালই…[হাঁচি]

সকলে সমস্বরে। জীব সহস্র।

ম্যাজিস্ট্রেট। ধন্যবাদ। আগামী কালই ফিরবেন। [হাঁচি]

সকলে সমস্বরে। জীব সহস্র।

বনমালা। আমরা শীঘ্রই কলকাতায় উঠে যাচ্ছি। এ রকম পাড়াগাঁয়ে বাস করা কঠিন। সেখানে ওঁকে জেনারেল ক'রে দেবে।

ম্যাজিস্ট্রেট। সত্যি, জেনারেল হ'লে তবে আমার যোগ্য চাকরি হয়।

হেডমাস্টার। তা আপনি হবেন।

রঘুনাথবাবু। ভগবান এখন আপনার মুরুব্বি, কিছুই অসম্ভব নয়।

জজ। বড় জাহাজেরই বেশি জল লাগে।

দাতব্য-কর্ত্তা। এ আপনার যোগ্য সম্মান।

জজ। [স্বগত] জেনারেল হ'লেই প্রহসন সম্পূর্ণ হয়। গরুর পিঠে লাগাম ক'ষে উঠলে ঠিক মানায়। যাক, কল্লার নেমন্তন্ন, না আঁচানো পর্য্যন্ত বিশ্বাস নেই।

দাতব্য-কর্ত্তা। [স্বগত] সব মাটি করলে! আরও কত কি দেখতে হবে! অযোগ্য লোকেই বড় পদ পায়। হতেও বা পারে জেনারেল। [প্রকাশ্যে] আমাদের যেন ভুলবেন না রায় বাহাদুর।

জজ। আমাদের দরকারের সময়ে যেন সাহায্য পাই।

কামিনী। আগামী বছরে আমার বড় ছেলেটিকে চাকরির খোঁজে কলকাতা নিয়ে যাব। আমাকে একটু অনুগ্রহ করতে হবে, এখন থেকেই ব'লে রাখছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার দিক থেকে কোন ত্রুটি হবে না।

বনমালা। তুমি তো সকলকেই ভরসা দিচ্ছ। কিন্তু এসব কথা ভাববার সময় তোমার হবে না। আর এসব দায় বইতেই বা যাবে কেন?

ম্যাজিস্ট্রেট। বইব না কেন? পুরনো বন্ধুদের কাজ কি করতে নেই?

বনমালা। নিশ্চয়ই করতে আছে। কিন্তু এসব ছোটখাটো লোকদের কাজ করলে বড়লোকদের কাজ করবার সময় পাবে কি ক'রে?

কুমুদিনী। [স্বগত] ও মাগী চিরদিনই ওই রকম। ছোটর সৌভাগ্য হ'লে এমনিই হয়।

বনমালা। আমাদের এই সৌভাগ্যে সবাই আনন্দিত। কেবল ঘরের শাঁকচুন্নি মুখ ভার ক'রে কোথায় গিয়ে ব'সে আছে।

হেডমাস্টারের পত্নী। কে গো?

বনমালা। ওই যে সাধ ক'রে নাম রাখা হয়েছে রমলা! রমলা, না 'কানমলা'।

কমলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

কমলা। দিদি কি ছেনালিই না আরম্ভ করেছিল। উনি যত তাড়াতে যান, তত যেন জড়িয়ে ধরে।

বনমালা। সত্যি, মাগো! আমি যেতেই আমাকে বললেন, আপনার রূপে গুণে মুগ্ধ হয়ে—

কমলা। ও কথা তো আমাকে বললেন মা।

বনমালা। ফের তর্ক!

হেনকালে পোষ্টমাষ্টার ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একখানা চিঠি

পোস্টমাস্টার। অদ্ভুত ঘটনা! আশ্চর্য্য সংবাদ! যাকে আমরা গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর ব'লে মনে করেছিলাম, সে মোটেই গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর নয়।

সকলে। কি? ইন্সপেক্টর নয়?

পোস্টমাস্টার। মোটেই নয়, আদৌ নয়। একখানা চিঠি থেকে আমি আবিষ্কার করেছি।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি সর্ব্বনাশ! কার চিঠি?

পোস্টমাস্টার। আমি ডাকঘরে ব'সে আছি। মেলব্যাগ বাঁধা হচ্ছে—এখনই সীল করা হবে। এমন সময়ে আপনার বাড়ির চাকর দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে বললে, একখানা চিঠি আছে। আমি বললাম, আজ আর

হবে না। সে বললে, সে হবে নি, স্বয়ং হুজুরের চিঠি, খুব জরুরি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ হুজুর? বললে, হুজুর আবার কে? কলকাতার হুজুর। আজই যাওয়া চাই। আমি বললাম, দাও। ব্যাগে ভরতে যাব, হঠাৎ কি ভেবে খুলে ফেললাম।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি ভরসায় খুললেন? সর্ব্বনাশ!

পোস্টমাস্টার। জানি না কিসের ভরসায়। মনে হ'ল, কোন দৈবশক্তি যেন আমাকে ভরসা দিলে। ঠিকানা দেখি, পরশুরাম, বকুলবাগান, কলিকাতা। মনে মনে ভাবলাম, বাবা, আমার সঙ্গে চালাকি! আমি ত্রিশ বছর এই কাজ করছি। বেশ বুঝতে পারলাম, এ নাম হচ্ছে গিয়ে ছদ্মনাম। নিজেও যেমন ছদ্মবেশে এসেছে, তেমনই ছদ্মনামে চিঠি পাঠানো হচ্ছে। কার হাতে গিয়ে পৌঁছবে, কে জানে? হয়তো খোদ গভর্নরের হাতে। একবার দেখা দরকার—কি লিখল, পোস্টাপিসের কোন গলদের কথা আছে কি না! কি বলব, মশায়, কত চিঠিই তো রোজ খুলি, কিন্তু এ তো চিঠি নয়, যেন জ্বলন্ত অঙ্গার। হাত যেন পুড়ে যায়। এক কানে কে যেন বলতে লাগল, সাবধান, খুলো না। আর এক কানে কে যেন বললে, খোল, খোল, কোন ভয় নেই। গা কাঁপতে লাগল, কপালে কাল ঘাম দেখা দিলে। কেমন ক'রে যে খুলে ফেললাম, তা নিজেই জানি না।

ম্যাজিস্ট্রেট। কি সাহস আপনার! এতবড় অফিসারের চিঠি খুলে ফেললেন!

পোস্টমাস্টার। সেই তো রহস্য। লোকটা মোটেই অফিসার নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। তা হ'লে আপনার মতে উনি কি, তাই শুনি?

পোস্টমাস্টার। কেউ নয়, কিচ্ছু নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। [রাগিয়া] 'কেউ নয়, কিচ্ছু নয়' ব'লে আপনি কি বোঝাতে চান? আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করতে পারি, জানেন?

পোস্টমাস্টার। কে? আপনি? সে আপনার সাধ্য নয়।

ম্যাজিস্ট্রেট। কেন নয়? জানেন, উনি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন? শীঘ্রই আমি কলকাতায় গিয়ে মস্ত অফিসার হব? আপনাকে ধ'রে আমি আন্দামানে পাঠাতে পারি?

পোস্টমাস্টার। আন্দামানের কথা এখন রাখুন, বরঞ্চ চিঠিখানা প'ড়ে শোনাই। কি, পড়ব তো?

সকলে। পড়ুন, পড়ুন।

পোস্টমাস্টার। [পাঠ] প্রিয় পরশুরাম, এই চিঠিতে এক অভিনব সংবাদ তোমাকে পাঠাচ্ছি। কলকাতা থেকে রওনা হবার পরে নৈহাটিতে একবার নামি। সেখানে তাস খেলায় হেরে টাকা-পয়সা যা ছিল সব গেল। কোন রকমে দিনাজপুরাইতে এসে এক হোটেলে উঠলাম। এমন অবস্থা হ'ল যে, হোটেলের বিল শোধ করতে পারি না, হোটেলওয়ালা জেলে দেয় আর কি! এমন সময়ে আমার কলকাতার পোশাক এক আশ্চর্য্য ভাগ্য-পরিবর্ত্তন ক'রে দিলে। এখানকার লোকেরা হঠাৎ আমাকে এক মস্ত গভর্মেণ্ট অফিসার ব'লে মনে করলে। তারপরে আর কি? এখন আমি ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় তোফা আরামে আছি, আর তার স্ত্রী ও মেয়ে দুটির সঙ্গে দিবারাত্রি প্রেম করছি।···কাকে দিয়ে যে আরম্ভ করব, জানি না। আচ্ছা, ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক। সে এক নম্বরের ছেনাল, যা খুশি ওকে দিয়ে তাই করানো যায়। সেই সেদিনকার কথা মনে আছে, যখন এক হোটেলে খেতে গিয়ে দেখি, পয়সা নেই? হোটেলওয়ালা গলা-ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিলে? এখন আমার অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রকম, সবাই টাকা ধার দিচ্ছে। এরা সব অদ্ভুত জীব, তুমি দেখলে হাসতে হাসতে মরতে। তুমি তো হাসির গল্প লেখ। এদের কাহিনী নিয়ে একটা কিছু লেখ না। মাইরি, সে বেশ হবে! প্রথমেই ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরা যাক। সে একটি নিরেট গর্দ্দভ···

ম্যাজিস্ট্রেট। এ হতেই পারে না। নিশ্চয় এ কথা নেই।

পোস্টমাস্টার। [চিঠি দেখাইয়া] নিজেই প'ড়ে দেখুন।

ম্যাজিস্ট্রেট। [পড়িয়া] একটি নিরেট গর্দ্দভ। হতেই পারে না, এ কথা আপনি বসিয়ে দিয়েছেন।

পোস্টমাস্টার। আমার প্রয়োজন কি ?

দাতব্য-কর্ত্তা। পড়ুন, পড়ুন।

হেডমাস্টার। তার পরে কি ?

পোস্টমাস্টার। [পাঠ] ম্যাজিস্ট্রেট একটি নিরেট গর্দ্দভ।

ম্যাজিস্ট্রেট। থাক্ থাক্। ফিরে ফিরে পড়তে হবে না। আমরা সবাই জানি, কি লেখা আছে।

পোস্টমাস্টার। [পাঠ] এই যে···এই যে···নিরেট গর্দ্দভ। পোস্টমাস্টারটি মন্দ নয়। [থামিয়া] আমার সম্বন্ধেও খানিকটা অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করেছে।

ম্যাজিস্ট্রেট। থামলে চলবে না, পড়ুন।

পোস্টমাস্টার। কি দরকার ?

ম্যাজিস্ট্রেট। পড়ছেন যখন সবটা পড়তে হবে।

দাতব্য-কর্ত্তা। আচ্ছা, আমাকে দিন, আমি পড়ছি। [চশমা পরিয়া পাঠ] এখানকার পোস্টমাস্টারটির চেহারা ঠিক তোমার অফিসের দরোয়ানজীর মত। তার ওপরে লোকটা আবার পাঁড় মাতাল।

পোস্টমাস্টার। লোকটাকে আচ্ছা ক'রে চাবুক মারা দরকার।

দাতব্য-কর্ত্তা। [পাঠ] আর দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা···কর্ত্তা···ইয়ে, ইয়ে—

কামিনীবাবু। থামলেন কেন ?

দাতব্য-কর্ত্তা। হাতের লেখা অস্পষ্ট। লোকটা যে বদমাইশ, তাতে আর সন্দেহ নেই।

কামিনীবাবু। আমাকে দিন, আমার চোখ ভাল আছে। [চিঠিখানা লইল]

দাতব্য-কর্ত্তা। ওটুকু বাদ দিলেই হয়। পরের লেখাগুলো বেশ স্পষ্ট।

কামিনীবাবু। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি সবটাই পড়তে পারব।

পোস্টমাস্টার। না না, সবটা পড়তে হবে।

সকলে। কামিনীবাবু, পড়ুন।

দাতব্য-কর্ত্তা। আচ্ছা, তবে এখান থেকে পড়ুন। ওপরের ওটুকু থাক।

পোস্টমাস্টার। না না, কোন অংশ বাদ দিলে চলবে না। সবটুকু পড়ুন।

কামিনীবাবু। [পাঠ] এখানকার দাতব্য-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তা আস্ত একটি টুপি-পরা ভোঁদড়।

দাতব্য-কর্ত্তা। এ কি রকম রসিকতা! টুপি-পরা ভোঁদড়! ভোঁদড় আবার কবে টুপি পরে?

কামিনীবাবু। [পাঠ] আর হেডমাস্টারটির সর্ব্বাঙ্গে রসুনের গন্ধ।

হেডমাস্টার। রসুনের গন্ধ! জীবনে আমি রসুন স্পর্শ করি নি।

জজ। [স্বগত] ভগবান্ রক্ষা করেছেন, আমার সম্বন্ধে কিছু নেই—

কামিনীবাবু। [পাঠ] এখানকার জজ···

জজ। এই মাটি করেছে! [জোরে] দীর্ঘ চিঠি অত্যন্ত বিরক্তিকর। এসব বাজে জিনিস প'ড়ে কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করা?

হেডমাস্টার। মোটেই বিরক্তিকর নয়।

পোস্টমাস্টার। পড়ুন, পড়ুন।

দাতব্য-কর্ত্তা। বাদ দেবেন না, সবটা পড়ুন।

কামিনীবাবু। [পাঠ] এখানকার জজ সাহেবটি একটি 'অজভুশ'।···ওটার মানে কি?

জজ। ভগবান জানেন, মানে কি! 'বদমাইশ' হ'তে পারে কিংবা হয়তো তার চেয়েও কিছু খারাপ।

কামিনীবাবু। [পাঠ] কিন্তু এরা সবাই ভালমানুষ, আর এদের মস্ত গুণ, এরা চাইবামাত্র টাকা ধার দেয়। ভাই পরশুরাম, আমি ঠিক করেছি, কেরানীগিরি ছেড়ে দিয়ে তোমার মত সাহিত্যিক হতে চেষ্টা করব।

আজ আসি। আমাকে শিলিগুড়ির ঠিকানায় চিঠি দিও; গাঁয়ের নাম মনে আছে তো?—কদমকুঁড়ি।

একজন মহিলা। কি দুঃসংবাদ!

ম্যাজিস্ট্রেট। আমার সর্ব্বনাশ হ'ল। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। কোথায় গেল সে বেটা? গ্রেপ্তার ক'রে আন তাকে, গ্রেপ্তার ক'রে আন।

পোস্টমাস্টার। আর গ্রেপ্তার! এতক্ষণে সে পগার পার। আমি আবার বেছে বেছে তাকে শহরের সেরা ঘোড়া দুটো যোগাড় ক'রে দিয়েছিলাম।

কুমুদিনী। মাগো!—এ রকম ঘটনা কখনও শুনি নি।

জজ। ঘটনা! ঘটনা! এদিকে যে আমার কাছ থেকে তিনশো টাকা ধার নিয়েছিল।

দাতব্য-কর্ত্তা। আমার কাছ থেকেও তিনশো।

পোস্টাস্টার। আমিও তিনশো—

বনরাম। আমি আর ঘনরাম মিলে পঁয়ষট্টি টাকা দিয়েছিলাম।

জজ। কিন্তু এ কেমন ক'রে ঘটল? আমাদের পক্ষে এ রকম ভুল কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল?

ম্যাজিস্ট্রেট। [কপাল চাপড়াইয়া] আমি এমন ভুল কি ক'রে করলাম! হায় হায়! আমাকে কি এখনই বাহাত্তুরে পেল? ত্রিশ বছর চাকরি করছি, কোন দোকানদার, কোন কনট্রাক্টার আমাকে ঠকাতে পারে নি। বড় বড় ঠক বদমাশ আমার কাছে কাত। তিন-তিনটে কমিশনারের চোখে ধুলো দিয়েছি···আর শেষে—

বনমালা। কিন্তু এ যে অসম্ভব। উনি যে কমলাকে বিয়ে করবেন বলেছেন।

ম্যাজিস্ট্রেট। [রাগিয়া] বিয়ে করবেন! বিয়ে করবেন! কোথাকার ধাপ্পাবাজ! [পাগলের মত] দেখ, দেখ, সকলে চেয়ে দেখ, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট নির্ব্বোধ, বাহাত্তুরে, নিরেট গর্দ্দভ। [নিজের প্রতি] তোমার উচিত দণ্ড হয়েছে। এই রকম একটা ছোঁড়াকে

গভর্মেণ্ট-অফিসার ব'লে কল্পনা করা! যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল। ওই ছোকরা যেখান দিয়ে যাবে, এই গল্প করতে করতে যাবে। তারপর হয়তো কোন কলম-বাজ নাট্যকার এই নিয়ে এক ফার্স লিখে ফেলবে। দেশ-বিদেশের লোক হাসবে। এই কলম-বাজ কালি-ছুঁড়নেওয়ালারা কাউকে খাতির করে না—না ধনীকে, না মানীকে। সবাই হাসবে আর হাততালি দেবে। [দর্শকের প্রতি] দাঁত বের ক'রে এত হাসি কিসের? নিজেদেরও এমন ঘটতে পারে। [মেঝেতে পা ঠুকিয়া] এই সাহিত্যিকদের একবার আমি দেখে নেব। দেখে নেব এই সরস্বতীর দিনমজুর-গুলোকে, দু আনা ক'রে পৃষ্ঠা লিখনে-ওয়ালাদের, ভদ্রলোকের গায়ে কালি-ছুঁড়নে-ওয়ালাগুলোকে। সবগুলোকে ঠেলে আমি যমের বাড়ি পাঠাব। এগুলো না থাকলে অপমানের কথা লোকে দুদিন বাদে ভুলে যেত! এগুলোই যত…এগুলোই যত…আবার হাসি! [মেঝেতে পা ঠুকিয়া, বক্ষে করাঘাত। কিছুক্ষণ পরে] নাঃ, কিছুতেই এ অপমান ভুলতে পারছি না। এমন ভুল কেমন ক'রে হ'ল? ওই ছোঁড়াটার মধ্যে কি ছিল, যাতে তাকে গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টর ব'লে মনে করলাম? হঠাৎ কি হ'ল, সকলেই 'ইন্সপেক্টর ইন্সপেক্টর' ব'লে রব তুললে? কে প্রথম এ রব তুললে? কে?

দাতব্য-কর্ত্তা। বাস্তবিক, কেমন ক'রে সকলের যে একই ভুল হ'ল, তা বুঝতে পারছি না!

জজ। বাস্তবিক, প্রথমে কে রব তুললে? এই যে, এঁরাই প্রথমে এই সংবাদ এনেছিলেন। [ঘনরাম ও বনরাম বাবুকে দেখাইয়া]

বনরাম। কখ্খনও আমি নই।

ঘনরাম। আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানি না।

দাতব্য-কর্ত্তা। আপনারাই প্রথমে এই রব তুলেছিলেন।

হেডমাস্টার। আমার বেশ মনে আছে, এঁরা দুজনেই প্রথমে ছুটতে ছুটতে

এসে বললেন—তিনি এসেছেন, তিনি এসেছেন, হোটেলে আছেন, অথচ বিল শোধ করছেন না। খুব লোক চিনেছিলেন বটে!

ম্যাজিস্ট্রেট। ঠিক ঠিক, এঁদেরই কীর্ত্তি। হতভাগা গুজবদার সব।

দাতব্য-কর্ত্তা। গভর্মেণ্ট-ইন্সপেক্টরের গল্পও এঁদের রটানো।

ম্যাজিস্ট্রেট। গুজব রটিয়ে বেড়ানো ছাড়া আর কোন কাজ নেই আপনাদের? আপনারা দুজনে শয়তানের ডুগি-তবলা।

জজ। কেচ্ছা-কাহিনীর ঝাড়ুদার।

হেডমাস্টার। জোড়া গাধা।

দাতব্য-কর্ত্তা। টুপি-পরা জোড়া ভোঁদড়। [সকলে তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল]

বনরাম। সত্যি বলছি, আমি নই, ঘনরামবাবুই প্রথমে—

ঘনরাম। কি বলছ বনরাম? তুমিই তো প্রথমে—

বনরাম। তুমিই প্রথমে—

ঘনরাম। তুমিই—

এমন সময়ে ইউনিফর্ম-পরা একজন আরদালী প্রবেশ করিল

আরদালী। কলকাতা থেকে গভর্মেণ্টের হুকুম নিয়ে যে ইন্সপেক্টর এসে পৌঁছেছেন, তিনি আপনাদের সেলাম জানিয়েছেন। তিনি ডাকবাংলোতে আছেন।

এই সংবাদে ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হইল। যে যেমন বসিয়া ছিল তেমনই রহিল, যেন সব পাথরে তৈয়ারি মূর্ত্তি। এমন কি ভয় পাইবার শক্তিও যেন তাহাদের লোপ পাইয়াছে। ঠিক সেই সময়ে বিপরীত দ্বার দিয়া হাসিমুখে রমলার প্রবেশ। বনমালা ও কমলা এমনই পাথর হইয়া গিয়াছে যে, রমলার হাসিমুখ দেখিয়াও রাগিতে ভুলিয়া গেল। মিনিট-খানেক এই ভাবে পাষাণ-সংঘ থাকিবার পরে যবনিকা পড়িয়া গেল।